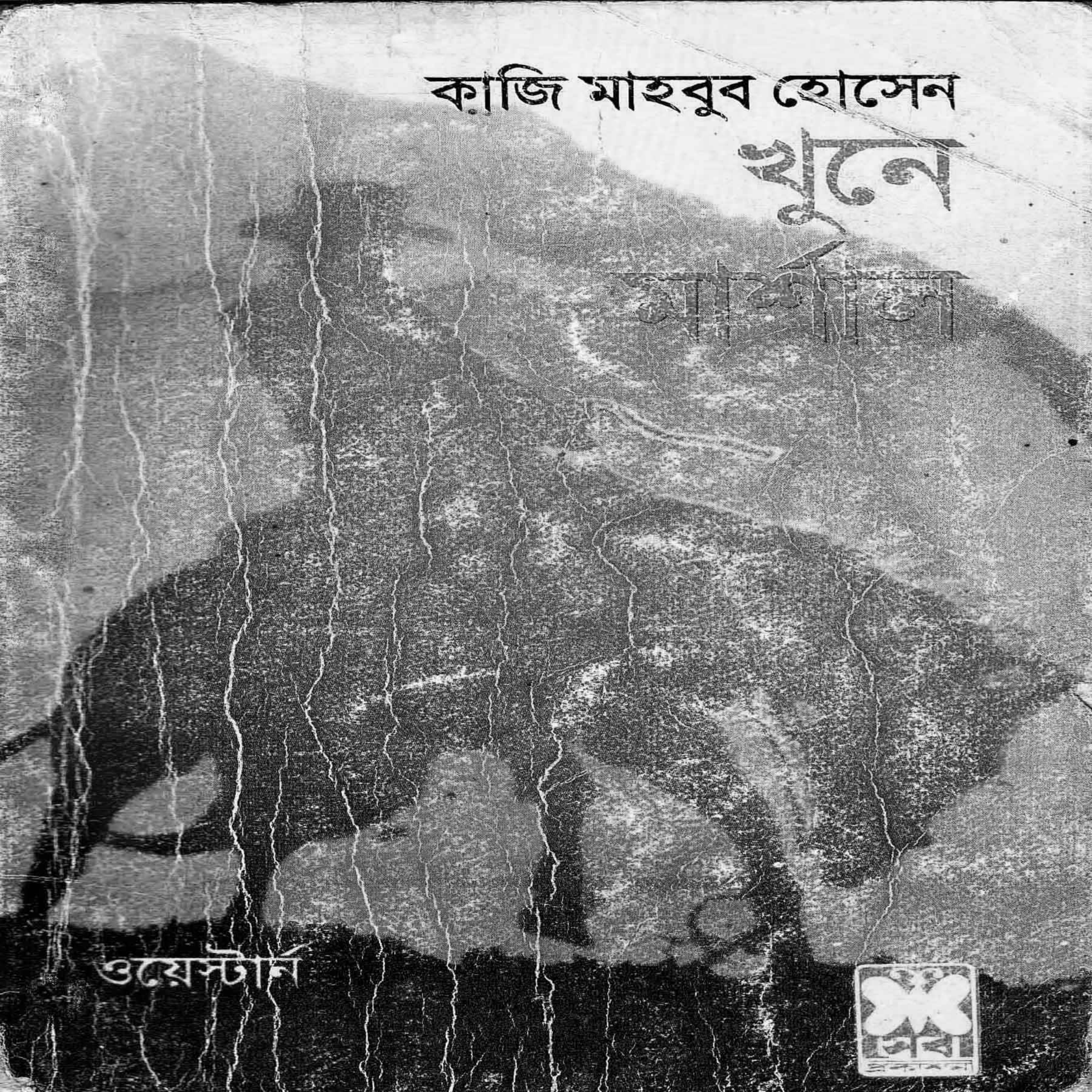

কাজি মাহবুব হোসেন
খুনে
মার্শাল
ওয়েস্টার্ন
সেবা
প্রকাশনী

এক

সাহায্যের জন্যে অস্পষ্ট চিৎকারটা টাউন মার্শাল টেড মার্শের কানে যেতেই লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে ছুটল সে। এতক্ষণ নিজের অফিসে বসে ওয়ানটেড আউটলদের পোস্টারগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। ওর ছয়ফুট লম্বা দেহটা ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে উঠেছে এখন। বিকেল হয়ে এসেছে। রাস্তাটা জনশূন্য। মেক্সিকোর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শহরটা এখন সিয়েস্টায় আচ্ছন্ন। গরম এড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে লক্ষ করল টেড। আবার আওয়াজটা শুনতে পেল।

'বাঁচাও! ডাকাত!'

ঘুরে তাকাল মার্শ। শব্দটা পঞ্চাশ গজ দূরে 'মার্কেন্টাইল' স্টোর থেকে এসেছে। দরজায় দোকানের মালিক রয় রজার্সকে দেখা যাচ্ছে। ছুটে এগোল টেড। শেষের তিন কদম লাফিয়ে আগে বেড়ে রয়কে ধরে ফেলল। লোকটা পড়ে যাচ্ছিল।

হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক কি ঘটেছে দেখার জন্যে তার দোকান থেকে উঁকি দিয়েছিল। পরিস্থিতি আঁচ করে দৌড়ে ছুটে এল।

'ডাকাত!' থেঁতলানো ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল রয়।

'দুজন! সব টাকা নিয়ে গেছে।'

পিস্তলটা খাপে ভরল টেড। অভ্যাস বশেই ওটা ওর হাতে উঠে এসেছিল। পরীক্ষা করে দেখল পিস্তলের বাড়িতে বেশ জখম হয়েছে রয়।

হার্ডওয়্যার দোকানিকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে রাস্তা ধরে ছুটল মার্শাল। আস্তাবলের দিকে যাচ্ছে। ডাকাত দুজন শহর ছেড়ে পালাবার আগেই ধরতে চায়। এখনও ওরা শিপ্রকেই কোথাও আছে।

আরও দুজন এসে যোগ দিল মার্শালের সাথে। ওদের একজনকে আহত রজার্সের পাশে থাকার জন্যে পাঠিয়ে দিল সে। জন শেপার্ড রইল টেডের সাথে।

হ্যাঙ্কের বাড়ির পিছনে ঝোপের ভিতর দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেল টেড।

'ওরা এখনও পালাতে পারেনি,' বলল শেপার্ড।

'জানি,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল টেড। শেপার্ডের সাথে ওর সম্পর্ক খারাপ। পুরো টাউন কাউন্সিলের সাথেই টেডের বিরোধ। মেয়র উইল শাটার, শেপার্ড, এবং আরও তিনজন কাউন্সিল সদস্য মার্শালের কাজে অনেক ত্রুটি ধরতে শুরু করেছে। ওরা এখনই ভুলে গেছে কিভাবে বেন আর টেড জীবন বিপন্ন করে শহরটাকে বাঁচিয়েছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা একদল বেপরোয়া ডাকাতকে ঠেকিয়েছিল। চতুর একটা ডাকাতের দল। ওদের লীডার ইউ এস মার্শাল আর লোকজন ইউ এস ক্যাভেলরিমেন (ঘোড়ার পিঠে সৈনিক) সেজে এসেছিল। টেডই সেদিন ওদের প্ল্যান বুঝে বেন জুনিয়ারকে সাবধান করেছিল।

সংঘর্ষে বেন জুনিয়রের পেটে গুলি লাগল। কিন্তু তার পরেও সে কয়েকজন ডাকাতকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল। টেড আর উত্তরের র‍্যাঞ্চার ফ্রেড বাকি সবাইকে শেষ করল।

ডাক্তার প্রথমে বলেছিল বেন জুনিয়র বাঁচবে। তাই টেড মার্শ তার ডেপুটি মার্শালের পদ ছেড়ে ফ্রেডের র‍্যাঞ্চে ফোরম্যান হিসেবে কাজ নিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ করে বেন জুনিয়রের অবস্থা খারাপের দিকে গেল। মারা গেল সে। ছেলেকে খুব ভালবাসত ওর বাবা। কয়েকদিন পর স্ট্রোকে সেও মারা গেল।

টেড মার্শ তার দুজন সত্যিকার বন্ধুকে কবর দিয়ে আসার পর টাউন কাউন্সিলের একান্ত অনুরোধে শিপ্রকের মার্শাল হলো। বেন জুনিয়রের সুন্দরী স্ত্রী সেসিলার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেল। ওকে সে শ্রদ্ধা করে। ওকে নিয়ে ভাবে—সুখ-সুবিধা দেখে।

দেখা করতে গেলে প্রতিবারই মেয়েটা টেডকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। সান্ত্বনা খোঁজে। এবং টেড মার্শের শক্ত আলিঙ্গন ওকে নিরাপত্তা দেয়। মাথায় আর পিঠে হাত বুলায় টেড। শান্ত হলে মার্শালকে সাপার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় সেসিলা। টেড কখনও প্রত্যাখ্যান করে না, কারণ জানে, ওর চেয়ে ভাল রাঁধুনী শিপ্রকে নেই।

কতবার যে সেসিলাকে ও দেখতে গেছে তার হিসেব নেই। সম্পর্কটা বন্ধুর স্ত্রী থেকে ধীরে ধীরে কখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, তা বুঝতেও পারেনি টেড।

কিন্তু ও এটা বোঝে যে ওর সাথে অন্যের জীবন ধারায় অনেক তফাত। জানে সেসিলার প্রতি নিজের অনুভূতি সে কোনদিনই প্রকাশ করতে পারবে না। ভয় পায়, যদি মেয়েটা তাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে কোনদিনই সে আর ওর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে

পারবে না।

তাই ও অনেক দেরিতে দেখা করা শুরু করল। ভাবল, হয়তো সময়ে সে বেন জুনিয়রকে ভুলে ওর প্রতি আকৃষ্ট হবে। নিজের কাজেই ডুবে থাকল টেড। তার অনুভূতি হয়তো মেয়েটা একদিন বুঝবে।

শহরের ভাল চায় টেড মার্শ। কিন্তু ওর কাজের পদ্ধতি টাউন কাউন্সিলের পছন্দ নয়। কাউন্সিলের মতে, কেবল বিচারের পরই অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত—তার আগে নয়। অথচ টেড যেসব আউটলকে ধরে আনতে গেছে, তাদের বেশিরভাগই ধরা না দিয়ে গোলাগুলি করে পালাতে চেয়েছে। আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে টেডকেও গুলি ছুঁড়তে হয়েছে—ফলে বিচারের আগেই ওদের মৃত্যু ঘটেছে। এইখানেই কাউন্সিলের আপত্তি, এবং এইখানেই টেডের সাথে টাউন কাউন্সিলের বিরোধ। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস ইচ্ছে করলেই আউটলদের জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারত টেড। আউটলরা জানে একটা খুন করলে তাদের শাস্তি ফাঁসি, এবং পাঁচটা খুন করলেও তাদের ফাঁসি একবারই হবে—পাঁচবার নয়। এই সহজ যুক্তিতেই ধরা না দিয়ে ওরা পিস্তল বের করে লড়ে। কিন্তু কাউন্সিল কিছুতেই এটা মানতে চায় না। অথচ টেড জানে তাকে মারার জন্যে পিস্তল বের করে মরার জন্যে আউটলরা নিজেরাই দায়ী।

তাই ওদের প্রতি দয়া দেখানোর কোন প্রয়োজন বোধ করে না মার্শ। যেসব অপরাধীকে নিয়ে সে ফেরত এসেছে, তাদের কিছু এসেছে বাঁধা অবস্থায়—বাকি জিনের ওপর উপুড় হয়ে—মৃত। মার্শাল হিসেবে এটাই তার কর্তব্য।

শিপরক শহরটা নিউ মেক্সিকো এলাকার বড় বড় ক্যাটল ট্রেইল থেকে বেশি দূরে নয়। পয়সাওয়ালা ক্যাটল ব্যবসায়ীদের সাথে কিছু

আজেবাজে মানুষও আসে শিপরকে। ছলে, বলে, বা কৌশলে গরু বেচা টাকা হাত করাই ওদের উদ্দেশ্য।

শিপরকে অপরাধের হার ক্রমে বেড়েই চলেছিল। পিস্তলে লম্যানের অব্যর্থ হাত থাকলে সবাই তাকে ভয় আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের বিরুদ্ধে গোলাগুলিতে মার্শের বেশ নাম হয়েছে। তবে উপকারের কথা ভুলতে শহরবাসী বেশি সময় নিল না। গুজব উঠল মার্শাল মার্শের পিস্তলের হাত খুব বেশি চালু, সে আগে গুলি চালিয়ে পরে প্রশ্ন করে। ওখান থেকেই বিরোধের শুরু। বর্তমানে মেয়র থেকে শুরু করে শহরের গণ্যমান্য সবাই ওর প্রতি অসন্তুষ্ট, এবং তারা ওকে বাইরের লোক হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

এটা নতুন কিছু নয়, চালু পিস্তলবাজ লম্যানদের নিয়ে এই ধরনের গুজব নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা আর টেক্সাসে বেশ শোনা যায়।

নগর পরিষদের কেউ এ নিয়ে মার্শের সাথে আলাপ করেনি। কিন্তু মোটাসোটা মেয়র মাঝেমাঝে ওকে আভাস দিয়েছে যে কবর দেয়ার জন্যে আউটলদের না এনে জীবিত অবস্থায় বিচারের জন্যে আনাটাই ভাল।

'ওরা এখনও শহরেই কোথাও আছে,' মন্তব্য করল জন শেপার্ড। 'পালাতে হলে ওদের ঘোড়াদুটোর কাছে পৌছতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মার্শ। ওর তীক্ষ্ণ চোখদুটো বাড়ির খাঁজ, দরজা এবং অন্যান্য সম্ভাব্য লুকানোর জায়গাগুলোর ওপর ঘুরছে।

'আমি সাহায্যের জন্যে—' শুরু করেছিল শেপার্ড।

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'তার সময় নেই, জন,' বাধা দিয়ে ওকে

থামিয়ে বলল টেড। 'আমি সব সামলাচ্ছি। ঘোড়ার কাছে পৌঁছবার সুযোগ ওদের দেব না।'

'জীবিত ধরবে?'

'ওরা ধরা দেয়ার সুযোগ পাবে। ধরা না দিলে...!' কথাটা শেষ করল না মার্শ।

শেপার্ড পিছিয়ে রজার্সের দোকানের দিকে চলে গেল। তৈরি হয়ে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে মার্শাল। এখন সে সহজ টার্গেট। কিন্তু এতে রাস্তার দুপাশেই নজর রাখতে পারছে।

নীল শার্টের বাম পকেটে আঁটা ব্যাজটা বিকেলের রোদে ঝিলিক দিচ্ছে। চোখের ওপর টেনে দেয়া হ্যাটটা রোদ আড়াল করছে।

জীনসের প্যান্টটা বুটের ভিতর ঢোকানো। ডান উরুতে বাঁধা কোল্ট .৪৫ পিস্তলটা ব্যবহারে মসৃণ। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে। সতর্ক চোখে ডাকাত খুঁজছে ও।

'মার্শাল মার্শ!' দুটো বাড়ির ফাঁকে আগাছা ভরা প্যাসেজ থেকে ডাকল কেউ। ঘুরে তাকাল টেড। বুড়ো রে সিম্পসন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'বলো?'

'ওদের আমি দেখেছি,' ফিসফিস করে বলল বুড়ো। 'ওরা তোমাকে দেখে ওই খালি বাড়িটায় লুকিয়েছে।' আঙুল তুলে পরিত্যক্ত বাড়িটা দেখাল রে।

'ধন্যবাদ,' সামান্য একটু নড় কোরে বলল মার্শাল। এখন ওর পুরো মনোযোগ খালি দালানটার ওপর।

রোদে পোড়ানো ইটের দালান। ওটা এককালে ক্যাফে ছিল। পিছনে থাকার ঘর। ব্যবসায় টিকতে না পেরে মালিক চলে গেছে।

বাড়িটা কাঠের তক্তা মেরে চারদিক থেকে বন্ধ কোরে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে ভবঘুরে লোকজন শীতের রাত কাটাবার জন্যে সদর দরজার তক্তা খুলে ফেলেছে। ব্যাপারটা মার্শাল জানে, কিন্তু এতে কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না দেখে সে বাধা দেয়নি।

রাস্তার পশ্চিমদিক ঘেঁষে এগোল টেড। বাড়িটার সামনে এসে থামল। দালানের পাশে আগাছার ভিতর ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। আর কোন শব্দ নেই। ডাকাত দুজন এখনও ভিতরেই আছে। পিস্তলটা বের করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল লম্যান। চাপা উত্তেজনা আর গরমে ঘেমে উঠেছে সে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ভিতরে কেউ একজন নড়ল। কাঠের সাথে খসখসে কাপড়ের ঘষা খাওয়ার শব্দ সে পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে।

সামনের বড় কামরা থেকে আসেনি আওয়াজ—এসেছে আরও ভিতরে পিছনের কামরা থেকে। ডাকাত দুজন সম্ভবত শোয়ার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। একটু আশ্বস্ত হলো মার্শাল। ওদের পালাবার উপায় নেই। বেরোতে হলে ওদের সামনের দরজা দিয়েই বেরোতে হবে, কারণ পিছনের দরজা-জানালাগুলো এখনও শক্তভাবে তক্তা দিয়ে আটকানো আছে।

দরজা দিয়ে ঢুকে একপাশে সরে বড় কামরার ভিতর উঁকি দিল মার্শাল। কামরাটা ফাঁকা। বুঝল ডাকাত দুজন পিছনের কামরাতেই লুকিয়ে আছে।

বড় কামরা থেকে ভিতরে ঢোকার দরজাটার পাশে এসে দাঁড়াল টেড।

'তোমরা বেরিয়ে এসো! আমি তোমাদের কাভার করে আছি!' চেঁচাল মার্শাল। 'পালাবার কোন পথ নেই!' জবাবের জন্যে একটু

অপেক্ষা করে কেউ সাড়া দিল না দেখে সে আবার বলল, 'পিস্তল ফেলে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। বাইরে ব্যাঙ আর পোকা ডাকছে। দরজার পাশে সুবিধা মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। ডাকাত দুজন গুলি ছুঁড়ে বেরোবার চেষ্টা করলে চট করে ওকে দেখতে পাবে না।

'এই! তোমরা শুনতে পাচ্ছ?' চেঁচাল টেড। 'এক্ষুণি বেরিয়ে এসো, নইলে—'

হঠাৎ পিস্তল হাতে দুজন লোক লাফিয়ে বড় কামরায় ঢুকে মার্শালের দিকে পিস্তল তাক করল। মার্শের হাত সচল হলো। গর্জে উঠল ওর ·৪৫ কোল্ট। একই সাথে ডাকাত দুজনও গুলি ছুঁড়েছে।

মার্শের গুলির আঘাতে দুজন আউটলই টলে উঠে পড়ে গেল। অপেক্ষাকৃত লম্বা আউটল শেষ চেষ্টায় আবার পিস্তল তুলল। পরপর আরও দুটো গুলি করল টেড। মাথা উঠিয়েছিল লোকটা, গুলি খেয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে স্থির হলো ওর দেহ। অন্যজন আগেই শেষ হয়েছে।

দুই

বারুদের ঝাঁঝাল ধোঁয়ার ভিতর ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল টেড

মার্শ। বিষণ্ণ মুখে সে খালি কার্তুজগুলো ফেলে কোল্টে তাজা কার্তুজ ভরল।

বাইরের রাস্তায় শহরবাসীদের দ্রুত ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোলাগুলির আওয়াজ ওরা শুনতে পেয়েছে। গুলির শব্দ থেমে যাওয়ায় এগোনো নিরাপদ মনে করে কৌতূহল মেটাতে আসছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কয়েকজন। ক্যাফে ঘরটা আরও অন্ধকার হলো। জন শেপার্ডই প্রথম ঘরে ঢুকল—ওর পিছনে মেয়র, জেব মায়ার্স। ওকে অনুসরণ করল উকিল টোনি রস আর লিভারি আস্তাবলের মালিক জেরি ট্যানার। বাকি সবাই সাধারণ নাগরিক—ওরা দরজার কাছেই জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মোটাসোটা মেয়রের গোল লালচে মুখটা ঘামে ভিজে চকচক করছে। মার্শাল মার্শের দিকে আড়চোখে একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে টেড। আউটল দুজন উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে। একটা টুল টেনে নিয়ে ওদের কাছাকাছি বসল মেয়র। ছোট মানুষটার কাঁধ ধরে দেহটাকে চিত করল সে। ঢিলে হ্যাটটা খসে একরাশ ঝাঁকড়া লালচে চুল বেরিয়ে পড়ল।

'ওহ!' ফুঁপিয়ে উঠল শেপার্ড।...লানা বেইটস!'

'লানা স্কট—ও বিবাহিতা,' সংশোধন করল জেব মায়ার্স। দ্বিতীয় আউটলকে চিত করল সে। নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো একটা তরুণের মুখ দেখা গেল। 'এবং এটা ওর স্বামী,' দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বলল মেয়র।

জন শেপার্ড কঠিন দৃষ্টিতে মার্শের দিকে তাকাল। বাইরের ছোট কামরায় দাঁড়ানো লোকগুলো এখন আউটল দুজনের পরিচয় আর পরিণতির কথা জেনে গেছে।

'আমার নিষেধ না শুনে আবার তুমি খুন করেছ!' ফুঁসে উঠল মেয়র।

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লানার দিকে চেয়ে আছে টেড। অনুশোচনা ওকে ভীষণভাবে পোড়াচ্ছে। এর আগে কখনও সে কোন মহিলাকে হত্যা করেনি। লানাকে বা ওদের বেইটস পরিবারকে সে ভাল করে চেনেও না। কেবল জানে এক বিধবা মহিলা তার তিন ছেলে আর লানাকে নিয়ে শিপরক শহরের দশ মাইল দক্ষিণে একটা ছোট র‍্যাঞ্চে বাস করত। বেইটসরা মিশুক নয়, আলাদা থাকতেই পছন্দ করে। শিপরকে ওদের আনাগোনা খুব কম। উত্তরের এস্‌পানিওলা শহর থেকেই ওরা সাপ্লাই সংগ্রহ করে। লানার স্বামী বাড স্কটকে সে চেনে না।

'এসবের মানে কি, মার্শ?' কঠোর সুরে জানতে চাইল মেয়র।

'উপায় ছিল না। ওরাই প্রথম গুলি করে মারা পড়েছে।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বলল শেপার্ড। 'সবসময়ে ওই একই অজুহাত!'

কাঁধ উঁচাল মার্শ, তারপর পিস্তলটা খাপে ভরল।

'পিস্তল হাতে ছুটে এসেছিল ওরা,' বলল মার্শাল। 'বলতে চাও আত্মরক্ষা না করে ওদের গুলিতে মরাই আমার উচিত ছিল? আমার জায়গায় তুমি কি করতে?'

'হাহ্!' ঠাণ্ডা সুরে পরিহাস করল মেয়র। 'ওই যুক্তি তুমি আগেও দিয়েছ।' লানার লাশের দিকে চাইল সে। 'এবার আমাদের কৈফিয়ত দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে—একটা মেয়েকে খুন করেছ তুমি। বুঝি না নিজেকে তুমি সংযত রাখতে—'

'শোনো, মেয়র!' খেপে উঠল মার্শ। 'আমি কিভাবে জানব ডাকাতদের একজন মেয়ে? তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ ও পুরুষের পোশাক পরে আছে—দেখতেও পুরুষের মতই।' ভিড়ের মধ্যে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজনকে দেখে সে বলে উঠল, 'রয়, তুমি তো ওকে দোকানে দেখেছ, ওকে তোমার পুরুষ বলে মনে হয়নি?'

মাথা নাড়ল রয়। 'আমি ভাল করে দেখতে পাইনি। সবই এত দ্রুত ঘটে গেল...'

'কথা পালটিও না! তুমি ওদের দুজনকে ভালভাবেই দেখার সুযোগ পেয়েছ।'

সঙের মত কাঁধ উঁচাল রয়। 'না, চেহারা দেখার সুযোগ আমি পাইনি। ওরা বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।'

'কিন্তু তুমি ওকে পুরুষ বলেই ঠাউরেছিলে। তাই না?'

দোকানি আবার কাঁধ উঁচাল। 'মনে হয় তাই।'

'এখন ওসব কথা তুলে লাভ নেই,' বলে উঠল মেয়র। 'একটা মেয়ের লাশ পড়ে আছে এখানে—আমাদেরই মার্শাল তাকে গুলি করে মেরেছে। কেউ এটা সহজভাবে নেবে না। তোমার জন্যে এটা খুব খারাপ হলো, মার্শ। সবাই জানে তোমার হাত খুব বেশি চলে।' ভিড় ঠেলে ডাক্তারকে ব্যাগ হাতে ঢুকতে দেখে সে আবার বলল, 'তোমার এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, ডক্ সেলবি। ওরা দুজনই মারা গেছে।'

ওর কথা অগ্রাহ্য করে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল হিউবার্ট সেলবি। 'আমিই করোনার, এটাও আমার কর্তব্য,' বিড় বিড় করল ডাক্তার। তারপর মুখ কুঁচকে লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এটা তো হ্যারি বেইটসের মেয়ে, পুরুষটা কে?'

'ওর স্বামী। বাড স্কট।'

'এরাই রয় রজার্সকে পিস্তলের বাড়িতে জখম করেছে?'

'হ্যাঁ, আমাকে প্রায় শেষই করেছিল,' রয় নিজেই জবাব দিল।

দরজার ভিড়ের দিকে মুখ তুলে তাকাল সেলবি। 'তোমরা কেউ প্যাট্রিক জেসনকে ডেকে আনতে পারো? এখন আণ্ডারটেকারই লাশের ভাল যত্ন নিতে পারবে।'

যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। কাঁধ চেপে ধরে ওকে ঠেকাল মেয়র। 'আমাদের একটা জরুরী কাউন্সিল মীটিঙ ডাকা দরকার, হিউবার্ট। রয় রজার্সকেও আমার দরকার হবে, ভোট দিতে পারবে। তোমাকেও থাকতে হবে ডক।

ডাক্তার ভুরু কুঁচকাল। 'মীটিঙ? ভোট? এসব কি বলছ, জেব?'

'মার্শালের ব্যাপারে আমরা কি করব, মীটিঙে সেটারই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। একজন মহিলার এই করুণ পরিণতির পর মার্শালের আইন রক্ষার পদ্ধতি আর সমর্থন করা চলে না।'

চিবুক ঘষতে ঘষতে আড়চোখে মার্শের দিকে তাকাল হিউবার্ট। যুবক লম্যানের জন্যে ওর দুঃখই হচ্ছে। কিন্তু এবার সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ডাক্তার মন্তব্য করল, 'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, জেব। সত্যিই একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক আছে, তুমি মীটিঙ ডাকো, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি আসতে পারব না—আমার চেম্বারে কিছু রোগী রয়েছে।'

'ঠিক আছে, ডক। একঘণ্টা পর, আমার অফিসে।'

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে দরজার সামনে গিয়ে থামল ডাক্তার। ঘুরে আঙুল তুলে মার্শালের দিকে নির্দেশ করল। 'মীটিঙে নিজের দিকটা বোঝাবার জন্যে ও উপস্থিত থাকবে?'

'তার দরকার হবে না, ডক। ওর বক্তব্য আমরা শুনেছি। বলেছে ডাকাত দুজন ওর দিকে গুলি ছুঁড়েছে, আর মেয়েটাকে সে পুরুষ মনে করেছিল।'

'মেয়ে বলে ওকে এত উঁচুতে ওঠানো তোমার ঠিক হচ্ছে না, জেব। মেয়ে ডাকাতও হাতে অস্ত্র থাকলে পুরুষের মতই মারাত্মক হতে পারে।'

মেয়রের নিঃশ্বাসের সাথে একটা গালি বেরোল, কিন্তু শুনতে পেল না কেউ। 'আসল কথা সেটা নয়, ডক! সন্দেহ নেই মার্শাল যা বলেছে তাই ঘটেছে। আগের সব খুনের জবাবও সে এইভাবেই দিয়েছে। কিন্তু আজকের শুটিঙে একটা মেয়ে মরেছে!'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল হিউবার্ট। 'হ্যাঁ, মেয়র, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।' টেডের দিকে তাকাল সে। মার্শাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কথার পুরো মানেই সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। 'তুমি কিছু বলছ না, মার্শাল?'

হাসল টেড। 'কোন লাভ আছে? তোমরা সবাই আগে থেকেই আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ।'

'তোমাকে স্বীকার করতেই হবে মার্শাল হিসেবে তোমার রেকর্ড খুব ভাল নয়,' ঘোষণা করল মেয়র। 'গত এক বছরেই তুমি আউটলর বদলে চারটা লাশ নিয়ে ফিরেছ। যাদের মেরেছ তাদের দুজন ছিল কাউহ্যাণ্ড। ওদের বিরুদ্ধে গরু চুরির অভিযোগ ছিল। এবং—'

'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে আমাকে খুন করে পালিয়ে যাওয়াই ওরা ভাল মনে করেছিল।'

'আর ওই স্টেজকোচ? ওটা মাত্র দুমাস আগের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী বলেছে তুমি বিনা কারণে হত্যা করেছ।'

'যেভাবে বলা হয়েছে, ঘটনা ঠিক সেভাবে ঘটেনি, মেয়র,' রাগ চেপে বলল টেড। 'লোকটা পকেটে হাত ঢোকাল। ভাবলাম ও গান বের করছে। তাই গুলি করেছিলাম।'

'এবং সে মরল।'

'হ্যাঁ, তাই,' দৃঢ় স্বরে বলল টেড।

'কিন্তু সে কি গান বের করার জন্যে পকেটে হাত দিয়েছিল?'

'না। পরে দেখা গেল ওর কাছে লুকানো অস্ত্র ছিল না।'

'কিন্তু তবু সে তোমার হাতে মরল।'

'হ্যাঁ, কারণ—'

'কারণ, তুমি নিজস্ব পদ্ধতিতেই এর বিচার করলে, তাই না?' শেপার্ড টিপ্পনি কাটল।

হার্ডওয়্যার মালিকের দিকে কঠিন চোখে তাকাল মার্শ। কিন্তু ওর কথার জবাব দিল না।

'অর্থাৎ, তুমি কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করো না— আগেই গুলি করো!' জেব মায়ারের স্বরে বিজয় উল্লাস।

'মেয়র,' শহরের উকিল টোনি মুখ খুলল। 'আমার মনে হচ্ছে মার্শালের পক্ষে ওই সময়ে আর কোন উপায় ছিল না। লোকটার পকেটে সত্যিই পিস্তল আছে কি নেই, তা কেউ জানত না। তাই ওকে নিজের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়েছে। গুলি না করলে হয়তো ওকে গুলি খেয়ে মরতে হত!'

'হ্যাঁ,' বলল ডক সেলবি, 'ওর জন্যে অপেক্ষা করা বোকামি হত।' দরজার দিকে এগোল সে। 'যাকগে, একঘণ্টা পর দেখা হবে, মেয়র।'

ডক্টর সেলবি আর টোনি রসকে ভিড় ঠেলে রাস্তায় নামতে দেখল মেয়র। এবার টেডের দিকে নজর দিল জেব।

'একটা জিনিস আমি আগে থেকেই পরিষ্কার করে নিতে চাই, মার্শ, তোমার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, শহরের ভাল দেখাই আমার কাজ। আর তুমি গত এক বছরে যা কাজ দেখিয়েছ সেটা শহরের জন্যে ক্ষতিকর।'

মৃদু হাসল টেড। 'আমার কারণেই বর্তমানে তোমার শহর আজ শান্ত। ক্যাটল ট্রেইলের কাছে আর কোন শহর এত শান্তিতে নেই।'

'তা হয়তো নেই, মার্শাল। কিন্তু বর্তমানে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আমরা দেউলে হতে বসেছি। তুমি এমন ভয়ানক গানম্যান হিসেবে পরিচিত না হলে আরও লোক এই শহরে আসত।

'অনেক কাউহ্যাণ্ড, টীমস্টার, বসতি গড়ার মত লোক এখন এই এলাকায় আর আসে না, কেবল তোমার ভয়ে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে সামান্য এদিক ওদিক হলেই—যেমন, কেউ একটু বেশি মদ খেলে, কিংবা আনন্দে বেশি উল্লসিত হলে, বুট হিলে বা তোমার জেলে ঢুকতে হবে। লোকে বলে, এখন আর তুমি মানুষ নও, তুমি কেবল একজন ওস্তাদ পিস্তলবাজ। তোমার ব্যাজ আছে, কিন্তু সেই ব্যাজের আড়ালে তুমি একজন খুনে মার্শাল!'

রাগে মার্শালের ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে বসল।

'মেয়র মায়ার্স,' বলল সে, 'লোকে কি বলে তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। কেউ বেপরোয়া অপরাধ করলে আইনের লোক হিসেবে তাকে আমি ছাড়ি না।'

'হ্যাঁ, তাই বটে!' বিদ্রূপ করল মায়ার্স। 'নাচের পার্টিতে বিনা কারণে টেরিকে তুমি গুলি করোনি?'

'বিনা কারণে!' রাগে ফেটে পড়ল টেড। 'একটা লোকের পায়ের সামনে বারবার গুলি ছুঁড়ে তাকে সে ভয়ে লাফাতে বাধ্য করছিল! লোকটার দোষ, টেরির গার্লফ্রেণ্ডের সাথে হেসে কথা বলেছিল।'

'কিন্তু তাই বলে টেরিকে তুমি গুলি করবে? বেচারা ওর ডান হাতটাই চিরকালের জন্যে হারাল।'

'আমি ওকে পিস্তল ফেলে দিতে বলেছিলাম। কথা না শুনে সে আমার দিকে পিস্তল ফেরাল। আমার দিকে কেউ পিস্তল ধরলে আমি তা সহ্য করি না। ওকে যে মেরে ফেলিনি এটা ওর সৌভাগ্য।'

'আমি জানি তোমাকে গুলি করার জন্যে সে পিস্তল তাক করেনি, গালফ্রেণ্ডের সামনে একটু শো-অফ্ করছিল মাত্র।'

'হয়তো,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল মার্শ। 'কিন্তু ওর মনের কথা তুমি কিভাবে জানলে? যাক, তোমাদের মীটিঙের কি সিদ্ধান্ত জানার জন্যে আমি অফিসেই অপেক্ষা করব।'

'তুমি নিশ্চয় এখনই আঁচ পাচ্ছ আমাদের সিদ্ধান্ত কী হতে পারে,' বলল মায়ার্স।

এই সময়ে প্যাট্রিক জেসন আর তার ছেলে দুটো স্ট্রেচার নিয়ে ভিতরে ঢুকল। লাশ দুটোকে ঢেকে নেয়ার জন্যে কম্বলও এনেছে ওরা।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে মায়ার্সের দিকে একবার তাকাল মার্শ। তারপর ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তিন

রাস্তায় আর ফুটপাথে মানুষের ছোটছোট জটলা। মার্শালকে এগোতে দেখে ওরা ত্রস্তে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। কেউ কথা বলল

না। বাঁকা হাসি ফুটে উঠল মার্শের ঠোঁটে। এই লোকগুলোই একদিন তাকে বন্ধু বলে মনে করত, অথচ এরাই আজ তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীর পায়ে জেলঘরের দিকে এগোল টেড। ওখানেই তার অফিস। পিছনদিকে ওর থাকার ব্যবস্থাও আছে।

প্রায় দেড় বছর সে শিপরকের লম্যান হিসেবে কাজ করেছে। ওর সাধ্যে যা কুলায় সবই করেছে। জন শেপার্ডের হার্ডওয়্যার স্টোরের দিকে ওর নজর গেল। গতবছর এক শীতের রাতে ওই দোকানটাকে সে ডাকাতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এবং ডাকাতকে বন্দী করেছিল। কিন্তু ওই ঘটনার কথা বিচারে বসে মেয়র বা কাউন্সিল মেম্বার কারও মনে থাকবে কিনা সন্দেহ।

আর ওই এম্‌পোরিয়াম—ওখানে অনেক ফাইটই সে থামিয়েছে। গ্রেট প্লেইন্স হোটেলটার মালিক মেয়র নিজে। ওখানে গোলাগুলি হয়েছিল। রসওয়েলের এক ব্যবসায়ী হোটেলে ফিরে স্ত্রীকে আর একজনের সাথে বিছানায় দেখে দুজনকেই হত্যা করেছিল। হোটেল ক্লার্কের পাঠানো খবর পেয়েই ছুটে গেছিল টেড। ব্যবসায়ী লোকটার তখন উন্মাদ অবস্থা। দুটো খুনের পর আরও খুন করতে তার কোন দ্বিধা নেই—হোক সে টাউন মার্শাল, বুনো হয়ে উঠেছে লোকটা—একেবারে বেপরোয়া। মার্শের দিকে পিস্তল তাক করে সে জীবনের শেষ ভুলটা করল। নিমেষে টেডের পিস্তলটা খাপ থেকে বেরিয়ে কোমরের পাশ থেকে গর্জে উঠল। লোকটার হার্ট ফুটো হয়ে গেল। মেঝে ছোঁয়ার আগেই মারা পড়ল সে। একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করতে হলো বলে টেডের খুব খারাপ লেগেছিল—কিন্তু উপায় ছিল না ওর। কোর্টে সে নির্দোষ প্রমাণিত হলো। কিন্তু মেয়র মায়ার্স আর তার কাউন্সিল সদস্যরা

ওকে কথা শোনাতে ছাড়ল না।

এখন মেয়র, শেপার্ড, রজার্স, টোনি রস, ব্যাঙ্কার রবার্ট বিলিভ, জেরি ট্যানার, এমনকি ডক সেলবিরও হয়তো ওর ভাল কাজগুলোর কথা মনে নেই। অনেক খেটে, মাঝেমাঝে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার কাজ সে করেছে। কিন্তু আজ শহরবাসীর কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওর আইন রক্ষার ধারা এখন আর লোকজনের পছন্দ হচ্ছে না। দুঃখজনক। আউটলদের প্রতি এতটা সহানুভূতি দেখানো টেড পছন্দ করে না।

গোড়ালির ওপর সিকি-পাক ঘুরে নিজের অফিসে ঢুকল টেড। দেয়ালের গায়ে গাঁথা পেরেকের সাথে টুপিটা ঝুলিয়ে কামরার অন্যপাশে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল।

লানা স্কটের কথা মনে পড়তেই ওর পেটটা গুলিয়ে উঠল। ইশ্, সে যদি ঘুণাক্ষরেও জানত আউটলদের একজন মহিলা! কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। মৃত মানুষকে জীবন দেয়া যাবে না। কিন্তু সে ভেবে অবাক হচ্ছে, ডেভ স্কটের মত একটা তরুণ যুবক কেমন কোরে প্রাণের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রীকে এর সাথে জড়াল? মাথা নাড়ল টেড। যদিও সে আত্মরক্ষার জন্যেই গুলি চালিয়েছে, তবু একজন মহিলাকে হত্যা করে ও কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না।

বন্ধু বেন জুনিয়র, তার বাবা বেন সিনিয়র, আর বন্ধুর স্ত্রী সেসিলার কথা মার্শের মনে জাগছে। বেন জুনিয়রের মৃত্যুর পর ওর কাছে কাউন্সিলমেন ধরনা দিয়েছে, বলেছে সে মার্শাল না হলে শহর চলবে না। চাকরিটা সে নিতে চায়নি। না নিলে হয়তো এতদিনে ও ক্যালিফোর্নিয়া, বা উত্তরে ওয়াইওমিঙ বা মন্ট্যানার দিকে পাড়ি জমাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা সে নিল। এতে টাউন

কাউন্সিলমেন উল্লসিত হলো। সেসিলাও খুশি হয়েছিল।

সেসিলাকে নিজের অনুভূতির কথা জানায়নি টেড। ভেবেছিল ও নিজেই একদিন বুঝবে। কিন্তু কথাটা বলার আগেই সেসিলা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল সে তার বাপ-মায়ের সাথে সিলভার সিটিতে থাকতে যাবে। একদিন সন্ধ্যায় সাপারের পর কথাটা তাকে জানাল মেয়েটা। হতবুদ্ধি হয়ে গেল টেড। বুঝতে পারছে না কি বলবে। ওর অবস্থা বুঝেই হয়তো মেয়েটা এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'টেড, আমি তোমাকে সবথেকে আপন বন্ধু হিসেবেই জানি।' একটু চুপ কোরে থেকে সে আবার বলল, 'বেনের মৃত্যুর পর তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরঋণী।'

টেডের হাত দুটোও ওকে জড়িয়ে ধরেছিল বটে, কিন্তু আজ ওর রেশমি চুলে বা পিঠে হাত বুলিয়ে কোন সান্ত্বনা পেল না। অনেক কথাই বলার ছিল তার, কিন্তু কিছুই বলা হলো না। নিজের ভালবাসার কথা সে জানাতে চেয়েছিল ওকে। কিন্তু এটা ওসব কথার সময় নয়। সেসিলাকে জড়িয়ে ধরে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। আশা করছে, হয়তো বুকের স্পন্দনে তার অনুভূতি টের পাবে মেয়েটা।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল সেসিলা। তারপর সরাসরি ওর দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?'

'নিশ্চয়,' কোনমতে জবাব দিল সে।

'তুমি আমাকে নিয়ে অনেক ভাব, তাই না?'

টেড যে কি ভাবে তার পুরো বর্ণনা দিতে রাত কেটে যাবে। সে কেবল এইটুকুই বলতে পারল, 'আমি...আ...আমার তাই

বিশ্বাস।'

'আমিও তোমার জন্যে অনেক চিন্তা করি, টেড।'

'সত্যি? সত্যিই তাই?'

'হ্যাঁ, আমি চাই তুমি আমাকে একটা চুমো খাও।'

লজ্জায় লাল হলো মার্শাল। একটা ঢোক গিলে সে প্রশ্ন করল, 'এখনই।'

'হ্যাঁ!'

আশ মিটিয়ে চুমো খেল টেড। উত্তরও পেল।

মুহূর্তের জন্য শ্বাস নিতে ওদের ঠোঁট আলাদা হলো। টেডের কোমর শক্ত করে জড়িয়ে থেকেই সেসিলা বলল, 'এখন তুমি বুঝতে পারছ কেন আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। ওখানে তোমার সম্পর্কে, এবং আর যা যা ঘটেছে সব বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ হবে। নিরপেক্ষ ভাবে আমি বিচার করার সময় পাব।'

'তোমাকে আমি যেভাবে চুমো খেয়েছি, এতে তুমি আমাকে ভুল বোঝোনি তো?'

'না, আমি জানি।'

'তাহলে আমি নিজেই তোমাকে এসকর্ট করে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমি—'

'না, টেড। আমি ও কথা কানেও তুলব না। আমাকে বাড়ি ফিরে একা থেকে অনেক বিষয়ে বুঝতে হবে। তুমি যখন আবার আসবে তখন তোমাকে আমি একটা জবাব দিতে পারব।'

ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি টেড। কিন্তু তবু মেয়েটা ওর গোপন ইচ্ছার কথা জেনে ফেলেছে। বুদ্ধিমতী মেয়েটা ওর জন্যে ব্যাপারটা অনেক সহজ করে দিয়েছে।

'বেন বেঁচে থাকলে আমাকে খুন করত।'

'কিন্তু বেন বেঁচে নেই, ওর বাবাও নেই। সবথেকে বড় কথা আমরা পরস্পরকে পেয়েছি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ।' অসহায় বোধ করছে টেড।

মেয়েটা হাসল। 'আমি আগামীকাল সকালের স্টেজেই চলে যাচ্ছি,' বলল সে। 'তাই শেষ একটা চুমো খেয়ে বিদায় জানাও।'

গভীর আবেগের সাথে মেয়েটার ইচ্ছা পূর্ণ করল টেড।

'আমি কাঁদতে শুরু করার আগেই তুমি চলে যাও,' কোনভাবে বলল সেসিলা।

বুঝল সে। হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। 'চিঠি লিখতে ভুলো না যেন,' বলল টেড। 'লেখায় আমার ভাল হাত নেই, তবু যা পারি তাই লিখব।'

'কথা দিচ্ছি আমি লিখব,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল সেসিলা। ওর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে।

এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে গেলে সেসিলার চিঠি ছাড়া আর কিছুই মিস করবে না টেড। চাকরি পাওয়া ওর জন্যে কঠিন হবে না। এমন অনেক শহরই আছে যেখানে ভাল লম্যান প্রয়োজন। সে যে শহরের শান্তি রক্ষা করতে পারে, এর প্রমাণ ও দিয়েছে। যদি শার্টে স্টার আঁটতে আর না চায় তবে কোন র‍্যাঞ্চে ফোরম্যান হিসেবেও কাজ নিতে পারবে। ওদিকেও তার দক্ষতা আছে।

হয়তো পরবর্তী শহরের লোকজন তার আইন রক্ষার পদ্ধতি পছন্দই করবে। এখানকার লোকগুলোর মত তার সমালোচনা করবে না।

সেসিলার চিঠি ছাড়া শিপরকে মার্শের আর কোন আকর্ষণ নেই। ওকে জানিয়ে দিতে হবে যেন এখানে আর চিঠি না লেখে।

পরে যেখানে চাকরি নেবে সেখানকার ঠিকানা ওকে জানিয়ে দিলেই চলবে। নিজের মনেই হাসল সে। সিলভার সিটিতে হাজির হয়েও সেসিলাকে চমকে দেয়া যায়। হয়তো ওই শহরে একজন টাউন মার্শালের দরকার আছে—কিংবা শহরের কাছে কোন র‍্যাঞ্চে কাজও নেওয়া যায়। এতে সেসিলার কাছাকাছি থাকা যাবে, আর সেসিলাও তার বাপ-মায়ের সাথে থাকতে পারবে।

দক্ষ পিস্তলবাজ হিসেবে তার নাম কতটা ছড়িয়েছে সে জানে না। এত দক্ষিণে সিলভার সিটিতে কি কেউ তাকে চিনবে? সেসিলা সিলভার সিটিতে ওর উপস্থিতি পছন্দই করবে। কিন্তু মেয়েটা হ্যাঁ বা না কিছুই এখনও জানায়নি। ওখানেই ওর সংশয়।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল টেড। অফিসের ভিতরটা ভীষণ গরম। ঘুরে তাকিয়ে দেখল জানালাটা খোলা আছে কিনা। খোলাই আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সোজা হলো ও।

চুপচাপ বসে না থেকে নিজের জিনিসপত্রগুলো এই ফাঁকে গুছিয়ে নিলে মন্দ হয় না, ভাবল সে। কাউন্সিল মীটিঙে ওরা যে কি সিদ্ধান্ত নেবে তা তার জানাই আছে।

ওয়ানটেড পোস্টারগুলো একটা একটা কোরে দেখতে শুরু করল সে। মিলিয়ে দেখতে চায় ভাল জামাকাপড় পরা যে লোকটা শহরের হোটেলে এসে উঠেছে তার চেহারার সাথে পোস্টারের কারও চেহারার মিল আছে কিনা। কেন যেন ওর মনে সন্দেহ জেগেছে। হোটেল রেজিস্টার থেকে টেড ওর নাম জানার চেষ্টা করেনি। কারণ লোকটা আউটল হলে নিজের নাম ব্যবহার করবে না।

সবগুলোই দেখল, কিন্তু ওই লোকের চেহারার সাথে কোনটারই মিল খুঁজে পেল না। তবে এতে প্রমাণ হচ্ছে না যে লোকটা দুষ্কৃতকারী নয়। অনেক ছবিই ওর কাছে নেই।

এটা ঠিক যে লোকটার বাহ্য রূপ আউটলর মত নয়, বরং ধনী র‍্যাঞ্চার বা ব্যবসায়ীর মতই। কিন্তু আজকাল চেহারা দেখে আউটল চেনার উপায় নেই। আউটলরা অনেকেই এখন আর নোংরা থাকে না। টেডের মনে আছে, জীবনে সবথেকে নীচ আর নির্দয় যে খুনীর মুখোমুখি সে হয়েছিল, সেই লোকটা ছিল লম্বা আর সুদর্শন। সিল্কের হ্যাট, ফিটফাট জামাকাপড়। ওর দুই কব্জিতে বাঁধা থাকত দুটো লুকানো গান্। মাঝের আঙুলটা নাড়লেই গুপ্ত গান্ থেকে গুলি ছুটত। ওই লোকের গুলিতে মার্শের ডান উরু জখম হয়েছিল। সেরে ওঠার পর খোঁজ নিয়ে লোকটার পরিচয় জেনেছে। লোকটা ছিল জন ওয়েসলি হার্ডিন—পশ্চিমের সব থেকে নিষ্ঠুর আর জঘন্য আউটল।

ওই ফাইটে মার্শ হেরেছিল বটে, কিন্তু একটা ভাল শিক্ষা ওর হয়েছে। অসাবধান হয়ে হার্ডিনকে যেমন সুযোগ দিয়েছিল, কোন আউটলকে আর সে তেমন সুযোগ দেয়নি।

পোস্টারের স্তূপটা সরিয়ে রেখে নিজের জিনিসগুলো একসাথে জড়ো করল সে।

মার্শাল হিসেবে সব কাজেই যে সে পিস্তল ব্যবহার করেছে তা নয়। গুছানো শেষ করে নিজের চেয়ারে বসে ভাবছে টেড। একবার মিক ট্যানারের গরু একটা গর্তে কাদায় আটকে গেছিল। সাহায্যের আশায় শহরে এসেছিল লোকটা। ওর কথা শুনে সবাই কেবল হাসল, সাহায্য করতে কেউ এগোল না। শেষে মার্শই আগে বাড়ল। তার মতে আইন রক্ষার সাথে বিপদে মানুষকে সাহায্য করাটাও মার্শালের কর্তব্য। দশ মাইল দূরে ট্যানারের ছোট্ট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। কাছাকাছি এসে একটা ছোট ট্রেইল

ধরে নদীর দিকে এগোল।

একটা গর্তে গরুটা আঠাল মাটিতে আটকা পড়েছে। ওখানে পানি নেই বললেই চলে—পুরোটাই কেবল থকথকে কাদা। গরুটা নিজেকে মুক্ত করার নিষ্ফল চেষ্টায় কাদা আরও ঘন করে তুলেছে। এখন সে আর চেষ্টা করছে না। বিস্ফারিত চোখ দুটোয় বাঁচার আকুতি।

ট্যানার তার ল্যাসো বের করল। 'আমি ওর শিঙে দড়ির ফাঁস আটকে টানলে তুমি ওকে লেজ ধরে তুলতে পারবে, মার্শাল?'

মাথা ঝাঁকাল টেড। কাদার ভিতর নেমে গরুর লেজ মুচড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। নোঙরা কাজ। কাদা মেখে একাকার হতে হবে। কিন্তু কাজটা করবে সে—ওদিকে ট্যানারও দড়ির ফাঁস হাতে তৈরি।

কাদাটা নরম আর আঠাল। নামতেই উরু পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল। এই কাজের জন্যে বুদ্ধি করে পুরানো বুট পরে আসায় ভালই হয়েছে। ভাল বুটজোড়া পরে এলে ওগুলো কাদায় নষ্ট হত।

টেডকে পিছন থেকে এগোতে দেখে গরুটা কাদা থেকে ওঠায় আবার সচেষ্ট হলো। ট্যানার দক্ষ হাতে ওর শিঙের ওপর দড়ির ফাঁস এঁটে বসিয়েছে।

'এইবার,' চিৎকার করল ট্যানার।

ওর ঘোড়াটা পিছিয়ে যাচ্ছে, দড়িটা টানটান হলো। ঘোড়ার জিনের সাথে পমেলে রয়েছে দড়ি। ঘোড়াটা ফুঁসছে আর সামনের পা দুটো ভালভাবে মাটিতে গেঁথে আরও পিছাবার চেষ্টা করছে। টেড ভেবেছিল গরুটা আর উঠতে পারবে না। কিন্তু দেখল, ধীরেধীরে ওটা শুকনো মাটির দিকে এগোচ্ছে। এবং সেইসাথে ভয়ে ডাক ছাড়ছে। গরুর ঘাড়টা প্রবল টানে কিছুটা লম্বা হয়েছে।

ঘাড়ের ওপর এতটা টান ও যেভাবে সহ্য করল সেটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়।

গরুর পিছন পিছন কাদা থেকে উঠে এল মার্শ। মিক ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। জবাবে টেডও হাসল। ওরা সফল হয়েছে।

'মার্শাল, তুমি দেখছি ভালই কাদা মেখেছ।'

'চিনতে পারছ তো?' হেসে বলল মার্শ। 'তোমার র‍্যাঞ্চে যদি বাড়তি কোন প্যান্ট থাকে তবে আপাতত আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

'নিশ্চয়, মার্শাল। আমার কাছে বাড়তি ফুলপ্যান্ট আছে। তোমার মাপেরই। ফেরত দেয়ার দরকার নেই। মনে কোর আমাকে সাহায্য করার জন্যে ওটা আমার তরফ থেকে উপহার। বলতে গেলে ওই গরুটাই আমার সব। ওকে হারালে আমার চলা খুব মুশকিল হত।'

হাসল টেড। মিক কি বোঝাতে চাইছে তা সে জানে। ধন্যবাদ জানানোর চেষ্টা করছে লোকটা।

কিন্তু ওইসব সময়ের কথা শহরবাসী ভুলে গেছে। ভাবল সে। দেরাজ খুলে নিজের খুঁটিনাটি জিনিস আলাদা করল।

সবই এত দ্রুত ঘটে গেল যে সে কোথায় যাবে, বা কি করবে ভেবে উঠতে পারেনি।

আগামীকাল সকাল পর্যন্ত হয়তো এই শহরেই থাকবে। তারপর অল্প কিছু বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। হয়তো সিলভার সিটির দিকেই যাবে। দু'শো মাইল ওর জন্যে কিছুই না। বিয়ে করে সংসারী হতে চায় সে।

হঠাৎ আরও একটা চিন্তা এল ওর মাথায়। এখানে মার্শালের কাজ থেকে বরখাস্ত হলে মেয়েটা তাকে আগের মতই দেখবে তো?

দক্ষিণে ওকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে মার্শালের মনে সংশয় দেখা দিল। বেকার ভবঘুরে। বিয়ের জন্যে মোটেও যোগ্য কোয়ালিফিকেশন নয়। না, হয়তো পশ্চিমেই যাবে, অ্যারিজোনা বা আর কোথাও একটা ভাল চাকরি নেবে। অনেক টাকা রোজগার করে সেসিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। যেরকম জীবনে মেয়েটা অভ্যস্ত, সেই রকম নিশ্চয়তাই তাকে দিতে চায় মার্শ।

নিজের প্রতি বিরক্তি জাগছে। এত দ্রুত কেন ঘটল এই ঘটনা? একটা ভাল চাকরি পাওয়ার পর ঘটলে কি ক্ষতি হত?

নিজের যা আছে সবই গুছিয়ে নিয়েছে মার্শ। বাইরে ফুটপাথে বুটের একটা ভোঁতা শব্দ ওর কানে এল। সামনের দরজাটা একটু আঁধার করে একজন স্ট্রেঞ্জার ভিতরে ঢুকল।

'মার্শাল মার্শ,' গুরু গম্ভীর স্বরে বলল লোকটা, 'আমি তোমার সাথে একটু আলাপ করতে চাই। আমার নাম বেভিন মিলার।'

চার

ঠাণ্ডা চোখে ওকে যাচাই করে দেখছে মার্শ। লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। ওর বাদামী চুলে জুলপির কাছে পাক ধরেছে। গোঁফেও তাই। চোখ দুটো ধূসর। লোকটার টাইপিন হার্ডিনের মত হীরা বসানো না হলেও সতর্ক হলো টেড।

'আমি আর বেশিক্ষণ এই শহরের মার্শাল থাকব না। তোমার যদি কোন নালিশ থাকে, আমার বিশ্বাস মেয়র মায়ার্সের কাছে সেটা জানালেই কাজ হবে।'

মাথা নাড়ল মিলার। 'আজকে কি ঘটেছে সবই আমি জানি। আমার মনে হয় তোমার ধারণাই ঠিক—স্টার হারাবে তুমি।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

মিলার হাসল। 'তাহলে অন্তত আমার জন্যে সেটা ভালই হবে।'

কপালের ঘাম মুছে বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে বসল টেড। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেভিনকে দেখছে।

'একটু পরিষ্কার করে বলো—তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝবে, মার্শাল মার্শ। অবশ্যই বুঝবে। কেবল তোমার সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যেই অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। তোমাকে একটা কাজের প্রস্তাব দেব আমি। কিন্তু তার আগে আমার নিজের সম্পর্কে তোমাকে কিছুটা জানানো ভাল।'

'বেশ, বলো,' সতর্ক হয়ে জবাব দিল টেড।

হাতের লম্বা আর সরু সুদর্শন আঙুলগুলো প্যান্টের উঁচু পকেট দুটোয় ভরে সে শুরু করল। 'আমার নাম বেভিন মিলার, তা আমি আগেই বলেছি। টেক্সাসে আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে, "এম বার", ওটাই ওই এলাকার সবথেকে বড় র‍্যাঞ্চ।'

এবং সম্ভবত সবথেকে সফল আর ধনী, ভাবল মার্শ। ওর গলায় ঝোলানো সোনার পিণ্ডটার দাম অন্তত পাঁচশো ডলার হবে।

'বুঝলাম,' বলল টেড। 'কিন্তু এর সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

'আমি বোঝাতে চাচ্ছি কারও সাথে কোন ডীল করলে আমি

পিছপা হই না। কথা রাখি আমি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল টেড। লোকটার উদ্দেশ্য সে কিছুই আঁচ করতে পারছে না। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে বেভিন তার মুখ আর ঘাড় মুছল। লোকটার প্রতিটা কার্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে টেড।

'আমি কিন্তু তোমার কথার কোন অর্থ বুঝতে পারছি না।'

চেয়ারটা ডেস্কের আরও কাছে টেনে আনল মিলার। 'ভূমিকা শেষ হয়েছে, এবার আমি কাজের কথায় আসছি।'

কাঁধ উঁচাল টেড। গত একঘণ্টায় ওর মুডের কোন উন্নতি হয়নি। সামনে বসা লোকটা তার সমস্যা নিয়ে মেয়র মায়ার্সের কাছে গেলেই সে খুশি হত। শিপরক আর এখানকার ঘটনাবলী শিগগিরই ওর কাছে অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। যাক, এই র‍্যাঙ্কার বলেছে কি একটা প্রস্তাব আছে ওর।

'আমি আগেও তোমাকে বলেছি, মার্শাল, অনেক দূর থেকে আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। লম্যান হিসেবে তোমার সুনাম অনেকদূর ছড়িয়েছে।'

মুখ কুঁচকে তেতো হাসি হাসল টেড। সে বুঝতে পারছে তার পিস্তলবাজির কথা কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। একেবারে টেক্সাস পর্যন্ত অথচ ওই কারণেই সে চাকরিটা হারাতে বসেছে।

'হয়তো,' বলল টেড, 'কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এর কোন মূল্য নেই।'

'ওখানেই তুমি ভুল করছ, মার্শাল। দারুণ ভুল। মূল্য আছে বৈকি, আমার কাছে এর অনেক দাম। সেজন্যেই এতটা পথ পাড়ি দিয়ে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। ভেবেছিলাম তোমাকে মার্শালের কাজ থেকে সরিয়ে নিতে আমাকে কিছু বেগ পেতে হবে।

কিন্তু তুমি যখন নিজেই কাজটা ছেড়ে দিচ্ছ, তখন আমার আর চিন্তা নেই।'

ব্যঙ্গ করে একটু হাসল টেড। 'ভুল বললে, মিলার, চাকরিটা আমি ছাড়ছি না, আমাকে ছাড়ানো হচ্ছে।'

'কেন, তুমি পিস্তল ব্যবহার করেছ বলে?'

'হ্যাঁ, তাই। আমাদের সম্মানীয় মেয়র, এবং শহরের অন্যান্য সবার ধারণা আমার হাত একটু বেশি চলে।'

মিলার হাসল। 'ওরা যে কেন এমন ভাবছে আমি তা মোটেও বুঝতে পারছি না, মার্শাল মার্শ। টেক্সাসে লম্যান কোন আউটলকে মারলে লোকজন খুশিই হয়।'

'একসময়ে এখানেও তাই ছিল,' বলল টেড, কিন্তু বিশদ ব্যাখ্যায় গেল না।

'এই কারণেই তোমার থেকে স্টার কেড়ে নেয়া হচ্ছে? দুজন আউটলর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, তাই ঘটতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু কেবল এই একটা ঘটনায় এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ওদের ঠিক হবে না।'

'না, কিন্তু এর মধ্যে আরও কথা আছে। ওদের দুজনকে মারা এর একটা অংশ মাত্র। অনেকদিন আগে থেকেই এর তোড়জোড় চলছিল, আজকের ঘটনা "বোঝার ওপর শাকের আঁটি" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমি শুনলাম আজ তুমি যাদের মেরেছ, তাদের একজন মহিলা। কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ। কিন্তু আমি জানতাম না সে মেয়ে। ওর পরনে পুরুষের পোশাক ছিল। আমি ওকে পুরুষ বলেই মনে

করেছিলাম। কিন্তু ওসব কথা থাক, তুমি টেক্সাস থেকে এত দূরে কিজন্যে এসেছ?'

মিলার হাসল। 'আমার হয়ে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একটা বিশেষ কাজ; এর জন্যে একমাত্র তুমিই উপযুক্ত।'

কাজ। কথাটা এক মিনিট নিজের মনেই বিচার করে দেখল টেড। একটা লোক টেক্সাস থেকে নিউ মেক্সিকোর শিপরকে এসে হাজির হয়েছে, তাকে একটা কাজ দেয়ার জন্যে। দুয়ে দুয়ে চার করলে কেবল একটা সিদ্ধান্তেই আসা যায়। লোকটা কাউকে খুন করার জন্যে তাকে নিযুক্ত করতে চাইছে।

'শিপরক ছেড়ে গিয়ে তুমি কি করবে ভেবেছ?'

'না। সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারিনি। লম্যান হিসেবে অনেক হয়েছে। এবার হয়তো আমি পিস্তল ছেড়ে অ্যারিজোনায় র‍্যাঞ্চিং করব। শুরু করার জন্যে মোটামুটি যা লাগে তা আমি জমিয়েছি।'

'বুঝলাম। অ্যারিজোনায় তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে?'

'না, কিন্তু টাকা দিলেই ওখানে ভাল জমি পাওয়া যাবে। তবে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকেও যেতে পারি। সমুদ্র আমি কখনও দেখিনি। ওটা দেখার আমার খুব শখ।'

'কিন্তু তুমি যেভাবে ঘুরেফিরে বেড়াবার প্ল্যান করেছ তাতে অনেক টাকার প্রয়োজন।'

'আমি আগেই বলেছি, কিছু টাকা আমি জমিয়েছি।'

'মার্শাল মার্শ, আমি জানি না টাকা-পয়সার দিক থেকে তুমি কতটা সচ্ছল। আমি তোমাকে যে কাজ দিতে চাই, তা করলে তুমি প্রচুর টাকা পাবে। তখন যা খুশি করতে পারবে।'

'বলে যাও, আমি শুনছি, মিলার।'

'আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি, মার্শাল। আমি জানি, কাজটা তুমি খুব সহজেই পারবে।'

টেড একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে বলল, 'আমি তোমার জন্যে ব্যাপারটা সহজ করে দিচ্ছি। বলো কাকে আমার খুন করতে হবে?'

পাঁচ

শব্দ তুলে হাসল বেভিন। 'আমি জানতাম তোমাকে বেছে নিয়ে ভুল করিনি, টেড।'

'অর্থাৎ আমি একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী?'

'না, ঠিক তা নয়,' নিজেকে সংযত করে বলল মিলার। 'আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম তোমার বেলায় কথা পাড়ার আগে ধানাই-পানাই না করে সোজা কাজের কথায় আসা যায়।'

মাথা নাড়ল টেড। 'আমি তোমার সাথে এখনও কোন চুক্তিতে আসিনি। কাজটা কি তার ওপর সব নির্ভর করছে।'

'কাজটার জন্যে তোমাকে এক হাজার ডলারের সোনার মুদ্রা দেব আমি। তারপর তুমি টাকা নিয়ে কোথায় যাও বা কি করো সেটা তোমার খুশি। ইচ্ছে করলে তুমি টেক্সাসে আমার র‍্যাঞ্চেও কাজ করতে পারো।'

'তোমার ওখানে থেকে গেলে বেতন কত হবে?'

'মাসে একশো ডলার। থাকা, খাওয়া ফ্রী।'

'আমার কাজটা কি হবে?'

'এখানে তুমি যা করছিলে তাই। র‍্যাঞ্চটাকে গরু চোর, গুণ্ডা আর বদমায়েশের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কেবল ব্যাজটা থাকবে না—এটাই তফাত।'

'অর্থাৎ সহজ কথায় খুন।' মুখ তুলে সরাসরি মিলারের দিকে তাকাল টেড। 'তোমাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি যত মানুষ মেরেছি তাদের প্রত্যেকেই ছিল আউটল। এবং নেহাত বাধ্য না হলে আমি গুলি করিনি।'

'কেবল একটাই ব্যতিক্রম। আজ যাদের তুমি মেরেছ তাদের একজন মহিলা।'

মুখ কুঁচকে চোখ সরিয়ে নিল টেড। কথাটা কি করে সে ভুলবে? 'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'কিন্তু পুরুষের পোশাক ছিল ওর পরনে।'

'ভাবনার কিছু নেই, টেড। আমার হয়ে যাকে তোমার সরাতে হবে সে একজন আউটল। আচ্ছা, এম্‌পোরিয়ামে গিয়ে আমাদের বাকি কথা শেষ করলে কেমন হয়? গরমে আমার গলা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।'

একটু হেসে কাঁধ উঁচিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টেড। 'চমৎকার প্রস্তাব। চলো, ওখানেই যাওয়া যাক।'

দরজার দিকে এগোতে এগোতে পিছন ফিরে তাকাল মিলার। 'তাহলে আমার প্রস্তাবে তুমি আগ্রহী?'

কোমরের পিস্তলটা ডান উরুতে জায়গা মত বসিয়ে নিয়ে টেড জবাব দিল, 'ক্ষতি কি?' র‍্যাঞ্চারের পিছু নিয়ে রাস্তায় নামল মার্শাল।

এম্‌পোরিয়ামের দিকে যেতে যেতে রাস্তায় লোকগুলোর জটলা

আড়চোখে খেয়াল করল টেড। রাস্তায়, ফুটপাথে, কোনটা আবার দোকানের দরজার সামনে।

আরও একটু সামনে গ্রেট প্লেইন্স হোটেলের সামনে মেয়র মায়ার্স, টোনি রস, জেরি ট্যানার, জন শেপার্ড আর ডক সেলবি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আর কোনদিকে ওদের খেয়াল নেই।

বাঁকা একটা হাসি ফুটে উঠল টেডের ঠোঁটে। সে ভাবল, তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওদের বেগ পেতে হচ্ছে না তো?

'মনে হচ্ছে শহরের মাথারা প্রকাশ্যেই আলোচনা চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওরা যদি তোমাকে বরখাস্ত না করে, তাহলে তুমি কি করবে?'

'হাহ! তুমি ভুল বুঝেছ, মিলার। ওরা হয়তো আমাকে শহর থেকে দাবড়ে বের করার ফন্দিই আঁটছে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস ওদের কারও নেই। ওই চটকদার টুপি পরা লোকটাই এখানকার মেয়র।'

'বুঝতে পারছি, লোকটা তোমার বন্ধু নয়।'

'না, আমার বন্ধু সে কোনকালেই ছিল না।'

এম্‌পোরিয়ামের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। সামনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে, বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট মদ, জুয়া, আর পছন্দ মত মেয়েমানুষ!

সেলুনের সামনে জনা ছয়েকের একটা জটলা। টেড আর বেভিন এগোতেই ওদের আলাপ একেবারে থেমে গেল।

অতীতে ওদের জন্যে টেড যা করেছে তা ভুলতে ওদের সময় লাগেনি। একজন লম্যান তাকে যা বলেছিল সেটাই হয়তো ঠিক। সে বলেছিল তুমি ওদের মত অনুযায়ী যতদিন চলো ততদিনই ওদের ভালবাসা পাবে, একটু ব্যতিক্রম হলেই ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তে দ্বিধা করবে না।

কথাটা সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল তার জীবনে এটা কোনদিনই ঘটবে না। সৎভাবে তার কাজ করে গেলে তাকে সবাই সম্মান করবে।

এটা বছরখানেক আগের কথা। কিন্তু এর পর থেকে দেখেছে কেউ তাকে সমর্থন করেনি। তার সব চেষ্টাই বৃথা গেছে। কেবল মিথ্যে সমালোচনা আর অবজ্ঞার পাত্রই হয়েছে ও।

ওরা এম্‌পোরিয়ামের বারান্দায় উঠে ভিতরে ঢুকল। একজন কাউপাঞ্চার ওকে দেখে সামান্য নড করে বেরিয়ে শহরের জটলার সাথে যোগ দিল।

একটু ইতস্তত করে আড়চোখে মার্শের দিকে তাকাল মিলার। 'তোমার স্টার কেড়ে না নিলে তুমি কি করবে তা কিন্তু তুমি বলোনি।'

কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল টেডের মুখে। কাউন্সিলের কিছু লোককে বারে ঢুকতে দেখা গেল। ডান হাত তুলে ওদের থামাল টেড। 'তোমরা ওখানেই থামো,' বলল সে। 'এই গরমের মধ্যে কারও ঘেমে ওঠার দরকার নেই।'

'মিস্টার মার্শ,' বলল মেয়র মায়ার্স, 'আজকে যা ঘটেছে সেটা নিয়ে কাউন্সিল মীটিঙে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

'বৃথা কথা খরচ করে লাভ নেই, মিস্টার মেয়র। আমি নিজে থেকেই কাজে ইস্তফা দিচ্ছি।' বুক থেকে স্টারটা খুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর মিলারকে বলল, 'চলো, ড্রিঙ্ক নিয়ে কাজের কথায় বসি। এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার হয়ে কাজ করছি।'

ছয়

একটা সন্তোষের হাসি ছড়িয়ে পড়ল মিলারের চেহারায়। 'শুনে খুশি হলাম, টেড,' বলে কোনায় একটা খালি টেবিলের দিকে এগোল।

বাইরে শহরবাসীর মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কাউন্সিলমেন এম্‌পোরিয়ামের থেকে বাইরে থাকাই ভাল বলে মনে করছে। টেডের মোকাবিলা করতে কেউ রাজি নয়। ওকে ওরা ভয় পায়।

'তুমি কোন্ আউটলকে শেষ করার জন্যে আমাকে লাগাচ্ছ, মিলার?' খালি চেয়ার টেনে বসে প্রশ্ন করল টেড। একটু অসহিষ্ণুভাবেই বারটেন্ডারকে হাতের ইশারায় ডাকল। ওর মুড এখন খিচড়ে আছে—স্বরটা তিক্ত। ব্যবহারও একটু রূঢ়।

ওর উলটো পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল মিলার। হ্যাটটা নামিয়ে রুমাল বের করে ঘামে ভেজা কপাল মুছল। তারপর সামনে ঝুঁকে সোজা মার্শের চোখে চোখ রাখল।

'যাকে মারতে হবে সেই আউটলর নাম রেক্স বিলিঙ,' বলল সে। 'লোকটা খুব নিষ্ঠুর। নরকের আগুনে পুড়ে কঠিন হয়েছে। তাই কাজটা খুব সহজ হবে মনে কোর না। তাছাড়া পিস্তলেও ওর হাত খুব চালু।'

'কোন কাজই আমি হালকা ভাবে নিই না,' শুষ্ক স্বরে জবাব দিল

টেড। 'এই বিলিঙ লোকটা কি ওয়ানটেড ক্রিমিন্যাল?'

'অবশ্যই! তবে আমি জানি না ওর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি।' চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল র‍্যাঞ্চার। বারটেন্ডার দুটো গ্লাস আর একটা বোতল দিয়ে গেল। 'আসলে কথা হচ্ছে কোন লম্যান ওর মোকাবিলা করতে সাহস পায় না, কারণ কাজটা রিস্কি।'

মিলারের জন্যে অপেক্ষা না করে নিজের গ্লাসটা ভরে এক চুমুকেই পুরোটা শেষ করল মার্শ। 'হ্যাঁ, কিছু-কিছু সময়ে এমন ঘটে বটে,' বলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল সে।

'কিন্তু তোমার জন্যে নয়,' বলল মিলার। 'আমি জানি যত বড় খুনীই হোক, তুমি তাকে সামলাতে পারবে।'

প্রশংসাটা মাঠেই মারা গেল। 'এই বিলিঙ লোকটা...সে তোমার কি ক্ষতি করেছে যে তুমি ওর মৃত্যু চাইছ?'

'কি ক্ষতি করেছে? সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওই কথা না তুললেই আমি খুশি হব। যাক, আমার যা ক্ষতি করেছে তা তো করেছেই, অন্যান্য আরও মানুষের অনেক ক্ষতি সে করেছে। ছোট র‍্যাঞ্চার, ব্যবসায়ী, এদের।'

'মানে হোল্ডআপ, ডাকাতি?'

'সাথে কিছু খুনও করেছে।'

মুখ বাঁকা করে একটু ভেবে নিয়ে মার্শ বলল, 'তোমাদের লম্যানের এতদিনে ওর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল।'

বিষণ্ণভাবে হাসল মিলার। 'এই রেক্স বিলিঙ লোকটা নিজের ট্র্যাক কিভাবে লুকাতে হয় তা ভাল করেই জানে। আমরা মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না ও কি ধরনের মানুষ।'

কাঁধ উঁচিয়ে আবার নিজের গ্লাসটা ভরে নিল মার্শ। ওপাশ থেকে কোনও মহিলার প্রাণখোলা হাসির শব্দ ভেসে এল।

'তুমি নিজেই এর একটা সমাধান করতে পারতে, মিলার,' অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল মার্শ। 'তুমি একটা পাসি নিয়ে—'

টেক্সানের চেহারা গম্ভীর হলো। 'তুমি যা বলছ আমাদের তা করতে না পারার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী আত্মীয়-স্বজন...না, সেটা আমরা চাই না,' একটু অস্থির স্বরেই বলল মিলার। 'সবকিছুর জন্যেই একটা ব্যাখ্যা দরকার হলে কাজটা তোমার না নেয়াই ভাল।'

'শোনো, মিলার,' কঠিন স্বরে বলল মার্শ। 'আমি যদি কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরোই, আমার জানতে হবে কারণটা কি।'

নীরবতার মধ্যে কাটল কিছুক্ষণ। দু'জনেই দু'জনের দিকে চেয়ে আছে—চোখের পলক ফেলছে না কেউ। একটু নড়ছেও না। শেষে মিলার মুখ খুলল, 'তুমি কাজটা নিচ্ছ, কি না?'

ধীরে দ্বিতীয় গ্লাস হুইস্কি গলায় ঢেলে আবার নিজের গ্লাস ভরল মার্শ।

মিলারের প্রস্তাব গ্রহণ করলে সে ভাড়াটে পিস্তলবাজের পর্যায়ে পড়বে তা বুঝতে পারছে মার্শ। মানুষ হিসেবে ভাড়াটে খুনী তার চোখে খুব নীচু স্তরের মানুষ। তাকেও তাই হতে হবে, এটা মেনে নিতে পারছে না। ওর মন প্রতিবাদ করছে।

কিন্তু পিস্তলবাজিই তার ব্যবসা, পেশা। নিজেকে বোঝাল টেড। এছাড়া সে কেবল র‍্যাঞ্চের কাজ জানে। এবং বর্তমানে এই এলাকায় কেউ তাকে র‍্যাঞ্চের কাজে নিতে রাজি হবে না। তাহলে প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে দোষ কোথায়?

আজ পর্যন্ত যাদের সে হত্যা করেছে তাদের সবাই ছিল আউটল। তাকে মারতে চেষ্টা করেনি এমন কাউকে সে মারেনি। যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করে দেখলে এতে কোন বাধা নেই।

মিলারের প্রস্তাব সে গ্রহণ করতে পারে।

সন্দেহ নেই বিলিঙ একজন আউটল। এবং মিলার তার মৃত্যু চায়—এটাই স্বাভাবিক। অনেক ভেবে-চিন্তেই এই কাজের জন্যে ওকে উপযুক্ত মনে করে মিলার টেক্সাস ছেড়ে এতদূর এসেছে। কি আছে? সে তো এখন এই শহরে অচ্ছুৎ।

মিলারের প্রস্তাবে সম্মত হতে যাচ্ছে, এই সময়ে তিনজন মাতাল ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। মার্শ ওদের ভাল করেই চেনে। পুবের একটা র‍্যাঞ্চের লোক। শহরে কিছু অশান্তি সৃষ্টি করায় টেড ওদের একবার জেলে ভরেছিল।

'চমৎকার! তুমি আর এখানে থাকছ না জেনে খুশি হলাম,' ওদের একজন বলল। লোকটার মুখে দাড়ি আর গোঁফ দুটোই আছে। মাঝারি গড়ন।

'তাই নাকি, ডেভ? তোমাদের মত জীবের সাথে আর বাস করতে হবে না বলে আমিও খুশি।'

'তোমার সাথে আমাদের কিছু বোঝাপড়া বাকি আছে। আমাদের অনেক জ্বালাতন করেছ, মার্শাল। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি এখন আর মার্শাল নেই,' লম্বা লোকটা বলল।

'তোমার কাছে আমাদের অনেক দেনা রয়ে গেছে, মার্শাল, আমরা তার কিছু শোধ দিতে চাই,' বলে উঠল ডেভ।

'তাতে আমার কোন আপত্তি নেই,' জানাল মার্শ। বেভিনের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'আমার কিছু তথাকথিত বন্ধু,' বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডেভের বুকের শার্ট আঁকড়ে ধরে বাকি দু'জনের দিকে ওকে ছুঁড়ে দিল মার্শ।

'আমাকে উত্ত্যক্ত করার ফল ভাল হয় না,' বিষাক্ত স্বরে বলল মার্শ। 'এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও—নইলে

অবস্থা খারাপ হবে।'

সেলুনের সবাই থ হয়ে গেছে। এখন সবার দৃষ্টি তিনজন কাউবয় আর মার্শের ওপর।

কাউবয় তিনজন বার ছেড়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে গেলে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হলো।

আবার একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে গলায় ঢালল মার্শ। মিলার ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করে বলল, 'তোমাকে আগামীতে ওই তিনজনের মত আরও অনেকেরই মোকাবিলা করতে হবে। এবং স্টারের আড়াল তুমি আর পাবে না।'

'ওসব কথা থাক, এখন বলো ওই রেক্স বিলিঙকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

সাত

একটা আধো হাসি ফুটল মিলারের মুখে। ডান হাত দিয়ে গোঁফ হাতিয়ে বোতলটা মার্শের গ্লাসের কাছে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'আমি অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছি, মার্শ। তুমি কাজটা নেবে কিনা এসম্পর্কে আমি অনিশ্চিত হয়ে উঠছিলাম। তাহলে এখন আমাদের ডীলটা চালু আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো,' জবাব দিল টেড। ওর স্বরটা

একটু ভারি শোনাল। মুডটা এখনও বদলায়নি।

'রেক্সকে খুঁজে পাওয়া মোটেও কঠিন হবে না, টেড।' গ্লাসে মদ ভরে গলায় ঢালল বেভিন। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে আঙুল দিয়ে ঘোরাতে শুরু করল। 'কোমাঞ্চি ওয়েল্‌স্‌ নামে একটা ছোট শহরে তুমি ওকে পাবে। বর্ডার পার হয়ে টেক্সাসে ঢুকে একটু দক্ষিণে। সব মিলিয়ে এখান থেকে তিনদিনের পথ। আগে কখনও ওই শহরে গেছ?'

মাথা নাড়ল টেড। টেক্সাসের অনেক শহরেই সে গেছে, কিন্তু কোমাঞ্চি ওয়েলসে কখনও যায়নি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এম্‌পোরিয়ামের ব্যবসা এখন বেশ জমে উঠেছে।

'না, গেছি বলে মনে পড়ে না।'

'শহরটা ছোট,' বলে চলল বেভিন। 'না গেলেও কিছু মিস করোনি। শহরে ডজনখানেক সেলুন, গোটা চারেক স্টোর, কিছু ক্যাফে আর কয়েকঘর বেশ্যাবাড়ি আছে।'

'আইনের মানুষ?'

'না। মাঝেমধ্যে কাউন্টি শেরিফ ওখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়। কিন্তু কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা শেরিফের নেই।'

'তোমার র‍্যাঞ্চটা ওখান থেকে কতদূর?'

'কোমাঞ্চি ওয়েলস থেকে প্রায় দশ মাইল উত্তর-পুবে। কিন্তু আমি চাই তুমি আগে রেক্স বিলিঙের মোকাবিলা করো, তারপর র‍্যাঞ্চে আসো। আমার রাইডাররা হয়তো তোমাকে বাধা দেবে। তুমি কে, তা আমি ওদের জানিয়ে রাখব। তোমার কোন ঝামেলা হবে না।'

'কোমাঞ্চি ওয়েলসের লোকজন রেক্স বিলিঙ সম্পর্কে জানে?'

ছোট কোরে ছাঁটা দাড়িটা চুলকাল বেভিন। 'হ্যাঁ, কোমাঞ্চি ওয়েলসের প্রত্যেকেই বিলিঙের কথা জানে। কিন্তু ওদের কিছু করার নেই। ওর মোকাবিলা করার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।'

মুখ কুঁচকাল টেড। 'ওর ব্যাপারে শেরিফের একটা কিছু ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ওখান থেকে শেরিফ কত দূরে থাকে?'

'প্রায় বিশ মাইল, মিডল্যাণ্ডে।'

টেডের চেহারা আরও কুঁচকে উঠল। 'এই বিলিঙ, ও কি কোমাঞ্চি ওয়েলসেই বাস করে?'

'হ্যাঁ, শহরে নয়, তবে শহরের কাছেই। তুমি ওখানে পৌঁছে ডান্ডি সেলুনে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'বারের মালিকের নাম কি?'

'ওর নাম ক্লাইড ডোটি। তুমি কবে কাজ শুরু করছ?'

বোতলের দিকে হাত বাড়াল টেড, কিন্তু পরক্ষণেই ওটা আবার ঠেলে সরিয়ে দিল। 'শহরে আমার কিছু কাজ রয়েছে। ওটা সেরেই তোমার কাজ ধরব।'

'নিশ্চয়, তোমার কাজ শেষ করেই আমার কাজে নেমো। কাউকে বিদায় জানাতে যাচ্ছ?'

'না, তেমন কিছু নয়, আস্তাবলে আমার কিছু বাকি আছে, দেনা শোধ করে দিয়েই ফিরব। একটু অপেক্ষা করো, দু'জনে একসাথেই যাওয়া যাবে।'

'না, এল পেসোতে আমার একটু দরকারী কাজ আছে। পরে তোমার সাথে আবার দেখা হবে। এল পেসোতে আমার দুদিন থাকতে হতে পারে। কোমাঞ্চি ওয়েলসের কাজ সেরে এলে তুমি আমাকে র‍্যাঞ্চেই পাবে।'

'তাই হবে,' শান্ত স্বরে বলল টেড। 'তবে কোমাঞ্চি ওয়েলসের কাজ সেরে আমি খালি র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে চাই না।'

'কোন চিন্তা কোরো না, টেড। সময় মত আমি র‍্যাঞ্চেই থাকব। পুরো টাকাই তুমি বুঝে পাবে। যদি চাও আমি তোমাকে কিছু অগ্রিমও দিয়ে যেতে পারি।'

হাত উঁচিয়ে বাধা দিল টেড। 'কোন দরকার নেই। আমার টাকা মেরে পৃথিবীর কোথাও তুমি লুকাবার জায়গা পাবে না। আমি ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করব।'

হাসল রেভিন। 'টেক্সাসে আমাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ।' হাত মেলাবার জন্যে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'তাহলে আপাতত বিদায় নিচ্ছি।' টুপি পরে উঠে দাঁড়াল মিলার। 'দু'তিন দিন পরে আমার র‍্যাঞ্চে তোমার সাথে আবার দেখা হবে।'

আন্তরিকতার সাথেই হাত মেলাল টেড। 'তুমি কি আজ রাতেই এল পেসো রওনা হচ্ছ?'

'ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নেয়ার পর যদি একটু চাঙ্গা বোধ করি তাহলে আজ রাতেই রওনা হব, আর তা না হলে আগামীকাল সকালেই যাব।'

'তাহলে অ্যাডিঅস্, আমিগো।'

'গুড নাইট, টেড। এবং...গুড লাক!'

লম্বা টেক্সাসের হাত ছেড়ে ওকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হতে দেখল টেড।

আরও কয়েক গ্লাস মদ খাওয়ার পর অফিসে ফিরে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিছু জিনিস সে সেসিলার কাছে পাঠিয়ে দেবে দেখেশুনে রাখার জন্যে, বাকি তার বেডরোল আর স্যাডলব্যাগেই থাকবে। উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টেড।

চমৎকার একটা সন্ধ্যা—দিনের সেই গরম আর এখন নেই। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটা নতুন রূপার ডলারের মতই চিকচিক করছে। চাঁদের কোমল আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে শিপরক।

সেলুনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানো তিনজনকে উপেক্ষা করে রাস্তা ধরে নিজের অফিসের দিকে এগোল টেড। কেন যেন বেশ অস্থির বোধ করছে, বুঝতে পারছে না কি করবে, শহরের শেষ প্রান্তে এমা আর তার মেয়েদের বিদায় জানাতে যাবে, নাকি শেষবারের মত গ্রেট প্লেইন্স্ হোটেলে গিয়ে ভাল ডিনার খাবে?

'মার্শাল...'

এম্পোরিয়াম আর হার্পারের স্যাডল শপের মাঝখানে অন্ধকার গলি থেকে নিচু স্বরে ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল সে।

'টোনি রস তোমার সাথে কথা বলতে চায়,' অন্ধকারের আড়াল থেকে লোকটা বলল।

শহরের এটর্নি ওকে কি বলতে চায়? অন্ধকার গলি ধরে এগোল সে। হয়তো লোকটা তাকে জানাতে চায় ওর স্টার কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধেই সে ভোট দিয়েছে। ওর চিন্তাধারা মেয়র বা অন্যান্য কাউন্সিলমেনের মত নয়।

অবশ্য এখন আর এতে কিছুই আসে যায় না। ভাবল টেড। শিপরক ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে, তাই এখন মেয়র আর ওই আইনের লোক তাকে নিয়ে কি ভাবে তা অবান্তর।

দালানের শেষে অন্ধকারে একজনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ঝটকা দিয়ে সরে গেল টেড। বুঝতে পারছে অসাবধানে একটা ফাঁদে ধরা দিয়েছে।

ঘুরে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার আগেই

পিস্তলের নলের আঘাতে ওর হাঁটু ভাঁজ হলো।

আট

আঘাতে কিছুটা হতবুদ্ধি হলেও জিদের বশে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেড। অন্ধকারেই সামনের মানুষটাকে ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল। লোকটা পড়ে গেল।

'ধরো! মারো হারামজাদাকে!'

টেড টের পাচ্ছে আরও একটা আঘাত আসছে। হাত তুলে আঘাত ঠেকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, আঘাতটা ওর কাঁধের ওপর পড়ল। ওই মুহূর্তে সে টের পেল কয়েকজন ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। একটা প্রচণ্ড ঘুসিতে ওর মাথাটা পাশের দিকে সরে গেল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মুখে নিজের রক্তের স্বাদ। মাথার পাশে আরও একটা ঘুসি লাগল। ওর পেশীগুলো যেন অবশ হয়ে আসছে।

'পেয়েছি! শয়তানটাকে এবার আমরা বাগে পেয়েছি!'

'ওর পিস্তলটা কেড়ে নাও!' আর একজন কেউ বলে উঠল। 'আমি সাধ মিটিয়ে ওকে শায়েস্তা করব!'

ঘোরের মধ্যে টেড টের পেল খাপ থেকে ওর পিস্তলটা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। ওটা ছুঁড়ে ফেলায় দালানের সাথে আঘাত খাওয়ার

শব্দও ওর কানে পৌঁছল।

'ঠিক আছে, ডেভ, ও এখন তোমার!'

ডেভ...ঝাড়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার কোরে নিল টেড। হ্যাঁ, বারে অপমানিত হওয়ার প্রতিশোধ নিতেই ওরা তাকে এই ফাঁদে ফেলেছে।

'কিছু করার আগে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।' চোয়াল ব্যথা করলেও কথাটা সে বলল। 'পরে পস্তাতে হবে এমন কাজ কোরো না!'

'মিথ্যে হুমকিতে কাজ হবে না, টেড,' বলল রেড। 'এখন আর তোমার ব্যাজের আড়াল নেই!'

'তা নেই,' শান্ত স্বরে বলল টেড। 'কিন্তু তবু আবার ভেবে দেখো।'

'মার্শ, এই মুহূর্তে তুমি কিছুই না,' উদ্ধত ভাবে বলল ডেভ। 'তোমাকে পিটিয়ে জেলে যাওয়ার ভয় আর নেই।'

'পিছিয়ে যাও! ব্যাজ থাক, আর না থাক, তোমাদের মত দুর্বৃত্তের দলকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার আছে!'

'কাঁচকলা আছে!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভ। আরও দু'জন সাহায্য করল। ওকে ধরে এক ফালি চাঁদের আলোয় দাঁড় করাল ওরা।

'নাও ডেভ, এখন তুমি যা খুশি করো!'

মাথাটা একবার ভাল ভাবে ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করে নিল টেড। এই তিনজনই এম্পোরিয়ামে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ডেভ, চার্লস আর রেড। আক্রমণ ওরাই করেছে। আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাকে আটকেছে।

'এখনও ভাল করে ভেবে দেখো!' চোয়ালের ব্যথা ভুলে চিৎকার করল টেড। 'যা হজম করতে পারবে না তাতে কামড়

দিয়ো না!'

'এখন তুমি সাধারণ মানুষ। মার্শাল নও। আমাদের ভয় কিসের?'

'সেটা সময় এলেই টের পাবে, বাছা,' কঠিন স্বরে বলল টেড। 'ব্যাজ না থাকলেও আমি টেড মার্শ! সুতরাং সাবধান!'

'কচু করবে তুমি! বলে ডেভ আবার ওর দিকে ঝাঁপ দিল।

সংঘর্ষ এড়াতে বাম পাশে সরে গিয়ে ডেভের চিবুকে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারতে চেয়েছিল মার্শ, কিন্তু তা হলো না। ডেভের লম্বা হাত দুটো ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল।

আছাড় খাওয়ার ঝাঁকিতে ছুটে গেল ডেভের হাত। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্শ। বিকেলে মেয়র মায়ার্সের সাথে কথা কাটাকাটি, আর ওই দিনের সমস্ত ঘটনাবলীর রাগ টেডের মনে ফুঁসে উঠল।

বড় শ্বাস নিয়ে ডেভ ওঠার মাঝেই বাম হাতে প্রচণ্ড একটা হুক মারল ওর মাথায়। হাতে ব্যথা পেয়ে মুখ কুঁচকাল টেড। এই কারণেই সে হাতাহাতি ফাইট পছন্দ করে না। এতে সহজেই হাত বা একটা আঙুল ভেঙে যেতে পারে। ওর পেশার জন্যে এটা মোটেও ভাল নয়। চোট পাওয়া বাম হাতটাকে আড়াল করে ডান হাতে একটা ঘুসি চালাল সে। হাতের তোয়াক্কা রাখল না। পড়ে গেল ডেভ। ওর পেটে বুটের লাথি মারল টেড। মুহূর্তে দুপাশ থেকে দুজন ওকে আঁকড়ে ধরল।

'ওঠো, ডেভ। আমরা ওকে তোমার জন্যে ধরে রেখেছি।'

একটা গালি দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেভ। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল মার্শাল। কিন্তু বৃথা...ওরা অনেকজন। পারল না। পেটে ডেভের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। মাথায় একটা জোরাল ঘুসি

খেয়ে ককিয়ে উঠল সে।

মরিয়া হয়ে লাফিয়ে ডান দিকে সরে গেল টেড। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ডেভের সামনে দাঁড়াল। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে ওরা দুজন ঘুসাঘুসি করল কিছুক্ষণ। তারপর ডেভ পড়ে গেল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা লাঠি বা পিস্তলের বাড়ি পড়ল ওর মাথায়। চিত হয়ে মাটিতে পড়ল টেড। টের পেল মাথার কাছে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু একজন বুট দিয়ে ওর হাত চেপে ধরল।

'এটা করা কি ঠিক হবে?' প্রশ্ন তুলল একজন।

'নিশ্চয়, আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে ও। এখন আমরা তার শোধ তুলব।' মাটি ছেড়ে উঠে টেডের পেটে একটা ঘুসি মারল ডেভ।

নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল টেড। কিন্তু পারল না। ওরা সংখ্যায় অনেক। ওকে আঁকড়ে ধরে আছে। পেটের ওপর আরও দুটো শক্ত মার হজম করল টেড। কে যেন আবার মাথায় আঘাত করল।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মার্শাল। কিছুক্ষণ পরে একটু নড়ে উঠতেই একজন চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো, ও জেগে উঠছে!'

'ডেভ!' আরেকজনের স্বর শোনা গেল। 'এভাবে একটা লোকের আঙুল বুটের তলায় পিষে ফেলা মোটেও ঠিক হবে না।'

'আলবৎ হবে!' ডেভ খেঁকিয়ে উঠল। 'এই ব্যাটা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে—আর সহ্য করব না! এখন সবকিছুর শোধ তুলব!'

'কিন্তু মানুষকে কিছু না কিছু করে খেতে হবে, হাতের আঙুলই যদি না থাকে...।'

আরেকজন বলল, 'একটা কথা আমি পরিষ্কার বলে রাখছি, ও যখন উঠবে তখন আমি আশেপাশে কোথাও থাকতে চাই না!'

'ওই পাথরটা গেল কোথায়?' সঙ্গীদের কথার কোন তোয়াক্কা না রেখেই বলল ডেভ।

নড়ে উঠে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল মার্শাল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ডেভের মতলব।

'ডেভ!' প্রতিবাদ করল সে, 'আমার হাত যদি ছেঁচো কোথাও পালিয়ে তুমি বাঁচবে না। আমি তোমাকে শেষ করব।' থুতুর সাথে কিছু ধুলো বেরোল ওর মুখ থেকে।

'তুমি কিছুই করতে পারবে না, মিস্টার এক্স মার্শাল,' বিদ্রূপ করে বলল ডেভ। 'কারণ তোমার হাতের বারোটা আমি বাজাব—ওই হাতে তোমাকে আর কোনদিন পিস্তল ধরতে হবে না! রেড! ওর হাত পাথরটার ওপর রাখো!'

যথাসাধ্য সংগ্রাম করছে টেড। কিন্তু ওর পিঠের ওপর একজন পা দিয়ে চেপে ধরে থাকায় বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। একটা গালি দিয়ে আবার চেষ্টা করল।

ডেভ যা করতে চলেছে তাতে জীবনে আর পিস্তল ধরতে পারবে না টেড। সে জানে মানুষের আঙুলের ওপর বুটের গোড়ালি পড়লে কি অবস্থা হতে পারে। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের হাতটাকে শেষে সামনে ঠেলে দিল।

লাথিটা কব্জির একটু উপরে পড়ল। ব্যথায় চিৎকার করে গালি দিয়ে উঠল টেড।

'অনেক হয়েছে, ডেভ, চলো এবার কেটে পড়ি,' কেউ একজন বলল।

দ্রুত ছুটে পালাবার আওয়াজ শোনা গেল।

নয়

ককিয়ে উঠে চিত হয়ে শুলো টেড। আকাশের পাণ্ডুর চাঁদটাকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর চেষ্টা কোরে সিধে হয়ে বসল। বাম হাতের ব্যথাটা ভুলে গেল সে, বর্তমানে ওর ডান হাতটা ব্যথায় দপ্‌দপ্ করছে। টলতে টলতে উঠে চাঁদের আলোয় হাতের কতটা ক্ষতি হয়েছে পরীক্ষা করে দেখল।

হাতটা অবশ হয়ে আছে, ক্ষতি কতটা হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আঙুল নড়াবার চেষ্টা করে ব্যথায় ওর মুখ কুঁচকে উঠল। আঙুলের কোন ক্ষতি হয়নি দেখে সে আশ্বস্ত হলো। শেষ চেষ্টায় হাত পিছিয়ে না এনে সামনে ঠেলায় ওর আঙুলগুলো বেঁচে গেছে। হাতের চোট কতটা মারাত্মক তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শুধু এইটুকু বুঝছে, ডাক্তার দেখানো এখন একান্ত জরুরী।

ডান হাতটা চেপে ধরে ঝুঁকে নিজের পিস্তলটা খুঁজল টেড। পেয়েও গেল। ধুলো ঝেড়ে ওটাকে খাপে ভরে রাখল।

প্রথমে ডক সেলবির কাছে যাবে। তারপর ডেভকে খুঁজে বের করে সাজা দেবে। এমন দুর্বৃত্তের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে ডাক্তার সেলবির অফিসের দিকে তাকাল

মার্শ। অন্ধকার। গ্রেট প্লেইনস হোটেলের পাশে ছোট ক্যাফের দিকে ওর চোখ গেল।

আইরিস! ওর কথা আগে কেন তার মনে পড়েনি? মেয়েটা জখম সারাতে ডাক্তার সেলবির থেকে কোন অংশে কম নয়। এর আগেও ডাক্তারের অবর্তমানে কয়েকবার আইরিসের সেবা নিয়ে সুস্থ হয়েছে টেড।

বিধবা আইরিসের বয়স তিরিশের কোঠায়। অফিশিয়ালি সে ওই ছোট ক্যাফেটার ম্যানেজার হলেও ঠেকায় পড়লে নার্সিঙের কাজ চমৎকার চালিয়ে নিতে পারে।

ক্যাফের পিছনদিকে এসে দাঁড়াল টেড। শেইড টানা জানালার রিম থেকে আলোর আভাস দেখে বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা ঘরেই আছে।

দরজায় নক করল মার্শ। দরজা খুলে ওর চেহারা দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আইরিস।

'তোমার একি চেহারা হয়েছে, মার্শাল!' ওর রক্তমাখা ধুলোময় মুখ আর জামাকাপড় দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন ওকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে শহরের রাস্তায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি দরজা ছেড়ে সরে মার্শালকে ভিতরে ঢোকার জায়গা করে দিল আইরিস। 'এসো, ঘরে এসো।'

ভিতরে ঢুকে টেবিলে বসল টেড। ওখানে বসে অনেকদিনই গরম কফি আর পাই উপভোগ করেছে।

'ইশ! একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

'খারাপ অবস্থা,' বলে ডান হাতটা দেখাল টেড। 'এটা একেবারে অবশ হয়ে আছে।'

হাতটা পরীক্ষা করে গম্ভীর হলো আইরিস। 'আমি দেখছি কি

করা যায়।' পানি গরম করতে আগুনে কেতলি চাপাল সে। 'তোমার হাত খারাপভাবে থেঁতলে গেছে, কিন্তু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। কিভাবে চোট লাগল?'

'ডেভ নামে একটা লোক কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে পুরোনো দিনের ঝাল মেটাতে চেয়েছিল। আমার ব্যাজ না থাকায় এখন এই শহরের অনেকের মাথাতেই শিঙ গজিয়েছে।'

'কাউন্সিলমেন তোমার প্রতি যে অবিচার করেছে সেকথা আমি শুনেছি। তোমার মত লম্যান এই শহরের লোক আর পাবে না।'

হেসে কাঁধ উঁচাল টেড। কামরার অন্যপাশে ট্রাঙ্ক থেকে একটা সুতির কাপড় বের করে আইরিস ওটাকে ফালিফালি করে টুকরো করল।

'আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা আমি করছি, কিন্তু আগামীকাল ডক সেলবিকে দিয়ে জখমটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নেয়া ভাল।'

একটা গামলায় গরম পানি ঢেলে টেবিলের ওপর এনে রাখল আইরিস। 'একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, তারপর দুটো হাতই গরম পানিতে ডুবাতে হবে।'

কামরা ছেড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে নীল তরল পদার্থ ভরা একটা বোতল হাতে ফিরে এল। বোতল থেকে ওষুধটা গামলায় ঢেলে একটু অপেক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল।

'এবার চেষ্টা করে দেখো সহ্য করতে পারো কিনা। যত বেশি গরম থাকে ততই ভাল।'

হাত দুটো তুলে ধীরে পানিতে ডুবাল টেড। মুখ কুঁচকে গরম ছেঁকাটা কোনমতে সহ্য করল।

'তোমার কপাল ভাল, টেড। আঙুলগুলো ফুলে উঠেছে কিন্তু ভাঙেনি।' উঠে গিয়ে দুকাপ গরম কফি তৈরি করে নিয়ে এল

আইরিস। 'তোমার হাতের কি অবস্থা এখন? একটু ভাল বোধ করছ?'

'অনেক ভাল, আইরিস, ধন্যবাদ। ডেভকে আমি সাবধান করেছিলাম হাতে ছোঁচা দিলে ওকে আমি খুন করব—কিন্তু আমার কথায় কান দেয়নি। শয়তানটাকে আমি ছাড়ব না।'

আইরিসের চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। 'তুমি কি সত্যিই ওকে হত্যা করবে? সভ্য মানুষের মত ওর সাথে কথা বলে বিরোধ মেটাতে পারো না?'

'তুমিও এখন জন্ শেপার্ড আর মেয়র মায়ার্সের মত কথা বলছ! আইন আমি সৃষ্টি করিনি, কেবল তা রক্ষা করার চেষ্টা করি—যেভাবে ভাল বুঝি সেইভাবে—পিস্তলের সাহায্যে! তুমি আমার হাতের সেবা করার জন্যে ধন্যবাদ।'

একটা ভুরু উঁচাল আইরিস। 'খবরদার! তুমি একটুও নড়বে না, টেড মার্শ। তোমার ওপর আমার ডাক্তারি এখনও শেষ হয়নি!' ধমকের সুরে বলল সে। 'শেপার্ড আর মায়ার্স যে ঠিকও হতে পারে, এই কথাটা কখনও ভেবে দেখেছ?'

'তাহলে কি তুমি বলতে চাও আমিই ভুল করছি?'

'না, তা বলছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি মানুষ হত্যা করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু আমি এটাও জানি লম্যানদের মাঝেমাঝে পিস্তল ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন মারা বা মরা ছাড়া উপায় থাকে না।'

'ব্যাপারটা সবসময়েই ওইরকম,' নড়েচড়ে সুস্থির হয়ে বলল টেড। 'আমাকে মারার জন্যে পিস্তল না তুললে আমি কারও জীবন নাশ করিনি। আজকে মেয়েটাকে গুলি করতে হয়েছে বলে আমি খুব দুঃখিত। পিস্তল ফেলে ওদের বেরিয়ে আসতে

বলেছিলাম—কিন্তু দুজনেই গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এল। কি করব?'

'আমি সেটা বুঝি, টেড, কিন্তু...মানে তোমার বেলায় এমন ঘটনা এতবার ঘটেছে—'

বিরক্ত হয়ে চলে যাওয়ার জন্যে উঠতে গেল টেড। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বাধা দিল আইরিস।

'মাফ করো, টেড,' বলল সে। 'আমি ওই বিষয়ে আর কোন কথা বলব না। আচ্ছা, তুমি সাপার খেয়েছ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাসল টেড। 'না। আমার বেশ খিদেও পেয়েছে। খাবার সুযোগ আজ আর হয়ে ওঠেনি।'

'তাহলে তুমি চেয়ারে আরাম করে বসে বিশ্রাম নাও, আর হাত দুটো গামলায় ভিজিয়ে রাখো। ততক্ষণে আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার গরম করে দিচ্ছি।'

'খাওয়ার পরই আমি আমার কাজ শেষ করতে বেরোব।'

ওর দিকে ফিরে তাকাল আইরিস। 'মানে...ডেভ?'

'হ্যাঁ, ডেভ।'

কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল আইরিস। 'তাহলে শুনে রাখো, তোমার আঙুলগুলো বেঁচেছে বটে, কিন্তু তোমার ডান হাত দিন দুই আড়ষ্ট থাকবে—ব্যথাও করবে। ওই হাতে পিস্তল ছোঁড়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'তাহলে তো ডেভের ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু কাজটা আমি শেষ করব। শিপরকে ফিরে আসাটা পছন্দ না করলেও আবার আসব।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'টেক্সাসে একটা বড় র‍্যাঞ্চে কাজ করার প্রস্তাব পেয়েছি।'

'কবে যাচ্ছ?'

'আগামীকাল ভোরেই রওনা হব।'

'তাহলে আজকের রাতটা তোমার এখানেই কাটানো উচিত। আমি তোমার ওপর নজর রাখতে পারব। আজ রাতেই আরও কয়েকবার গরম পানিতে হাত না ভেজালে তুমি কাল লাগাম ধরতে পারবে না।'

দশ

পরদিন ভোরেই আইরিসের বাড়ি ছাড়ল টেড। মেয়েটার সেবায় ওর বাম হাতের ব্যথা পুরো সেরে গেছে। ডান হাতের ব্যথা প্রায় সারলেও আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে। শক্ত হাতে পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে দেখেছে, খুব ব্যথা লাগে।

ডেভের ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত রাখা সে মেনে নিয়েছে। পরে ফিরে এসে ওর ব্যবস্থা করবে। এখন কোমাঞ্চি ওয়েলসে পৌঁছে রেক্স বিলিঙের মোকাবিলাই হবে ওর প্রথম কাজ।

জেল হাউসে ঢুকে নিজের জিনিসপত্র স্যাডলব্যাগে গুছিয়ে ঢোকাল। বাড়তি পিস্তলটাও রাখল ব্যাগে। তার পুরোনো রাইফেলটাও সাথে নিল। তারপর জেলঘরের পিছনে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল।

ভোরের আলো ফুটেছে। শহর ছাড়ার আগে আস্তাবলের

মালিক ট্যানারের সাথে টেডের দেখা করতে হবে। ঘোড়ার যত্ন নেয়ার জন্যে লোকটা ওর কাছে কয়েকটা ডলার পাবে। যদিও শিপরকে আবার ফিরে আসার সঙ্কল্প নিয়েছে সে, তবু শহর ছাড়ার আগে দেনাটা শোধ করে যাওয়াই উচিত।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগোতে যাচ্ছে এইসময়ে বেশ্যাবাড়িগুলোর পিছন দিক থেকে চারজন লোককে গলিতে নামতে দেখল। ডেভ, চার্লস আর রেডকে সে চিনল—চতুর্থজন ওর অচেনা। হাসাহাসি করে গল্প করছে ওরা।

টেডের ভিতর রাগটা ফুঁসে উঠছে। মার্শালের হাতের আঙুল চিরদিনের মত খেঁতলে দিয়েছে মনে করে এখন ওদের সাহস বেড়ে গেছে। ডেভের ভুল ভাঙবে।

এখনই ওকে শাস্তি দিতে পারলে সে খুব শান্তি পেত। কিন্তু এই মুহূর্তে জখম হাতে সে পিস্তল ধরতে পারবে না। হাতটা ভাল হলেই সামনা-সামনি ভিত্তিতে টেড ওর মোকাবিলা করবে। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে লিভারি আস্তাবলের দিকে রওনা হলো মার্শ।

আস্তাবলে পৌঁছে জানল জেরি তখনও আসেনি—ঘণ্টাখানেক পরে পৌঁছবে। আস্তাবলরক্ষীর হাতে টাকাটা দিয়ে বলল তার কিছুদিন দেরি হতে পারে, কিন্তু ও আবার ফিরবে।

পথ চলতে-চলতে সে ভাবছে কোমাঞ্চি ওয়েলসের কাজটা সেরে বেভিন মিলারের থেকে টাকাটা সংগ্রহ করে সিলভার সিটিতে সেসিলার ওখানে যাবে। কি ঘটেছে, আর কেন ঘটেছে, সব ওকে জানানো দরকার। পশ্চিমে এই ধরনের খবর খুব দ্রুত ছড়ায়। সেসিলা কাউন্সিলের লোকজনের দিকটাই শুনবে। কিন্তু ওকে সে নিজের দিকটাও শোনাতে চায়।

সহজ গতিতে এগোচ্ছে টেড। কোমাঞ্চি ওয়েলস তিনদিনের

পথ। ওখানে আরও আগে পৌঁছে কোন লাভ নেই। আইরিস বলেছে ওর হাত সারতে সময় নেবে। আসার আগে ওষুধে ভিজিয়ে কাপড়ের ফালি দিয়ে ওর হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে মেয়েটা। তাছাড়া···

জোরে লাগাম টানায় টেডের ঘোড়া পিছনের দুপায়ে উঠে থেমে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠে তিনজন লোক পিস্তল হাতে ওকে কাভার করে আছে। একটা বড় মেসকিট ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

'ঠিক আছে, মার্শাল—চুপচাপ বসে মাথার ওপর হাত তোলো!'

নির্দেশ মত ধীরে হাত তুলল টেড। চোখ সরু করে বক্তাকে লক্ষ করছে সে। লোকটাকে চেনা-চেনা ঠেকল। কঠিন নির্দয় চেহারা। সম্ভবত বেইটসদের একজন।

'আমরা বেইটস,' ওর ধারণা সমর্থন করতেই যেন বলল আরোহী। 'তোমাকে ধরে আনার জন্যে আমরা শহরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথেই তোমার দেখা পেয়ে আমাদের অনেক ঝামেলা বেঁচে গেল।'

এগারো

আড়ষ্ট হলো মার্শ। একটা ঠাণ্ডা স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে

নামল। সামনে কঠিন বিপদ। বোনকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই ওরা এসেছে। একজনের বিরুদ্ধে তিনজন। ওদিকে তার হাতেরও জখম অবস্থা। ওদের চেনার কোন লক্ষণ চেহারায় প্রকাশ করল না টেড।

'বুঝলাম তোমরা বেইটস,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'কিন্তু তাতে আমার কি?'

'তোমার মরণ! পাজি খট্টাশ! তুমিই আমার বোন লানা আর তার স্বামীকে খুন করেছ। ওদের তুমি গুলি করে মেরেছ। অস্বীকার করতে চাও, মার্শাল?'

'না,' জবাব দিল সে। 'আমিই ওদের মেরেছি, এটা ঠিক। কিন্তু ও তার স্বামীকে ডাকাতিতে সাহায্য করে স্টোরের মালিককে জখম করেছে। তারপর ধরা না দিয়ে গুলি ছুঁড়ে আমাকে মেরে পালাতে চেষ্টা করেছিল।'

'মিথ্যে কথা! লানা···সে কখনও এমন বোকার মত একটা কাজ করতে পারে না!' সবথেকে বড়ভাই বলল। 'ওর হতচ্ছাড়া স্বামীই ওকে ওসব করতে বাধ্য করেছে। এটা লানার কাজ হতেই পারে না। অসম্ভব!'

'সে ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। ওর হাতে পিস্তলও ছিল, এবং দোকানের মালিক রজার্সকে সেও পিটিয়েছে।'

'ওসব কৈফিয়তে এখন আর কোন কাজ হবে না,' ছোটভাই বলল। 'তুমি আমার বোনকে হত্যা করেছ, এখন আমাদের হাত থেকে তোমার রেহাই নেই। এটাই পশ্চিমের রীতি।'

'তোমাদের কার নাম কি?'

একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে আমাদের নাম জেনে তোমার কোন লাভ হবে না। তবু তোমার

কৌতূহল মেটাবার জন্যে জানাচ্ছি, আমার নাম ক্লোভিস। ও আমার ভাই ডোবি,' ভারি গড়নের একজনকে দেখিয়ে বলল সে। 'আর ওই তরুণ ছেলেটা পল। ডোবি, ওর গানবেল্ট আর পিস্তলটা কেড়ে নাও, রাইফেলটাও নিতে ভুলো না। তাড়াতাড়ি করো, মা আমাদের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে।'

'না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল মার্শ। 'আমি তোমাদের সাথে কোথাও যাব না। তোমার বোনের ব্যাপারে আমি দুঃখিত, কিন্তু একজন আউটলর সাথে কাজে নেমে ভুলটা সে-ই করেছে।'

'তুমি না চাইলে তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব,' তরুণ ছেলেটা রেগে উঠল। 'ঘোড়ার পিছনে বেঁধে তোমাকে হিঁচড়ে টেনে নিতে হলেও দ্বিধা করব না।'

'আমার ভাই ঠিকই বলেছে,' বলল ক্লোভিস, 'তোমার মিছে আপত্তি তোলার কোন মানে নেই, মার্শাল। শুনলাম হত্যার জন্যে তুমি নাকি চাকরি হারিয়েছ? সত্যি?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল টেড। কথা বলে লাভ নেই—ওরা বুঝবে না।

'এতেই প্রমাণ হয় ওদের খুন করা তোমার উচিত হয়নি,' মন্তব্য করল ক্লোভিস। 'তাহলে লোকে যা বলে সেটাই ঠিক—তুমি একজন খুনে মার্শাল।'

'মোটেই ঠিক নয়। আমি কেবল মার্শাল হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করেছি।'

'বাজে কথা রাখো, কর্তব্য করলে তোমাকে বরখাস্ত করা হত না,' বলে, ডোবির দিকে চেয়ে সে ধমকে উঠল, 'তুমি কি ওর গানগুলো নেবে, নাকি দাঁড়িয়েই থাকবে?'

ক্লোভার পিস্তল ধরে থাকায় মাথার উপর হাত তুলেই বসে

আছে টেড। ডোবি আর পল ঘোড়ার পিঠেই ওর পাশে হাজির হলো। একজন খাপ থেকে রাইফেলটা তুলে নিল। অন্যজন পিস্তলসহ গানবেল্টটা খুলে ফেলল। মার্শ টের পেল একটা দড়ির ফাঁস ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মুহূর্তে ফাঁসটা এড়াতে ডানপাশে সরে ডোবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। আঁকড়ে ধরে ওকে নিয়েই মাটিতে পড়ল। দুজনের হাত দুজনকে শক্তভাবে ধরে আছে।

টেড মার্শ ডান হাতটাকে রক্ষা করে মাটিতে শুয়েই হাঁটু দিয়ে ডোবির তলপেটে মারল। ব্যথায় কুঁকড়ে বেইটসের মুঠো আলগা হলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেড। বাম হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল ওর চোয়াল লক্ষ্য করে।

অজ্ঞাতেই টেডের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল। বাম হাতে ব্যথা পেয়েছে। ডান হাতে ঘুসি মারার জন্যে তৈরি হলো ও। জখমের কথা ভুলে গেছে। মেরেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল। হাতটা টনটন করছে। মারটা বৃথা যায়নি—ধরাশায়ী হয়েছে ডোবি।

উঠে দাঁড়াল ডোবি। চার্জ করে ছুটে আসছে।

টেড শুনতে পেল, 'যাও, ভাইকে সাহায্য করো,' ছোট ভাইকে আদেশ দিল ক্লোভিস।

ডোবির চার্জ পুরোপুরি এড়াতে পারল না টেড। ধাক্কায় আধপাক ঘুরে হাঁটুর ওপর পড়ল সে। পরক্ষণেই ওর মাথার পিছনে পিস্তলের আঘাত হানল পল।

ওঠাও! ওকে তুলে দাঁড় করাও!' ক্রুদ্ধস্বরে বলল ডোবি। 'ওই পাজি খট্টাশটার কাছে আমার দেনাটা শোধ করব!'

আচ্ছন্ন অবস্থাতেই টেড টের পেল হাত মুচড়ে পিঠে ঠেকিয়ে ওকে টেনে দাঁড় করানো হচ্ছে। ঝাপসা চোখে দেখল ডোবির

ঠোঁট উল্টে হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ঘুসিটা ওর চোয়ালে এসে লাগল। আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে হাঁটুর ওপর পড়ল সে।

অজ্ঞান টেডকে আবার তুলে দাঁড় করাচ্ছিল পল। 'ওকে ছেড়ে দাও!' কঠিন স্বরে আদেশ করল ক্লোভিস। 'যথেষ্ট হয়েছে। ওকে জ্যান্তই মায়ের কাছে হাজির করতে হবে।'

ছেড়ে দেয়ায় টেডের অজ্ঞান দেহ ঝপ কোরে মাটিতে পড়ল। 'দড়ির ফাঁসটা আবার লাগাও,' বলল ক্লোভিস। 'আর হাত দুটোও বেঁধে ফেলো। ওর থেকে আর কোন ঝামেলা আমি চাই না।'

তাই করা হলো।

'ওকে ঘোড়ার পিঠে বসাও।'

ডোবি আর পল টেডকে ঘোড়ার পিঠে বসাল। পাদানিতে ওর পা দুটো ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়ার পর পল বলল, 'আমার মনে হয় না ও ঘোড়ার পিঠে টিকতে পারবে। প্রায় অজ্ঞান অবস্থা ওর।'

'মিছে ভাবছ,' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল ক্লোভিস। 'যদি পড়ে যায় ওকে আমরা হাঁটিয়ে বা ছেঁচড়ে র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যাব।'

'ডোবি আর আমি ওর দুপাশে রাইড করলে ও পড়বে না।'

ধুলোয় থুতু ফেলল ক্লোভিস। 'তার কোন দরকার নেই। ওরটা ওকেই বুঝতে দাও। ডোবিকে আমি অন্য একটা কাজে পাঠাতে চাই।'

'আমাকে অর্ডার করার অধিকার তোমাকে কে দিল?' প্রশ্ন করল ডোবি।

'আমি সবার বড়—সেটাই যথেষ্ট,' জবাব দিল ক্লোভিস। 'তুমি শিপরকের আন্ডারটেকারের কাছ থেকে লানার লাশটা আনতে যাবে।'

'খরচ কত পড়বে?'

'কিছুই না। আমরা ওদের সৎকার করার ব্যবস্থা করতে বলিনি। বলবে বেইটসরাই ওর কবর দেবে।'

'কাজ হবে?'

'না হলে ওকে বোলো আমি নিজে বোঝাপড়া করতে আসব। তাতেই কাজ হবে।'

বোনের লাশ আনার দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে ডোবি। 'লাশটা কিভাবে আনব? জিনের ওপর ওকে শুইয়ে র‍্যাঞ্চে ফেরাটা ভাল দেখায় না।'

'তা করবে কেন? জেরি ট্যানারের কাছে একটা ওয়্যাগন চাইলে খুশি মনেই দেবে সে।'

ডোবির চেহারা মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে আবার নিষ্প্রভ হলো।

'আবার কি ভাবছ?' প্রশ্ন করল ক্লোভিস।

'ডেভ স্কটের লাশটার কি হবে? ওটাও র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসব?'

'কোন দরকার নেই। ওই পাজি বেজন্মাকে শহরের লোকরাই দাফন করুক। ওর লাশ র‍্যাঞ্চে নিয়ে এলে মা ওর সাথে তোমাকেও শুয়োর দিয়ে খাওয়াবে!'

কাজ বুঝে নিয়ে শিপরকের দিকে রওনা হলো ডোবি।

বারো

ঘোরের মধ্যেও বেইটসদের কথাবার্তা টেডের কানে পৌঁছেচে। ওকে নিয়ে র‍্যাঞ্চের পথ ধরল দুই ভাই। ক্লোভিস লীড করছে। মার্শের পাশাপাশি চলছে পল। ধীরে মার্শালের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। এখন ওর মাথাটা স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছে—কঠিন বিপদে পড়েছে ও। বেইটসরা তাকে খুন করে বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু বর্তমানে বাঁধা অবস্থায় তার কিছু করার উপায় নেই।

একটাই সান্ত্বনা, সে এখনও বেঁচে আছে। এবং তাকে হত্যা করাটা যে সহজ কাজ হবে না, বেইটস গোষ্ঠী তা হাড়েহাড়ে টের পাবে।

মার্শের ডান হাতটা টনটন করছে। বিবেচনা না করে ড্রোবির চোয়ালে ঘুসি মারার পর থেকেই ওই অবস্থা। হাত দুটো একসাথে শক্ত করে বাঁধায় ব্যথাটা আরও জোরাল হয়েছে। কিন্তু কিছুই বলল না সে—জানে, বললেও লাভ হবে না—কোন সহানুভূতি সে পাবে না। তাই নীরবেই ওদের সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়গুলোর দিকে এগিয়ে চলল।

বেইটসরাও পথে নিজেদের মধ্যে বিশেষ কথা বলেনি। শেষ

পর্যন্ত আবর্জনায় ভরা র‍্যাঞ্চের উঠানে এসে ওরা থামল। জীর্ণ চৌকো বাড়িটা ঠিক র‍্যাঞ্চহাউসের পর্যায়ে পড়ে না। রোদে বাঁকা দরজাটা চামড়ার তৈরি কব্জার ওপর ঝুলছে। দরজা বাইরের দিকে খোলে দেখে বোঝা যায় ওটা আগে একটা ছাপরার গুদাম গোছের কিছু ছিল, পরে ওটাকে বাসের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। জানালা মাত্র একটাই। ওটার অর্ধেকটা কাঁচ ভাঙা। পাতলা একটা চামড়া দিয়ে গর্তটা বন্ধ করা হয়েছে।

শুয়োর আর মুরগিগুলো স্বাধীনভাবে উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওপাশে পাহাড়ের পাথর খুঁড়ে তৈরি গুদামের সামনে একটা গরু জাবর কাটছে। পুরো র‍্যাঞ্চটার চেহারা বেইটসদের মতই রুক্ষ আর অমার্জিত।

'এই যে এক্স-মার্শাল, নিচে নামো!' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে এসে আদেশ করল ক্লোভিস।

ডান পা ঘুরিয়ে এনে লাথি দিয়ে পাদানি থেকে বাম পা ছাড়িয়ে নিচে নামল টেড।

'ওই যে, মা আসছে,' ঘোষণা করল পল।

ঘুরে তাকিয়ে টেড দেখল বাড়ির ভিতর থেকে নোংরা একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছে। পরনে ময়লা কালো শার্ট, আর রঙ জ্বলা স্কার্ট। মাথার পাকা চুল কয়েক গোছা দড়ির মত মাথার দুপাশ দিয়ে ঝুলছে। পাতলা গড়নের মুখে ছোট ছোট চোখ দুটো তার ছেলেদের মতই নিষ্ঠুর।

'তোমরা দেখছি ঠিকই ওকে ধরে এনেছ!' পৈশাচিক উল্লাসে কথাটা বলে স্কার্টে হাত মুছল সে।

'তুমি কি ভেবেছিলে আমরা পারব না?' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ক্লোভিস।

টেডের ওপর থেকে বরফ-শীতল চোখ না সরিয়েই মহিলা বলল, 'আমি জানতাম তোমরা পারবে, কিন্তু এত জলদি পারবে ভাবিনি।'

'শিপরক থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে টেক্সাসে যাচ্ছিল ও,' বলে উঠল পল। 'আমরা···'

'তুমি থামো, আমি বলছি,' রূঢ় ভাবে ধমকে ছোট ভাইকে থামিয়ে দিল ক্লোভিস। 'আমরা ওকে শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে যাবার ট্রেইলে ধরেছি, মা। মার্শালের পদ থেকে ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলেই ব্যাটা টেক্সাসের পথ ধরেছিল।'

ধীরে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। ঘৃণার চোখে টেডের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথাটা একটু পিছিয়ে নিয়ে মার্শালের মুখে থুতু ছিটাল সে।

রাগে জ্বলে উঠল টেড। বাঁধা হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে পাজি স্ত্রীলোকটার দিকে এগিয়েছিল, কিন্তু ক্লোভিস ওর দড়ির ফাঁসটা টেনে ধরায় থামতে বাধ্য হলো।

'হ্যাঁ, আমি এখন কিছুটা ভাল বোধ করছি,' বলে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছল মহিলা।

নিরুপায় টেড কাঁধ উঁচিয়ে শার্টের হাতায় মুখ মুছল।

'মার্শাল!' বিষ ঝরিয়ে বলল প্রৌঢ়া, 'আমার লানাকে হত্যা করার শোধ আমি তুলব। তুমি একটা পাজি বেজন্মা খুনে ছাড়া আর কিছুই নও। শুনছ, এক্স-মার্শাল? তুমি একটা খুনে মার্শাল!' প্রচণ্ড রাগে তার কণ্ঠ শেষ দিকে খুব চড়া শোনাল।

'আমি খুনী নই!' প্রতিবাদ করল টেড। 'আমি আত্মরক্ষার জন্যেই হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি। আইন রক্ষার খাতিরে যে কোন মার্শালই তাই করত।'

রোষের সাথে মাটিতে থুতু ফেলল মহিলা। 'হ্যাঁ, খুন করে এখন সাফাই গাওয়া হচ্ছে! অন্যায় না করলে ওরা তোমাকে বরখাস্ত কেন করল?'

মহিলার সাথে যুক্তিতর্কে গিয়ে লাভ নেই জেনেই চুপ করে রইল টেড।

'তুমি লানার লাশ আনতে শহরে যাচ্ছ, ক্লোভিস?'

'না, মা। ডোবিকে পাঠিয়েছি। কিন্তু ওকে স্কটের লাশ আনতে মানা করেছি আমি।'

'ঠিক করেছ। এই র‍্যাঞ্চের সীমানার মধ্যে ওই শয়তানটার লাশও আমি ঢুকতে দেব না।'

'ওকে নিয়ে এখন কি করতে বলো, মা?' টেডকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল ক্লোভিস।

'বার্নে নিয়ে আটকে রাখো। ওকে যে এখানে আনা হয়েছে তা কেউ জানে না। তাই ওকে খুঁজতে কেউ আসবে না। লানাকে কবর দেয়ার পর ওর ব্যবস্থা করব। ওকে এমন জায়গায় পুঁতে রাখব যে কেউ খুঁজে পাবে না।'

টেড জানে, সত্যিই ওকে খুঁজতে আসার মত মানুষ কেউ নেই। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটা উপায় তাকেই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে বের করতে হবে।

ওকে ঠেলতে-ঠেলতে বার্নের দরজার সামনে এনে পল দরজা খুলল।

'ভেতরে ঢোকো!' আদেশ করল ক্লোভিস।

বিনা প্রতিবাদে ভিতরে প্রবেশ করল টেড। ভিতরটা অন্ধকার।

'ওকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলব?' প্রশ্ন করল পল।

'দরকার নেই,' জবাব দিল ক্লোভিস। 'এখান থেকে ও বেরোতে পারবে না। কিন্তু তবু সাবধান থাকা ভাল—ওর বাঁধন খুলে পিছমোড়া করে বাঁধো।'

নির্দেশ পালন করল পল। ক্লোভিস নিজে চামড়ার ফিতের বাঁধন পরীক্ষা কোরে সন্তুষ্ট হলো।

'এখন আর ওকে বেরোতে হবে না,' বলল সে। 'আর বেরোতে পারলেও বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারবে না।'

দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে খিল আটকে চলে গেল ওরা। দরজা বন্ধ করায় ভিতরটা আরও অন্ধকার হলো। কান পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেড। দরজার পাশে বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হুড়কোটা যথাস্থানে এঁটে দেয়ার শব্দ ওর কানে এল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখল মার্শ। লানা হত্যার প্রতিশোধ নিতে ওরা যে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। ডোবির লাশ নিয়ে ফিরতে যা সময় লাগে তারমধ্যেই হয়তো ওরা কবর খুঁড়ে তৈরি রাখবে—অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দিতে ওদের কিছুটা সময় লাগবে—ওই সময়ের মধ্যেই নিজেকে মুক্ত করে পালাবার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে ওর মরণ নিশ্চিত।

দেয়াল ছেড়ে বার্নের চারপাশটা ঘুরে দেখল টেড। ব্যবহার করার মত কিছুই নেই ওখানে। চারকোনা মাথাওয়ালা একটা গজালের ওপর এসে ওর চোখ আটকে গেল। মোটা খুঁটিতে পোঁতা গজালটা ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে আছে। কাছে গিয়ে মরিচা-ধরা লোহাটা পরীক্ষা কোরে দেখল ওটার কোনাগুলো মোটামুটি ধারালোই আছে।

তাড়াতাড়ি র‍্যাঞ্চহাউসের মুখোমুখি দেয়ালটার পাশে দাঁড়িয়ে দুটো তক্তার ফাঁকে চোখ রাখল টেড। বেইটসদের কাউকে দেখতে পেল না। বুঝল ওরা ডোবির লাশ নিয়ে ফেরার অপেক্ষায় বাড়ির ভিতরেই আছে। চট কোরে খুঁটির কাছে এসে পিছন-ফিরে দাঁড়াল। গজালের ধারাল মাথায় ঘষে হাতের বাঁধনটা কাটার কাজে লেগে গেল সে।

খুব ধীর গতির কাজ। বেইটসরা কেউ তাকে ওই অবস্থায় দেখে ফেললে নিজেকে মুক্ত করার একমাত্র সুযোগটা সে হারাবে। তাই কাজের ফাঁকে কান খাড়া রাখল। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর চামড়ার দড়িটা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো। তার চেষ্টা বৃথা যায়নি—চামড়াটা ক্ষয়ে কিছু আঁশ বেরিয়ে এসেছে।

অল্পক্ষণ পরেই দূর থেকে একটা ওয়্যাগন আসার শব্দ ওর কানে এল। একটা সুবিধা মত ফাঁকে চোখ রেখে দেখল ওয়্যাগনে লানার লাশ নিয়ে ডোবি ফিরে আসছে। আবার বাঁধন কাটার কাজে ব্যস্ত হলো টেড। আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।

বার্নের ভিতরে ভ্যাপসা একটা গরম। কেবল তক্তার ফাঁক ফোকর দিয়ে সামান্য বাতাস ঢুকছে। পরিশ্রমে ঘেমে উঠেছে টেড। হাত-দুটো টনটন করছে। একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমে উঠানে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আবার তক্তার ফাঁকে চোখ রেখে দেখল লানার লাশটা বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সম্ভবত ওখানেই মৃতদেহটাকে কফিনে ভরা হবে। ঠিক তাই—একটু পরেই সে দেখতে পেল পাইন কাঠের একটা লম্বা কফিন নিয়ে ক্লোভিস বাড়ির ভিতর ঢুকল। বাইবেল পাঠ আর প্রার্থনা সেরে পেরেক ঠুকে কফিন বন্ধ কোরে লানাকে কবর দিয়ে ফিরতে ওদের ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যেই টেডকে যা করার করতে হবে।

আবার বাঁধন কাটার কাজে ব্যস্ত হলো সে। আধঘন্টা পর বাড়ির ভিতর থেকে পেরেক ঠোকার আওয়াজ এল। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

তেরো

দশ মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পর চামড়ার ফিতেটা আবার পরীক্ষা কোরে দেখল ওটা দুর্বল হয়ে এখন অনেক আঁশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। উৎসাহিত হয়ে নতুন উদ্যমে কাজে নামল টেড।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই উঠানে পায়ের শব্দ শুনে আবার তক্তার ফাঁকে চোখ রাখল। তিন ভাই কফিনটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—ক্লোভিস সবার আগে। পিছন-পিছন চলেছে ওদের মা—স্মোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ঋজু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছে—ঠিক যেন একটা নিষ্ঠুরতার প্রতীক।

নীরবে বিষণ্ণ চেহারায় বার্ন পার হয়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে চলে গেল ওরা। ওটাই ওদের গোরস্থান।

ওরা কিছুটা দূরে সরে যেতেই আবার কাজ শুরু করল টেড। ওদিকে কবরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে মা-বেইটস তারস্বরে চিৎকার কোরে বলছে, 'লর্ড, এই যে, এখানে রয়েছে আমার মেয়ে, লানা। আমরা ওকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি।

জানি, মেয়েটা একটু জেদি আর বুনো ছিল। মাঝেমাঝে পাগলামি করলেও সে আসলে ভালই ছিল। লোকে যতটা বলে তত খারাপ মোটেও ছিল না। কিন্তু স্কটের পাল্লায় পড়ে ওকে বিয়ে করে...'

এতক্ষণে মার্শের কঠিন পরিশ্রম সার্থক হলো। একটা ঝাঁকির সাথে চামড়ার ফিতের শেষ কয়েকটা আঁশও ছিঁড়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল টেড। হাত মুক্ত হওয়ায় বার্ন থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছবার সুযোগ হয়তো হতে পারে।

'...কিন্তু ওর যা অপরাধ সেটা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা করে নিয়ো, লর্ড...' চিৎকার করে বলে চলল মা-বেইটস।

চামড়ার ফিতেটা হাত থেকে খুলে ফেলে পকেট থেকে ফোল্ডিঙ ছুরিটা বের করল টেড। ওটার ফলা ছোট হলেও দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে হুড়কোটা উঁচু করে ঠেলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট লম্বা।

'...আমি আর লানার বাবা, লর্ড, তার আত্মাকে শান্তি দিও—আমরা চেয়েছিলাম একজন সুন্দর সৎ মানুষকে মেয়েটা বিয়ে করে—নাতি-নাতনীর জন্ম দেবে—কিন্তু তা আমাদের ভাগ্যে জুটল না...'

দরজার সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে ফাঁক দিয়ে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিল টেড। হুড়কোর বাম পাশটা ব্র্যাকেট থেকে উঠিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে বাম কপাট কয়েক ইঞ্চি ফাঁক কোরে হুড়কোর সাথে ঠেসে ধরল। হুড়কো নিচে পড়লে শব্দ যদি বেইটসদের কানে যায় তবেই বিপদ। দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে হুড়কো ধরে টান দিয়ে অন্য ব্র্যাকেট থেকে মুক্ত করে ওটাকে বার্নের ভিতর নিয়ে এল।

'...আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু একটাই অনুরোধ, লানাকে তুমি ক্ষমার চোখে দেখো...'

আর বেশি সময় নেই—সাবধানে দরজা দিয়ে বেরিয়ে হুড়কোটা আবার লাগিয়ে দিল টেড। নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছে বেইটস্দের অগোচরে সরে পড়তে পারলে ওরা ভাববে সে বার্নের ভিতরেই আছে।

দেয়াল ঘেঁষে কুঁজো হয়ে দৌড়ে বার্নের কোনা ঘুরে আড়ালে চলে এল মার্শ। এখন বেইটস আর ওর মাঝখানে বার্ন। ওরা এখনও লানার কবরের পাশেই জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার কাছে পৌঁছে এক টানে হিচ-রেইল থেকে ঘোড়ার লাগামটা খুলে নিয়ে ওটার পিঠে চেপে বসল সে। একটা কুকুর ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল—ওর সাড়া পেয়ে একবার মুখ তুলে চেয়ে আবার সামনের পা দুটোর ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকল। নিঃশব্দে ঘোড়াটাকে বেশ কিছুদূর হাঁটিয়ে নেয়ার পর ধীরে ঘোড়ার গতি বাড়াল। খুরের শব্দ এত দূর থেকে বেইটসদের কানে পৌঁছবে না।

মার্শের পিস্তল আর রাইফেল বেইটসরা রেখে দিয়েছে মনে পড়ল ওর। ওগুলো র‍্যাঞ্চহাউসে সহজেই চোখে পড়ার মত কোন জায়গায় আছে। কিন্তু ওসব উদ্ধার করতে যাওয়াটা নেহাত বোকামি হবে। তার কপাল ভাল ওদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। বাড়তি ·৪৪ পিস্তলটা দিয়েই ওকে ঠেকার কাজ চালাতে হবে। স্যাডলব্যাগ থেকে ওটা বের করে কোমরে গুঁজল সে।

যতটা সম্ভব ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগোচ্ছে টেড। ট্রেইল এখনও আট-দশ মাইল দূরে। কোনাকুনি ভাবে এগোলে দূরত্ব কিছুটা কম হবে বটে, কিন্তু বেইটসদের তৈরি ট্রেইল ধরে এগোলেই যাত্রাটা সহজ আর দ্রুত হবে। বেশ কিছুটা উপরে উঠে

এসেছে মার্শাল। ছোট টিলাটা পেরিয়ে ওপাশের ঢালে নামার আগে পিছন ফিরে তাকাল সে। বেইটসদের উঠানটা উঁচু থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লক্ষ করে দেখল ওদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বুঝল ওর সরে পড়ার ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। র‍্যাঞ্চ থেকে ঘোড়ার পিঠে রওনা হলো একজন। দূর থেকেও মার্শ চিনল—লোকটা ডোবি।

মনেমনে একটা গালি দিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো টেড। আশা করেছিল হুড়কোটা লাগিয়ে আসায় ওর অনুপস্থিতি টের পেতে বেইটসদের কিছুটা দেরি হবে, এবং সেই ফাঁকে সে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ, সেটা আর হলো না।

ঘোড়ার গতি বাড়াল মার্শাল। একবার প্রধান ট্রেইলে উঠতে পারলে তার রোনটার পক্ষে পথ চলা আরও সহজ হবে। মার্শের ঘোড়াটা ভাল, ডোবি ঘোড়া ছুটিয়ে কিছুতেই ওকে ধরতে পারবে না।

রোনটাকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিল টেড। মাঝেমাঝে পিছন ফিরে দেখছে। কিন্তু গত এক ঘণ্টায় ডোবির কোন চিহ্নই সে দেখতে পায়নি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। মনেমনে সে চাইছে ডোবি ফিরে যাক, কারণ ওই লোকটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা তার মোটেও নেই। কিন্তু ডোবি যদি ওকে ধরে ফেলে তবে সেটাই করতে ও বাধ্য হবে। পুরো ব্যাপারটাই অনর্থক—নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই লানাকে তার গুলি করতে হয়েছে!

জিনের ওপর নড়েচড়ে বসে রোনের গতি আরও কমাল টেড। ডেভিল্স্ কিচেনের দিকে এগোচ্ছে ঘোড়া। রোদে-ফোস্কা-পড়া পাথুরে একটা এলাকা। স্থানীয় লোকে বলে ওই সমতল পাথরগুলো

সারাদিনে রোদে পুড়ে এমন উত্তপ্ত হয় যে ওর ওপর মাংস ভাজাও সম্ভব—তাই এলাকাটা ডেভিল্‌স্ কিচেন নামেই পরিচিত।

খারাপ এলাকা এড়াবার জন্যে দক্ষিণে এসপানিওলা শহরের দিকে মোড় নিল টেড। ওখান থেকে একটা ভাল রাস্তা পুব-টেক্সাসে গেছে।

অস্থিরভাবে বাম হাত দিয়ে মাথার পাশটা মালিশ করল মার্শাল। ওখানে একটা ভোঁতা ব্যথা। ডোবির কাজ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চেয়ে একজন অশ্বারোহী ওর নজরে পড়ল। বাঁক ঘুরে লোকটা তখনই মাত্র দৃষ্টির আওতায় এসেছে। এত দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু সম্ভবত লোকটা ডোবি। অন্য কেউও হতে পারে, তবে লোকটাকে ডোবি বলে ধরে নিয়ে সাবধান হওয়াই ভাল।

বিরক্তিতে থুতু ফেলল সে। জাহান্নামে যাক হতচ্ছাড়া। ব্যাটা আসে আসুক। বেইটসদের সাথে নতুন কোন ঝামেলায় ও যেতে চায় না। কিন্তু ভীত খরগোশের মত সে আর পালাবে না।

চোখ তুলে সোজা সামনের দিকে চাইল মার্শ। এসপানিওলায় যাওয়ার পথটা সামনেই বাঁক নিয়েছে। শহরে পৌঁছে হোটেলে উঠে আয়েশ কোরে একটা ঘুম দিতে হবে। গতরাতে ভাল বিশ্রাম হয়নি।

ছোট ছোট টিলার নিচের অংশে অনেক ঝোপ আর গাছ জন্মেছে। গাছপালার কারণে এলাকাটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। প্রধান ট্রেইল ধরে পুবে যাওয়ার থেকে এই পথে চলাটা অনেক ভাল। হঠাৎ কি মনে করে একটা ঢালের মাথায় থেমে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল।

পিছনের আরোহী যে-ই হোক, এখন আর তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। লোকটা যদি ডোবি হয়, সে জানে মার্শ টেক্সাসে

যাচ্ছে। টেড নিজেই ওদের তা জানিয়েছে। মনে হচ্ছে কথাটা স্মরণে রেখে প্রধান ট্রেইল ধরে সোজা টেক্সাসের দিকেই এগিয়ে পুবে চলে গেছে ডোবি।

নিজের মনেই হাসল মার্শ। শার্টের হাতায় ভুরুর ঘাম মুছে আবার এগোল সে। ভালই হয়েছে, বর্তমানে ডোবিকে নিয়ে আর তাকে মাথা ঘামাতে হবে না। বেচারা ডোবি! ডেভিল্‌স্ কিচেন পার হওয়ার সময়ে ওকে গরমে রোস্ট হতে হবে, কারণ এই সময়ে ওই এলাকার তাপ একশো বিশ ডিগ্রীরও বেশি থাকবে।

চোদ্দ

অস্বাভাবিক ঘটনাচক্রে টেড মার্শের বরখাস্ত হওয়ার খবর ওর চাকরি যাওয়ার পরদিনই সেসিলার কাছে পৌঁছে গেল।

সেসিলার বাবা প্যাট্রিক হিউ। ওই নাদুসনুদুস আর গোলাপী টসটসে গালের লোকটাই সিলভার সিটির একমাত্র টেলিগ্রাফার। নিউ মেক্সিকোতে উল্লেখযোগ্য যা কিছু ঘটে, তা তারের মাধ্যমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে জেনে যায়। রাতে খাবার টেবিলে বসে বৌ আর মেয়েকে মুখ বন্ধ রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে তাজা খবরগুলো পরিবেশন করা তার অভ্যাস। এইভাবে খবরটা পরদিনই সন্ধ্যায় সেসিলার কানে পৌছল।

বিপর্যস্ত মনে সাপার মুখে তুলতে পারল না সেসিলা। মেয়েকে শিপরক থেকে বাড়ি নিয়ে আসার পর এই প্রথম ওরা টের পেল শিপরকের মার্শাল তাদের মেয়ের মনে কত গভীর দাগ কেটেছে।

'ছি,' বলে উঠল প্যাট্রিক, 'মার্শাল মার্শ তোমার মন জুড়ে বসে আছে জানলে কথাটা আমি তুলতামই না!'

'ওহ, ড্যাডি, এটা...এটা তোমার দোষ নয়। আমারই দোষ। ওর প্রতি দুর্বলতার কথা তোমাদের আমার আগেই জানানো উচিত ছিল। কিন্তু ওর মনোভাব আমি নিশ্চিত জানি না—তাছাড়া তোমরা আমার দিকটা ঠিক বুঝবে কিনা জানতাম না। তাই বলিনি। আমি...' আর বলতে পারল না সেসিলা, কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'শান্ত হও, বাছা,' বলে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল মা। 'তোমার বাবা যে খবর এনেছে তাতে খুব চোট পেয়েছ বুঝতে পারছি।'

কোন জবাব না দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সেসিলা।

'সত্যিই আমার খুব খারাপ লাগছে, মা,' বিষণ্ণ সুরে বলল প্যাট্রিক। 'কথাগুলো ফিরিয়ে নিতে পারলে...' কথা বুজে এল তার।

'এসো, মা মণি,' ডাকল মিসেস হিউ, 'উপরে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে তোমার ভাল লাগবে। এসো!' মেয়েকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে দোতালায় উঠল।

ভুরু কুঁচকে ভাবছে প্যাট্রিক। মার্শের সাথে অল্প সময়ের জন্যে শিপরকে ওর দেখা হয়েছিল। মেয়েকে সিলভার সিটিতে নিয়ে আসার জন্যে শিপরকে গেছিল সে। আত্মবিশ্বাসে ভরা লম্বা মার্শালকে ওর ভাল লেগেছিল। লোকটা সাবলীল ভঙ্গিতে ঘোড়া চালিয়ে স্টেজের পাশেপাশে থেকে শহরের সীমানা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিতে এসেছিল। কিন্তু মার্শের সম্পর্কে এর বেশি সে আর বিশেষ কিছুই জানে না। তবে এটা শুনেছে, লোকটা প্রথমে কাউবয়

ছিল, পরে লম্যান হয়েছে। পাত্র হিসেবে এটা তার কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না। তার বিশ্বাস সেসিলার আরও ভাল পাত্র পাওয়া উচিত।

প্রাক্তন টাউন মার্শাল বেন জুনিয়রের সাথে বিয়েতে সে মত দিয়েছিল, কারণ তার ধারণা ছিল একদিন সে তার বাবার র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে হাল ধরবে। ওর বাবা, বেন সিনিয়র যদি নিউ মেক্সিকোর সবথেকে ধনী র‍্যাঞ্চার না হত তবে কিছুতেই সেসিলার বিয়েতে সে মত দিত না।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে যখন বেন জুনিয়র আহত হলো তখন প্যাট্রিকের মনটা লম্যানের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়েছিল। কিন্তু মাস খানেক পরেই বেচারা মারা গেল। ছেলের মৃত্যুর শোকে কয়েকদিন পরে তার বাবাও হার্ট অ্যাটাকে মরল। তখনই প্যাট্রিক তার একমাত্র মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে চায় না এত দুঃখের পরে মেয়েটা আরও আঘাত পাক। নিজের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে মেয়েকে সে আগলে রাখতে চেয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় মার্শালের বরখাস্ত হওয়ার খবরটা বলার আগে সে বোঝেনি টেডকে তার মেয়ে মনে মনে ভালবাসে।

'অসম্ভব!' নিজের মনেই বলে উঠল হিউ। তার মেয়ে বিবাহিত অবস্থায় স্বামীর বন্ধুর সাথে নিশ্চয় প্রেম করেনি। তবে...হাতের আঙুলে তার মেয়ে কতদিন হলো বিধবা হয়েছে গুনে দেখল। সাত মাস। গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। ভাবছে, নিশ্চয় বিবাহিত অবস্থাতেই সেসিলা টেডকে ভাল বন্ধু হিসেবে পেয়েছিল, পরে বাবার কাছে সিলভার সিটিতে এসে থাকতে এসে টের পেয়েছে

টেডের প্রতি ওর কতটা টান।

'অসম্ভব,' আবার বিড়বিড় করে বলল হিউ, 'মেয়েলি মন আমি পুরোপুরি কোনদিন বুঝতে পারব না!' আপন মনেই মাথা নাড়ল সে।

'প্যাট্রিক।'

ডাক শুনে মাথা তুলে তাকাল সে। চিন্তায় বিভোর থাকায় কখন যে ওর স্ত্রী নিচে নেমে এসেছে টেরই পায়নি।

'এখন কেমন বোধ করছে ও?' প্রশ্ন করল হিউ।

'কিছুটা ভাল। কিন্তু আমার মনে হয় ওর সাথে আমাদের আলাপ করে জানা দরকার এই মার্শের সাথে ওর কি ধরনের সম্পর্ক। কিন্তু তার আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা আলাপ করে নেয়া উচিত।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, অ্যালিস।' পাইপে তামাক ভরে আলোচনা করার জন্যে তৈরি হলো সে।

'এই মার্শ লোকটার সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে?'

'হ্যাঁ। সেসিলাকে আনতে গিয়ে ওর সাথে সামান্য পরিচয় হয়েছে।'

'ওর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল হিউ।

'এত অল্প পরিচয়ে কারও সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। তবে স্বীকার করতেই হবে ওকে আপাতদৃষ্টিতে আমার ভালই লেগেছে।'

'সেসিলা আমাকে বলেছে তার স্বামীর ডেপুটি হিসেবে কাজ

করত মার্শ। এর আগে সে বেন সিনিয়রের অধীনে কাউবয় ছিল। বেন জুনিয়রের সঙ্গীও ছিল সে। পরে ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টায় চাকরি ছেড়ে চলে যায়।'

'বুঝলাম...কিন্তু তাহলে সে শিপরকে আবার কিভাবে ফিরল?'

'বেন জুনিয়রই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মার্শ ওর বাবার র‍্যাঞ্চে কাজ করার সময়েই ওদের গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বাবার মাতলামি ঠেকাতে না পেরে বেন ওকে ডেকে পাঠাতেই সে চলে আসে। র‍্যাঙ্ক ডাকাতের মোকাবিলায় ওরা দুজনই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। দুই বেনের মৃত্যুর সময়ও মার্শই পাশে ছিল। মার্শের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল সেসিলা। আমাদের কাছে থাকতে চলে আসার আগে সেসিলাকে সে সব রকম সাহায্য করেছে। এই সময়েই মার্শের প্রতি মেয়েটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এবং এখনও ওকে চায়।'

'বুঝলাম, মেয়েটা কেন ওভাবে ভেঙে পড়েছিল। আমি যদি জানতাম...'

'সত্যি কথা বলে অনুতাপ করে লাভ নেই। ওর দিকটা বুঝে ওর সাথে তুমি একটা সমঝতায় আসতে পারলে ভাল হয়। ওর সাথে তোমার খোলাখুলি আলাপ করা দরকার।'

'আমি আলাপ করব, অ্যালিস।'

হেসে মাথা ঝাঁকাল মিসেস হিউ। সে জানে সেসিলাকে একমাত্র প্যাট্রিকই ফেরাতে পারবে। অ্যালিসও বিশ্বাস করে তার মেয়ের কাউবয় বা লম্যানের থেকে ভাল পাত্র পাওয়া উচিত। ভাল বংশের, শিক্ষিত, সুদর্শন আর বিত্তশালী কোন যুবককেই সে জামাই করতে চায়।

সেই সন্ধ্যায় অ্যালিস নিজের কামরায় যাওয়ার কিছু পরে সেসিলা নিচে নামল। বাবাকে একা বসে থাকতে দেখে অবাক হয়নি ও। জানে, বাবা তার সাথে আলাপ করার জন্যেই বসে আছে। আগে হোক পরে হোক বাবার সাথে খোলাখুলি আলাপ তাকে করতেই হবে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবার মুখোমুখি বসল সে।

'বাবা, সন্ধ্যায় আমি অবুঝের মত আচরণ করেছি। খবরটা আমাকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিল।'

হেসে পাইপে তামাক ভরে আলাপ করার প্রস্তুতি নিল হিউ। পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মেয়ের দিকে তাকাল সে।

'বাবা, আমি টেড মার্শ সম্পর্কে তোমার সাথে আলাপ করতে চাই।'

'নিশ্চয়, বাছা! আমিও মনে মনে সেটাই চাইছিলাম।'

নিজের নার্ভাস অবস্থা লুকোবার জন্যে কোলের ওপর হাত রেখে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

'তুমি তো শিপরকে টেডকে দেখেছ। প্রথমে বলো, ওকে তোমার কেমন লেগেছে?'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে পাইপ থেকে ওঠা ধোঁয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সে বলল, 'খুব কম সময়ের জন্যে দেখা হলেও ভাল লাগেনি বললে মিথ্যে বলা হবে।'

একটু হেসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'আমি মনেপ্রাণে এটাই চাইছিলাম। আমি জানি তোমাকেও ওর ভাল লেগেছে।'

অল্পক্ষণ নীরবতার পর হিউ বলল, 'আচ্ছা, ওকে তুমি কতদিন হয় চেনো?'

মাকে সে যা বলেছে, বাবাকেও একই কথা জানাল। তার সাথে আরও একটু যোগ করে বলল, 'সে বেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বলে আমার সাথেও ওর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। হয়তো বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য হিসেবেই আমার জন্যে সে এত কিছু করেছে। কিন্তু ওর প্রতি আমার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। পরপর দু'দুটো মৃত্যুর পর আমি নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারতাম না—টেডই আমাকে সাহস আর সহ্য করার শক্তি জুগিয়েছে। ও নিজেও শক্ত চরিত্রের মানুষ।'

'এবং এইসব কারণেই তুমি ওই লোকটাকে ভালবেসে ফেলেছ?'

নিজের কোলে রাখা হাতদুটোর দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, ওকে আমি ভালবাসি।'

'তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো এটা ভালবাসা—ক্ষণিকের আকর্ষণ নয়?'

'হ্যাঁ, আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্যাট্রিক প্রশ্ন করল, 'আর এই টেড মার্শও কি তোমাকে মনেপ্রাণে ভালবাসে?'

অপরাধীর মত মেঝের দিকে চেয়ে থেকে সে বলল, 'আমি জানি না, বাবা, স্পষ্ট করে সে কখনও কিছু বলেনি।'

চিন্তাযুক্ত মনে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল হিউ। তারপর পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'তাহলে মার্শ তোমার প্রতি ভালবাসার কথা একবারও প্রকাশ করেনি?'

'না, ড্যাডি, মুখে বলেনি। কিন্তু আমি জানি সেও আমাকে ভালবাসে।'

'কিন্তু তা কি করে হয়? ও যদি তোমাকে কিছুই না বলে থাকে, তুমি কিভাবে বুঝলে লোকটা তোমাকে ভালবাসে?'

সরাসরি বাবার দিকে মুখ তুলে চাইল সেসিলা। 'আমি জানি, বাবা। বিশ্বাস করো...মুখে না বললেও আমি জানি ও আমাকে ভালবাসে।'

হাসল হিউ। 'নিশ্চয়, বাছা...নিশ্চয় সে তোমাকে ভালবাসে—তুমি যখন বলছ, হয়তো তাই হবে।'

বাবার চোখে বিদ্রূপের আভাস দেখতে পেয়ে রাগ হচ্ছে সেসিলার। কিন্তু সংযত থাকল সে।

'শিপরকের ওরা যখন টেডকে বরখাস্ত করেছে, আমার মন বলছে এবার ও আমাকে নিতে আসবে। নিতে এলেই প্রমাণ হবে, আমাকে ভালবাসে।'

এক গাদা ধোঁয়া হঠাৎ গিলে ফেলে কাশতে কাশতে হিউএর চোখে পানি এসে গেল। রুমাল বের করে চোখ মুছে পরে নাক ঝাড়ল সে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সেসিলা।

'টেড মার্শ...সে কি তোমাকে বলেছে শিপরক ছাড়লে তোমার জন্যে এখানে আসবে?'

'না, ড্যাডি, তা বলেনি। কিন্তু আমি জানি আসবে। এখানে এলে তুমিই তাকে জিজ্ঞেস কোরো ও আমাকে চায় কিনা।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপের ছাই ঝাড়ল হিউ। 'যখনই মিস্টার মার্শ আসে...মানে...তোমার জন্যে আসে, আমি আনন্দের সাথেই তার সাথে কথা বলব!'

'চমৎকার! কথা বললেই তুমি বুঝবে আমাকে ও কত

ভালবাসে—তুমি দেখে নিয়ো!'

'হ্যাঁ...নিশ্চয়। যাক, এখন আমি খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'গুড নাইট, ড্যাডি। সুইট ড্রীম্স্।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লান্ত পায়ে উপরে উঠল হিউ। আজ রাতে কারও সুখ-স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য হবে না।

পনেরো

সূর্যাস্তের পরপরই ছোট্ট শহর এসপানিওলায় পৌঁছে গেল টেড মার্শ। বছরখানেক আগে মাত্র একবারই আউটলর সন্ধানে এখানে এসেছিল। লোকটাকে ঠিকই খুঁজে বের করেছিল ও। একটা মেক্সিকান মেয়ের ঘরে লুকিয়ে ছিল আউটল। শহর থেকে অল্প দূরেই ছিল মেয়েটার বাড়ি। রোদে পোড়ানো ইটের একটা ছোট্ট অ্যাডোব। অন্যান্য আউটলর মত ওই লোকটাও আপোষে ধরা দিতে চায়নি। গুলি ছুঁড়ে টেডকে মেরে পালাতে চেয়েছিল। শেষে নিজেই খুন হলো। মেক্সিকান মেয়েটা প্রথমে শোকে অভিভূত হলেও পরে শান্ত হয়ে টেডকে তার সাথে রাত কাটাবার জন্যে অনেক সেধেছিল। কিন্তু প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে হোটেলেই রাত কাটিয়েছিল ও। পরদিন সকালে আউটলর ঘোড়ার ওপরই তার

লাশটাকে উপুড় কোরে শুইয়ে শিপরকে ফিরে গিয়েছিল।

আজ আবার শহরে ঢুকে খেয়াল করল গত এক বছরে বিশেষ কিছুই বদলায়নি। কেবল ঘরদোরগুলো আরও পুরোনো আর জীর্ণ হয়েছে। এল সমব্রেরো সেলুন, টেক্সাস হোটেল, এস্ট্রাডার লিভারি আস্তাবল, ব্রেনেম্যানস মার্কেনটাইল স্টোর আর লঙহর্ন ক্যাফে, সব আগের মতই আছে।

কেবল একটা তফাত চোখে পড়ল। মার্শালের অফিস, আর তার সাথে জেইলহাউস। ওটা নতুন তৈরি করা হয়েছে।

মার্শাল লোকটা কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে এগোল টেড। কাঠের ফুটপাথে যারা চলাচল করছে তাদের প্রত্যেকের নজর ওর ওপর—কারণ সে স্ট্রেঞ্জার। ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করে টেক্সাস হোটেলের সামনে এসে পৌছল মার্শ। একতালা দালানটাকে চক্কর দিয়ে ঘুরে পিছনের আস্তাবলে পৌছল। ওখানে তরুণ আস্তাবলরক্ষীকে ঘোড়ার খাওয়া আর যত্ন নেয়ার ভার বুঝিয়ে দিল। তারপর স্যাডলব্যাগটা কাঁধে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকল।

মেক্সিকান ক্লার্ক বিনা বাক্যব্যয়ে রেজিস্ট্রি খাতা বাড়িয়ে দিল। কামরায় স্যাডলব্যাগ রেখে হাতমুখ ধুয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পাশের সেলুনে ঢুকল টেড।

এল সমব্রেরো সেলুনে অনেক মানুষের ভিড়। সিগার আর সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাসটা ভারি। ভিড় ঠেলে বারে জায়গা করে নিয়ে বারটেন্ডারকে ইশারায় ডাকল।

'রাই হুইস্কি।'

হাত বাড়িয়ে বোতল বের করে গ্লাসের কানা পর্যন্ত ভরে এগিয়ে

দিল এপ্রোন পরা লোকটা।

'দাম দুই বিট,' বলল সে।

বারের ওপর পয়সা রেখে গ্লাস তুলে নিল টেড। প্রশ্ন করল, 'এখানকার মার্শাল কে?'

মার্শের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু ইতস্তত করল বারটেন্ডার। তারপর বলল, 'ওর নাম ফ্র্যাঙ্ক রোমেরো। তোমার ওকে দরকার?'

'না। কৌতূহল। আচ্ছা, বলো তো, এখান থেকে আমি কোম্যাঞ্চি ওয়েল্‌সে কিভাবে পৌছব?'

রুক্ষ চেহারার বারটেন্ডারকে দেখেই বোঝা যায় লোকটা শক্ত মানুষ। লালচে চুল, আর ঘন ভুরু। কাঁধ উঁচিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে সে বলল, 'শহর ছেড়ে বেরিয়ে তোমাকে সোজা পুবে যেতে হবে। নিউ মেক্সিকোর সীমানা পেরিয়ে টেক্সাসে ঢুকে প্রথম মেইন ট্রেইল ধরে দক্ষিণে গেলে তুমি কোম্যাঞ্চি ওয়েলসে পৌছে যাবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে গ্লাস খালি করে আবার ভরে দেয়ার ইশারা করল টেড।

বিল মিটিয়ে একবারে সবটুকু মদ গলায় ঢেলে, পিছন ফিরে বারে কনুই রেখে দাঁড়াল। কামরার লোকগুলোকে দেখছে সে। এরই মধ্যে খদ্দেরের সংখ্যা আরও বেড়েছে। লোকজনের কথাবার্তায় একটানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝেমাঝে উঁচু হাসির শব্দও উঠছে।

ওখানে এতগুলো অপরিচিত লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ টেডের মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠল। ভাবছে, সাতাশ বছর বয়স হলো, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে তার বন্ধু বলতে কেউ নেই।

বেনরাই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু, এখন ওরা দুজনেই মৃত। সেসিলার কথা মনে পড়ল তার, ভাবছে, তার বরখাস্ত হওয়ার খবর পেয়ে মেয়েটার কি প্রতিক্রিয়া হবে। টেডের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল। একবারই ওকে রাগতে দেখেছে সে। তখন বেন জুনিয়র ছিল শিপরকের মার্শাল। কিন্তু সে তার বাবার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। সেসিলা ওকে ভাল মত বকে দিয়েছিল। ওর কথার তোড়ে কুঁকড়ে গেছিল বেন। শেষ পর্যন্ত বেন বাবার বেশি মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এতে খুশি হয়েছিল সেসিলা।

কিন্তু ওটা প্রায় বছরখানেক আগের কথা। আপন মনেই মাথা নাড়ল টেড। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারের দিকে ফিরে আরও একটা ড্রিঙ্ক কিনে গলায় ঢালল। গলা জ্বালিয়ে পেটে গিয়ে একটা গরম অনুভূতি জাগাল।

তিন গ্লাস হুইস্কি খাওয়ার পর মার্শের একটু যেন নেশা হয়েছে। এখন শিপরকের কাজটা হারানোর ব্যথা ওর ভিতরটাকে কুরেকুরে খাচ্ছে। নিজেকে সে যতই প্রবোধ দিক না কেন আসলে মার্শালের কাজটাই ছিল তার সব। নিজের জীবন বাঁচাতে দুজন আউটলকে হত্যা করে চাকরি হারানো তার কাছে নেহাত অন্যায় অবিচার বলেই মনে হয়।

দ্রুত কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে বাস্তবে ফিরে এল টেড। এখন সে আর লম্যান নয়। সে একজন ভাড়াটে গানম্যান—বাউন্টি হান্টারের কাজ নিয়েছে।

বারটেন্ডারকে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের এখানে কিছু খাবার পাওয়া যাবে?'

একটা গ্লাস মুছতে-মুছতে টেডের দিকে চেয়ে বিশাল লোকটা বলল, 'আমাদের শহরে একটা সুন্দর ক্যাফে আছে...ভাল খাবার, আর দামেও এখানকার চেয়ে সস্তা।'

'এখন ফিটফাট হয়ে কোন ক্যাফেতে যাওয়ার সময় আমার নেই।'

কাঁধ উঁচিয়ে অল্প একটু হেসে সে বলল, 'তাহলে আমিই নাহয় তোমাকে স্টেক, আলু, বীনস আর রুটি এনে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার কাছে বিল মেটাবার মত পয়সা আছে তো?'

'তা আছে,' বলে হাসল টেড। 'নিয়ে এসো!'

হুইস্কির বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল সে। বার ছেড়ে যাওয়ার আগে বারটেন্ডারকে জানাল পুরো বিল সে একবারেই খাওয়ার শেষে শোধ করবে।

আরও দু'গ্লাস হুইস্কি খাওয়ার পর জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল টেড। কল্পনায় সেসিলার কাছে চলে গেল সে। একটা ঝর্নার ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে মেয়েটা। টেড ওর কোলে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেসিলা। নিচু মৃদু স্বরে কথা বলছে ওরা।

'টেড...?' মেয়েটার কোমল স্বর যেন মধু ঝরাল ওর কানে।

'বলো?' চোখ বুজেই জবাব দিল টেড।

'আর কতদিন তুমি কথাটা আমার কাছে গোপন রাখবে?'

উঠে বসে সেসিলার দিকে তাকাল টেড। 'গোপন রাখব? এ তুমি কি বলছ, সেসিলা? তোমার কাছে গোপন করার মত আমার কিছুই নেই—কোনদিন থাকবেও না।'

'কিন্তু আমি জানি আছে।'

হাসল টেড। 'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই বলো তোমার কাছে আমি কি গোপন করেছি!'

মেয়েটা লজ্জায় একটু লাল হলো। 'আমি· ·আমি বলতে পারব না। মেয়েদের ওসব বলতে নেই।'

'তুমি ছল করছ। অর্ধেক কথা বলে বাকিটা গোপন রাখতে চাইছ!'

'মোটেও তা নয়। আমি ছল করছি না।'

'তাহলে বলো, গোপন কি কথা আছে আমার?'

গম্ভীর হলো ওর চেহারা। নরম দুটো হাতে টেডের মাথা চেপে ধরে সে বলল, 'তুমি আমার কাছে গোপন রেখেছ যে তুমি আমাকে ভালবাস। কি, ঠিক বলিনি?'

কয়েক সেকেণ্ড টেডের মুখ থেকে কথা সরল না। চোখ নামিয়ে নিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বাসিই তো—তোমাকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসি। কিন্তু তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তাই এতদিন কথাটা জানাতে পারিনি।'

'আমি বুঝি, টেড। কিন্তু বেন মরে গেছে, তার বাবাও আর নেই—কেবল রয়েছি আমরা। শুধু তুমি আর আমি।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কেবল তুমি আর আমি।'

'ওহ, টেড!' ওকে জড়িয়ে ধরল সেসিলা।

'এই যে, তোমার খাবার নাও!' বারটেন্ডারের ডাকে টেডের সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল। বাস্তবে ফিরে এল সে।

অনেক খাবার এনেছে লোকটা। একটা বড় প্লেটে মোটা, আর রসাল স্টেক, আলু, মাখন আর গ্রীন বীনস। একটা ছোট প্লেটে লেটুস আর টমেটো সালাদও রয়েছে।

'ধন্যবাদ,' বলে দাঁত বের করে হাসল টেড। 'দেখেই বুঝতে পারছি খাওয়াটা দারুণ জমবে!' সত্যিই খুশি হয়েছে সে। সেই ভোর থেকে নিয়ে আজ সারাটা দিন তার পেটে কিছুই পড়েনি। হুইস্কি তার খিদেটাকে আরও চাঙা করেছে।

'বোতল সহ তোমার বিল পাঁচ ডলার হয়েছে,' জানাল বারটেন্ডার।

বিল মিটিয়ে খাওয়ায় মন দিল টেড। ওর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়ে সেলুনের মেক্সিকান একটা মেয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল।

'কোমস্তা, সেনিওর।' মিষ্টি চেহারার মেয়েটা চমৎকার সাদা দুপাটি দাঁত বের করে হাসল।

'কোমস্তা, সেনিওরিনা!' হেসে জবাব দিল টেড।

'তোমার সঙ্গিনী চাই?'

'নিশ্চয়! একা একা মদ খাওয়া ঠিক জমে না।' বারটেন্ডারকে ডেকে আরও একটা গ্লাস দিতে বলল টেড। খাওয়া শেষ হয়েছে দেখে গ্লাস দিয়ে খালি প্লেটগুলো নিয়ে গেল বারটেন্ডার।

টেডের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল মেয়েটা। বোতল থেকে মেয়েটার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে নিজেও কিছুটা নিল। কথায়-কথায় সে জানল মেয়েটার নাম মারিয়া। এক বছর আগে সে যখন আউটলর খোঁজে প্রথমবার এসপানিওলায় এসেছিল তখনই মেয়েটা ওকে দেখেছে।

আরও আধঘণ্টা এটা-সেটা আলাপ করার পর বোতলের বাকি মদ মারিয়ার জন্যে রেখে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল টেড। হোটেলে ফিরে ওকে বিশ্রাম নিতে হবে।

'দাঁড়াও, মার্শাল মার্শ!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ দিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল শক্ত গড়নের একটা লোক।

ষোলো

থমকে দাঁড়াল টেড। লোকটার দিকে তাকিয়ে ওকে চেনার চেষ্টা করছে। মাঝারি গড়নের একটা শক্ত মানুষ। কুচকুচে কালো চুল, পুরু গোঁফ আর গাল ভরা দাড়ি। ছোটছোট বোতামের মত চোখ দুটো সরু কোরে ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটা। বিদ্বেষে ঠোঁট দুটো উলটে হলুদ দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। একটু কুঁজো হয়ে পিস্তলবাজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে সে। কাঁধ দুটো সামনে ঝুঁকে এসেছে—যেন মোকাবিলার জন্যে তৈরি।

'হয়তো তুমি শোনোনি,' শান্ত স্বরে বলল টেড, 'এখন আর আমি মার্শাল নই।'

'কথাটা আমার কানেও এসেছে,' বলল দাড়িওয়ালা। কিন্তু তুমি মার্শাল ছিলে, সেটাই যথেষ্ট। আমি এখানে বসে তোমাকে লক্ষ করছিলাম, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। উঠে দাঁড়াবার পর চিনলাম তুমিই সেই লোক!'

টেড এখনও মনে করার চেষ্টা করছে লোকটা কে হতে পারে। সেলুনের খদ্দেররা যে যা করছিল থামিয়ে ওদের দুজনকে দেখছে।

দূর থেকে ভঙ্গুর কাঁচের কিছু পড়ে ভাঙার আওয়াজ হলো—সম্ভবত একটা গ্লাস।

'কি ব্যাপার, মার্শাল? আমাকে চিনতে পারছ না?'

মাথা নাড়ল টেড। হয়তো অতীতে তার সাথে কোনসময়ে দেখা হয়েছে। লোকটার উদ্ধত চালচলনে মনে হচ্ছে সে একজন আউটল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, বন্ধু। তোমাকে চিনতে পারছি না।'

'আমাকে চেনা তোমার উচিত!' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। 'আমি ড্যানি হল্। বছরখানেক আগে তুমি আমার পার্টনারকে খুন করেছ। আর আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলে।'

নামটা শুনে টেডের মনে পড়ল। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। ডাকাত দুজন ব্যাঙ্ক লুট করে নিজেদের ঘোড়ার দিকে ছুটে যাওয়ার সময়ে বাধা দিয়েছিল ও। ওকে আসতে দেখে দুজনই গুলি ছুঁড়েছিল। পালটা গুলিতে ড্যানি আহত হয়েছিল, আর ওর সঙ্গী মারা পড়ে।

সতর্ক হলো মার্শ। বেকায়দা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে তৈরি থাকল। মুখে বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কিন্তু··· তোমাকে আমি জেলে পাঠাইনি, পাঠিয়েছিল জাজ। সে তোমাকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছিল না?'

কুৎসিত একটা হাসি দিল হল্। 'আমাকে পাঁচ বছর আটকে রাখার মত জেল নিউ মেক্সিকোতে নেই!'

'তাহলে তুমি জেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছ?'

'এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় আছে? এই এলাকাতেই আমি বড় হয়েছি, মার্শাল!'

শক্ত লোকটার চোখে প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প দেখতে পাচ্ছে মার্শ। প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রায় একই ঘটনা ঘটে। জেল থেকে ছাড়া পেলেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে খুন করার চেষ্টা করে।

ড্যানির চোখ টেডের কোমরে গোঁজা পিস্তলটার ওপর। এসপানিওলায় পৌঁছে খাপসহ গানবেল্ট আর পিস্তল কেনার ইচ্ছা ছিল ওর, কিন্তু এখনও তার সেই সুযোগ হয়নি।

'দেখছি পিস্তলটা তুমি হাতের কাছেই রাখতে শুরু করেছ,' একটু হেসে বলল হল্, 'কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তোমার ওপর কোন আক্রোশ আমি পুষে রাখিনি।'

কঠিন এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মার্শের ঠোঁটে। অনেক আগেই সে বুঝতে শিখেছে যে একজন আউটলর মুখের কথা আর কাজে অনেক তফাত।

'আক্রোশ পুষে রাখলেও সেটা আমার জন্যে নতুন কিছু হবে না, ড্যানি,' শান্ত স্বরে বলল টেড।

'তোমার ওপর রাগ আছে বলিনি, রাগ নেই তাও বলছি না,' উদ্ধত সুরে বলল সে। 'আক্রোশ থাকাই উচিত—তুমি আমাকে জেলে পাঠিয়েছ, পার্টনারকে মেরেছ, তোমার জন্যেই বৌকে হারিয়েছি আমি—এতসবের বদলে তোমারও নিশ্চয় কিছু পাওনা হয়েছে।'

মার্শ আর হলকে ঘিরে লোকজনের ভিড় আরও বেড়েছে। যারা দূরে ছিল তারাও জটলা দেখে কি হচ্ছে দেখার জন্যে এগিয়ে এল।

ড্যানির শেষ কথাটার কোন জবাব দিল না টেড। ঘৃণা ভরা চেহারায় চারপাশে লোকজনের ওপর চোখ বোলাল আউটল।

'তোমরা সবাই শোনো,' চিৎকার কোরে দর্শকদের উদ্দেশে

বলল সে, 'এই লম্যান—অবশ্য ওকে এক্স-লম্যানই বলা উচিত—এই লোক নিজেকে খোদার ডান হাত বলেই মনে করে। এবং নিজের ইচ্ছা মত খুন করে!'

দর্শকদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। জটলার ভিতর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'একটা হারামজাদা!' পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে দেখে বারটেন্ডার একটা চেয়ারের ওপর উঠে চেঁচাল, 'তোমরা সবাই শুনে রাখো! সেলুনের ভিতর কোন গোলমাল আমি চাই না! বুঝেছ?'

বিশাল বারটেন্ডারের হুমকি কানেই তুলল না হল্। সে বলে চলল, 'আমার পার্টনারের বৌ আর তিনটে বাচ্চা ছিল, মার্শাল। ওদের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানতে চাও? ওরা সবাই না খেতে পেয়ে মারা গেছে। হ্যাঁ, চারজনই একে একে মরেছে। তুমি আমার যা করেছ, আর আমার পার্টনারের পরিবারকে যেভাবে ধ্বংস করেছ, তাতে আমার কাছে তোমার অনেক পাওনা হয়েছে!'

'ড্যানি, তুমি এর জন্যে মার্শালকে দায়ী করতে পারো না,' প্রতিবাদ জানাল বারে দাঁড়ানো ভদ্র পোশাক পরা একজন। 'এর জন্যে যদি কেউ দায়ী হয় তবে তোমার পার্টনারের প্রতিবেশীরাই দায়ী। ব্লেকের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার জন্যে কেউ কিছুই করেনি। তাই দোষ দিতে হলে প্রতিবেশীদের দাও, মার্শালকে নয়!'

জ্বলন্ত চোখে বারে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চাইল হল্। 'তোমাকে এর ভিতর নাক গলাতে কেউ ডাকেনি, মিস্টার! তুমি চুপ থাকো!'

ধমক খেয়ে লোকটা চুপ হয়ে গেল। বুঝতে পারছে মার্শালের

পক্ষ নিয়ে আরও কথা বলতে গেলে তার গোলাগুলির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

লম্বা সোনালী চুলওয়ালা একজন বলে উঠল, 'আমার মনে হয় ব্লেক মারা না গেলেও ওর পরিবার না খেয়েই মরত। কারণ, বেঁচে থাকলে ওকেও তোমার সাথে জেলে যেতে হত'।'

দ্বিতীয় লোকটার দিকেও জ্বলন্ত চোখে তাকাল হল্, কিন্তু ওর কথার জবাব দিল না। ওর কঠিন দৃষ্টি মার্শের ওপর ফিরে এল। 'তুমি একজন খুনে মার্শাল ছাড়া আর কিছুই নও। একটা টিন স্টারের পিছনে থেকে তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও!'

মার্শের ভিতরটা রাগে গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু বাইরেটা শান্ত রাখল সে। ওর চোখ দুটো সরু হয়ে উঠেছে। 'আমার কাজের জন্যে তোমাকে বা আর কাউকে আমি কৈফিয়ত দিতে যাব না, হল্! বুঝলে?'

'তাই বটে!' খেপে উঠল দাড়িওয়ালা। 'তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ব্লেককে গুলি করে হত্যা করেছ—এটা খুন!'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল টেড। তার বাহ্যিক শান্ত ভাবটা বিদায় নিয়েছে। 'আমাকে মারতে চেষ্টা না করলে আমি কাউকে হত্যা করি না। তোমার বন্ধু ব্লেক সেই চেষ্টাই করেছিল।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' বিদ্রূপ করল হল্। 'তোমাদের কেতাদুরস্ত উকিলরা বলেছিল তুমি আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছিলে। কিন্তু আসল ঘটনা আমি জানি। ব্লেক পিস্তল বের করে তোমার দিকে তাক করার আগেই তুমি ওকে গুলি করেছিলে!'

'বলতে চাও কেউ আমাকে গুলি করতে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে বসে থাকব আমি? তুমি যা খুশি বলো, তাতে আমার কিছু আসে-

যায় না,' ধমকে উঠল টেড।

'তবু তুমি একজন জঘন্য প্রকৃতির খুনী!' থুতু ফেলল হল্।

সেলুনে অদ্ভুত একটা নীরবতা নেমে এসেছে। চাপা একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে কামরায়। ধীরে হাত নিচে নামাল টেড। কোমরের দু'পাশে ওর হাত ঝুলছে। হলের পা দুটো ছড়ানো, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে—ওরও হাত নিচে নেমেছে। সমর্থন পাওয়ার আশাতেই যেন দর্শকদের দিকে আড়চোখে চাইল সে। লোকগুলো এখন সাবধানে গুলির লাইন থেকে সরে দাঁড়াল। ড্যানির কপালটা ঘামে চকচক করছে।

'এইবার, এক্স-মার্শাল, আমি তোমাকে...' হঠাৎ থেমে গেল সে।

ভিড় ঠেলে মার্শালের স্টার পরা পাতলা গড়নের একটা মানুষ এগিয়ে এল।

'অনেক হয়েছে, ড্যানি। আমার শহরে ওই ধরনের কথাবার্তা আমি সহ্য করব না!' তীক্ষ্ণ স্বরে ঘোষণা করল এসপানিওলার মার্শাল।

সতেরো

'এখানে এসব কি হচ্ছে?' জানতে চাইল মার্শাল রোমেরো। লোকটার পরনে নীল জীনস আর উজ্জ্বল লাল রঙের সিল্ক শার্ট। মাথার কালো হ্যাটে সাপের চামড়ার একটা ব্যান্ড। পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া নোংরা বুট। দুটো পিস্তল ঝুলছে ওর পাতলা কোমরে। পাতলা কঠোর চেহারায় ভাসাভাসা চোখে ঘুমঘুম একটা ভাব। ওর প্রতি লোকজনের সম্মান দেখে বোঝা যায় কোন রকম হাবিজাবি সে সহ্য করে না।

রোমেরোর দৃষ্টির সামনে ড্যানির বিদ্বেষে ভরা কঠিন চেহারাটা নরম হলো।

'আমি পুরোনো এক বন্ধুর দেখা পেয়েছি, ফ্র্যাঙ্ক.' হেসে বলল সে। 'ওর সাথে পুরোনো দিনের আলাপ করছিলাম—আর কিছু নয়।'

রোমেরো একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হল্‌কে দেখে মার্শের দিকে চোখ ফেরাল। সন্দিগ্ধ ভাবে ভুরু কুঁচকাল সে। তারপর আবার কঠিন দৃষ্টিতে ড্যানির দিকে তাকাল।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি যা বলছ সেটা ঠিক সত্যি কথা নয়,' বলল সে। 'যেকোন বোকাও বুঝবে এখানে আরও কিছু ঘটছিল। আমি বোকা নই। বুঝেছ?' একটু থেমে দর্শকদের ওপর চোখ বোলাল রোমেরো। আশা করছে ওদের কেউ মুখ খুলবে—কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করল না। কেউই সাক্ষী হয়ে নিজেকে এই ব্যাপারে জড়াতে চাইছে না। ব্যাপারটা মার্শও খেয়াল করল।

এই ধরনের ঘটনা মার্শাল হিসেবে টেড বহুবার দেখেছে। ইচ্ছে করলেই দর্শকরা মুখ খুলে লম্যানের কাজ অনেক সহজ করে তুলতে পারে, কিন্তু সহজে কেউ তা করে না—বোবা হয়ে থাকে। এর কারণটা বোঝা খুব সহজ। কেউ মুখ খুললে অপরাধী তাকে চিনে রাখে, পরে সুযোগ বুঝে শোধ নেয়। তাই সেধে কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

'আমি তোমাকে যা বলেছি তারচেয়ে বেশি কিছুই ঘটেনি, ফ্র্যাঙ্ক। ওটাই সত্যি। এভাবে আমার ওপর চড়াও হবার কোন অধিকার তোমার...'

'তোমাকে যা বলেছি সেটা মনে রেখো!' ধমকে ওকে থামিয়ে দিল রোমেরো। 'তুমি কোন ঝামেলা বাধালে তোমাকে শহর থেকে বের করে দিতে আমার মোটেও সময় লাগবে না। আসলে তোমাকে শহর থেকে তাড়াতে পারলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু বর্তমানে তা পারছি না, কারণ তুমি এখনও কিছু করনি। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি...'

'বাড়াবাড়ি কোর না, মার্শাল! আমি অন্যায় কিছু...'

'ভামোনস্! প্রন্তো!' রাগে মেক্সিকান মার্শালের মুখ থেকে মাতৃভাষা বেরিয়ে এল। 'সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে যাও! এক্ষুণি!'

অবাধ্য দৃষ্টিতে মার্শালের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল সে। তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে দরজার

দিকে এগোল। দরজার কাছে মুহূর্তের জন্যে থেমে পিছন ফিরে টেডের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

'এবার বলো, মিস্টার মার্শ, তুমি এই শহরে কেন এসেছ?' শান্ত ভদ্র স্বরে প্রশ্ন করল এসপানিওলার মার্শাল।

'টেক্সাস যাওয়ার পথে রাত কাটাবার জন্যে থেমেছি। এতে দোষের কিছু আছে?'

ধূর্ত একটা হাসি খেলে গেল রোমেরোর ঠোঁটে। 'নিশ্চয় না, মিস্টার মার্শ! আজকের রাতটা বিশ্রাম করো, কিন্তু প্ল্যান মত কাল সকালেই তুমি আমার শহর ছেড়ে চলে গেলেই খুশি হব।'

শুষ্কভাবে একটু হাসল টেড। 'তোমার কথার ধাঁচটা ঠিক অতিথিপরায়ণ হলো না, মার্শাল। সেটা কি...'

'হ্যাঁ, তুমি শিপরক থেকে মার্শালের পদ...'

'ওঃ...হ্যাঁ। ঠিক।'

'মার্শ, অপরাধ নিয়ো না, কিন্তু আমি শুনেছি শিপরকের ওরা তোমাকে আর রাখতে চায়নি। তাই আমিও চাই না তুমি এসপানিওলায় বেশিদিন থাকো। আমি চাই শহরের কেউ নিজেকে ফাস্ট প্রমাণ করতে তোমার বিরুদ্ধে পিস্তল লড়াইয়ে নামার আগেই তুমি শহর ছাড়ো। এই শহর শূটিঙ গ্যালারিতে পরিণত হোক তা আমি চাই না, কম্প্রেন্দে?'

মার্শের মেজাজটা আবার গরম হয়ে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে ওকে নিয়ে বর্তমানে যেসব গুজব ছড়াচ্ছে, তার কিছুটা রোমেরোর কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু নিজেও লম্যান হয়ে এসব ওর বোঝা উচিত ছিল। সাধারণত আউটলররাই এসব গুজব ছড়ায়। তারা অভিযোগ করে তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়েছে

যাহোক, ওসবে এখন আর তার কিছু আসে যায় না।

'বুঝলাম,' শান্ত স্বরে বলল টেড।

ড্যানির প্রস্থানের পর ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছিল, কিন্তু কৌতূহলী শ্রোতার দল এখন মার্শ আর রোমেরোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে কি কথা হয় সব শুনতে হবে। একটা কথাও যেন মিস না হয় সেজন্যে সবাই কান পেতে রয়েছে।

'তুমি কি লম্যান হয়ে টেক্সাসে যাচ্ছ, মিস্টার মার্শ?' রোমেরো প্রশ্ন করল।

'আমি কোথায় কি করি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও!'

ভিড়ের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মার্শাল! এমন উদ্ধত কথাবার্তা তুমি সহ্য কোর না! ওকে বুঝিয়ে দাও তুমিই এখানকার ল।'

'হ্যাঁ!' দূরে থেকে আরেকজনের গলা শোনা গেল। 'অন্তত তুমি ওর মত বিনা কারণে পিস্তল চালাও না!'

একটু বাঁকা হাসি ফুটল রোমেরোর ঠোঁটে। 'মনে হচ্ছে পাবলিক সাপোর্ট আমার পক্ষে।'

'নিশ্চিন্ত হয়ো না, মার্শাল,' বিদ্রূপের সুরে বলল মার্শ। 'ওরাই হয়তো একদিন তোমার বিরুদ্ধে বলবে!'

'হয়তো।'

'যাক, এবার আমি প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নেব।'

'আগামীকাল ভোরেই তুমি শহর ছাড়ছ তো?'

'অবশ্যই। এখানে অযথা নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

বুয়েনস্ নচেস্, মার্শাল।'

'বুয়েনস্ নচেস্, সেনিওর।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে এল টেড। স্টোর থেকে কোল্ট .৪৫-এর সাথে খাপসহ গানবেল্ট আর একটা উইনচেস্টার রাইফেল কিনে হোটেলে ফিরে এল। ওগুলোর জন্যে যথেষ্ট কার্তুজও কিনেছে।

টেক্সাস হোটেলে নিজের কামরায় ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আঠারো

কথা মত ভোরবেলাই রোনের পিঠে জিন চাপিয়ে টেক্সাসের পথে রওনা হয়ে গেল মার্শ। রাতে চমৎকার ঘুম হয়েছে। গতদিনের ক্লান্তি কেটে গিয়ে এখন সে পুরোপুরি চাঙা বোধ করছে। বিশ্রামটা খুব কাজে এসেছে।

পথ চলতে চলতে ডোবি বেইটসের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এসপানিওলায় লোকটার কোন চিহ্নই সে দেখতে পায়নি। গতকাল দক্ষিণে বাঁক নিয়ে সরে আসাতেই সম্ভবত ডোবি তার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে।

সমস্যাটার এত সহজ আর সুন্দর সমাধান হওয়ায় মনে মনে খুশি হলো টেড। কিন্তু পরক্ষণেই একটা চিন্তা ওকে বিচলিত করে

তুলল। ভাবছে, ডোবি এসপানিওলা শহরে লোকজনের সামনে ওর মোকাবিলা না করে টেক্সাসের পথে কিছুটা এগিয়ে তাকে অ্যামবুশ করার মতলব করেনি তো? অসম্ভব কিছুই না, বরং এটাই স্বাভাবিক। শহরে কাউকে হত্যা করলে মার্শাল তাকে বিচার না হওয়া পর্যন্ত জেলে ভরে রাখবে। তাই ডোবির পক্ষে ওকে নির্জন জায়গায় অ্যামবুশ করে মেরে সম্মে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাধারণত কেউ যেচে টেডের সাথে লড়তে এলে এড়িয়ে যাওয়াটা ওর স্বভাব নয়। কিন্তু এখন সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তবে কি মার্শালের পদ হারানো, আর পরবর্তীতে ওর প্রতি কিছু লোকের ঘৃণা প্রদর্শনে ওর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে?

নিজের মনেই মাথা নাড়ল টেড। তা হতেই পারে না, কারণ এসবে তার কিছু আসে যায় না। এবং চাকরির খাতিরে ও যতটা করা প্রয়োজন মনে করেছে, তাই করেছে।

ভাবনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ডান হাতে খাপের কোল্টটাকে একটু তুলে আলগা করে দেখল। গানবেল্ট আর খাপ, দুটোই পুরোনো, তাই নতুন পিস্তলটা মসৃণভাবেই হাতে উঠে আসছে। গতকাল ভোর থেকে এখন পর্যন্ত ভাগ্য তার পক্ষেই আছে। বাকি দিনটাও এইভাবে কাটলেই ও খুশি।

জিনের ওপর নড়েচড়ে বসে ঘোড়াটাকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিল মার্শ। ভোরের চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাসে পথ চলতে খুব ভাল লাগছে। পুবের আকাশে সূর্য ওঠার পরেও কিছুটা লালের আভাস রয়েছে। শিশিরে ভেজা ঘাস ভোরের কোমল আলোয় চিকচিক করছে।

ছোট ছোট রবার জে পাখি ঝোপঝাড়ের ভিতর খেলছে।

ট্রেইল থেকে কিছুটা দূরে খুঁটির ওপর বসে থেকে থেকে ডেকে উঠছে একটা মেঠো লার্ক। ফোঁস্ কোরে শ্বাস ফেলল টেড। টেক্সাস পর্যন্ত পুরোটা পথ এমন হলে ভাল হত। কিন্তু জানে তা হবার নয়। সামনে অনেকটা পথ তাকে ডেভিল্স্ কিচেনের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে চলতে হবে। এই এলাকা সম্পর্কে এটুকু সে জানে। কিন্তু টেক্সাসে ঢুকে দক্ষিণে কোম্যাঞ্চি ওয়েল্স্ পর্যন্ত পথ তার অপরিচিত।

হঠাৎ কেন যেন টেডের মনে খটকা লাগল। কিছুই দেখেনি বা শোনেনি, তবু ওর মনে হচ্ছে সামনে বিপদ আছে। সতর্ক হলো সে, কিন্তু ভাবটা বাইরে প্রকাশ করল না। আগের মতই ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে সহজ গতিতেই এগিয়ে চলল। কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ আড়চোখের দৃষ্টি পুরো এলাকা চষে বেড়াচ্ছে। প্রতিটা ঝোপ, অ্যাপাচি প্লিউম, মেসকিট আর সিডারের আড়ালগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। ট্রেইলের পাশে যেসব বড় পাথরের পিছনে একটা মানুষের পক্ষে লুকানো সম্ভব, সেগুলোর ওপরও নজর রাখছে।

ডান দিকের ঝোপগুলোর মাঝে ফাঁকা একটা গলির মত জায়গায় হঠাৎ একটু নড়াচড়ার আভাস ওর চোখে পড়ল। পরক্ষণেই ড্যানি হল্ বেরিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

টেডের মুখ থেকে তেতো একটা গালি বেরোল। তার বোঝা উচিত ছিল গতরাতের ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হতে দেবে না হল্। ওর প্রতি টেড একটা বিরাট অন্যায় করেছে বলেই সে মনে করে। তাই প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ ড্যানি ছাড়বে না।

'দাঁড়াও, মিস্টার এক্স-মার্শাল! এখানেই তোমার যাত্রা শেষ! মরার জন্যে তৈরি হও!' চিৎকার করল কঠিন চেহারার আউটল। পা ফাঁক কোরে দাঁড়িয়েছে লোকটা। পিস্তলের বাঁটের ওপর ওর ডান

হাত। লাগাম টেনে রোনটাকে দাঁড় করাল টেড। ট্রেইলের ওপর পিছলে একটু এগিয়ে ঘোড়াটা থেমে গেল।

'হল্! পিস্তল বের করার চেষ্টা কোর না!' সাবধান করল টেড। 'অস্ত্র বের করলেই তুমি মরবে! শুনছ? ওইখানে দাঁড়িয়েই তোমার মরণ হবে!'

কোন দম্ভ প্রকাশ পেল না ওর স্বরে। কথাটা নিছক একটা সত্য উক্তির মতই শোনাল।

মুখ কুঁচকাল হল্। কিন্তু ওর কঠিন চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না। তবু কথাটা শুনে একটু ইতস্তত করল। এরই ফাঁকে ডান হাতটা কোমরের পাশে এনে তৈরি হয়েছে টেড।

'শোনো, ওসব মিথ্যে হুমকিতে কোন কাজ হবে না!' কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝট করে পিস্তল বের করল হল্।

কিন্তু পিস্তল তাক করার আগেই টেডের কোল্টটা গর্জে উঠল। গুলির ধাক্কায় টলতে-টলতে পিছিয়ে গেল লোকটা। ওর বুকের ওপর একটা লাল ছোপ দেখা দিল। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ওটা। রিফ্লেক্স অ্যাকশনেই ওর আঙুলটা ট্রিগারের ওপর চেপে বসল। গুলিটা ওরই পায়ের কাছে রোদে-পোড়া শুকনো মাটিতে ঢুকল। 'ওহ, ড্যাম!...জাহান্নামে যাও তুমি!' তিক্ত স্বরে গালি দিল ড্যানি। তারপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল ওর লাশ।

'ওই যে! ওদের গুলির আওয়াজ!'

চিৎকারটা বাম দিকে কতগুলো ঝোপের আড়াল থেকে এসেছে। মুহূর্তে বুটের গুঁতোয় ঘোড়াটাকে নিয়ে হলের লাশটার পিছনে সিডার ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল টেড।

দশ-বারো গজ যাওয়ার পর লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল।

আড়াল থেকে মৃতদেহটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কারা ওকে অনুসরণ করছে দেখার অপেক্ষায় রইল সে।

বেশিক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হলো না। অল্পক্ষণ পরেই পিস্তল হাতে দু'জন লোককে দেখতে পেল। খুব সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। ওদের চিনতে পেরে বিস্ময়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল টেডের মুখ থেকে। ওদের একজন মার্শাল রোমেরো—দ্বিতীয়জনের বয়স অনেক কম—ওর বুকের ওপর ব্যাজ দেখে টেড বুঝল, লোকটা রোমেরোর ডেপুটি। মাটিতে থুতু ফেলল রোমেরো।

'মনে হচ্ছে আমাদের গ্রিঙ্গো (Gringo—আমেরিকান) বন্ধু চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল সে। তারপর পিস্তল খাপে ভরে ড্যানির দিকে এগোল। লাশটাকে চিত করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'গুলিটা সরাসরি বুক ফুটো করে দিয়েছে। হল্ বুঝতেই পারেনি কিসের আঘাতে মরল।'

তরুণ ডেপুটিও মার্শালের পিছন-পিছন এগিয়ে এসে ঝুঁকে লাশটাকে দেখল। 'হল্ তার পিস্তল ঠিকই বের করেছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে মার্শের মত চালু ছিল না ওর হাত।'

রোমেরো তার কালো হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিল। 'আমি আগেই বুঝেছিলাম এইরকম একটা কিছু ঘটতে পারে। ভেবেছিলাম হয়তো ঠেকাতে পারব। কিন্তু আমরা দেরি করে ফেলেছি। দুঃখজনক—সময় মত পৌঁছতে পারলে হল্ কিছু করার আগেই মার্শকে আমি গেঁথে ফেলতাম। কারণ খুনে মার্শাল আমার দু'চোখের বিষ। এমন লম্যানের জন্যেই আমাদের ছোট হতে হয়।'

ডেপুটি মৃতদেহের আড়ষ্ট মুঠি থেকে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিয়ে সামনের ট্রেইলটার দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'তোমার কি ইচ্ছা,

মার্শাল? পিছনে ধাওয়া করে ওকে শেষ করতে চাও?'

'হ্যাঁ। তাই করব। আমি জানি আমার পক্ষে কাজটা মোটেও কঠিন হবে না,' জবাব দিল রোমেরো।

'লোকটা বেশিদূরে সরে যেতে পারেনি। ড্যানির লাশটা এখনও গরম আছে।'

'শয়তান গ্রিঙ্গো!' আক্ষেপ করল রোমেরো। 'ইশ, আমরা যদি একটু আগে এসে পৌঁছতে পারতাম!'

'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে ওকে ধরা যাবে না। চলো আমরা এখনই রওনা হয়ে যাই!' হলের পিস্তলটা কোমরে গুঁজে প্রস্তাব দিল ডেপুটি।

'সি,' বলল রোমেরো। বুঝতে পারছে ডেপুটির মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। লোকটা ওকে বড়াই করে চ্যালেঞ্জ করতে শুনেছে। স্বভাবতই ও আশা করছে তার বস্ নিজের কথামত কাজ করবে। 'তুমি ঠিকই বলেছ, জিম। বেশিদূর যেতে পারেনি সে। জলদি! আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসো!'

মার্শালের নির্দেশ পালন করে ঝোপের আড়াল থেকে ঘোড়াদুটো নিয়ে এল জিম। চট কোরে ঘুরে ডেপুটির কাছ থেকে নিজের ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে জিনে উঠে বসল সে। জিমও ঘোড়ার পিঠে উঠতে দেরি করল না।

'এই মার্শ লোকটা খুব চতুর, ডেপুটি, তাই খুব সাবধান। তুমি ট্রেইলের ডান দিক দিয়ে এগোও, আমি বাম পাশে থাকছি। চোখ-কান খোলা রেখো!'

'আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না, মার্শাল, আমি সাবধান থাকব।'

ঝোপের আড়াল থেকে মার্শ ওদের এগিয়ে আসতে দেখল।

পরিস্থিতিটা জটিল হওয়া সত্ত্বেও ওর ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। চোখে কৌতুক।

'কিছুতেই ওকে তোমার পিছনে যেতে দিয়ো না, জিম,' ডেপুটিকে উপদেশ দিল রোমেরো। 'নির্লজ্জ লোকটা মানুষকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো জিম। 'মার্শ কাউকে পিছন থেকে গুলি কোরে মেরেছে বলে শুনিনি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই, নইলে লোকে ওকে ''খুনে মার্শাল'' নাম কেন দিয়েছে?'

'লোকটার হাতে কতজন খুন হয়েছে তুমি জানো, মার্শাল?'

'আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না, তবে মনে হয় কমের পক্ষে গোটা পঁচিশেক হবে।'

মনে মনে হাসল টেড। পঁচিশ! সন্দেহ নেই পঁচিশেরও অনেক বেশি আউটলকে সে পাকড়াও করেছে—কিন্তু ওর হাতে মরেছে মাত্র বারোজন। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষা করতেই সে গুলি ছুঁড়েছে।

ঘোঁৎ করে মুখ থেকে একটা শব্দ বের করল জিম। 'এখন আমি বুঝতে পারছি ওর ওপর কেন তোমার এত রাগ। এমন মানুষের স্টার পরা মোটেও উচিত নয়।'

রোমেরো আর তার ডেপুটি ঘোড়া নিয়ে খুব সাবধানে, ধীর গতিতে এগোচ্ছে। ঝোপের আড়াল থেকে টেড ওদের পার হয়ে যেতে দেখল। ওর চেহারা থেকে কৌতুকের ভাবটা উবে সেখানে বিরক্তি ফুটে উঠেছে। নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে খোলা ট্রেইলে উঠে এল টেড।

'এই! মার্শাল রোমেরো! থামো!' আদেশ করল সে।

রোমেরো আর তার ডেপুটি থেমে দাঁড়াল। ওদের দিকে এগিয়ে গেল মার্শ।

'তুমি আর ডেপুটি হাতগুলো আমার নজরের মধ্যে রাখো,' নির্দেশ দিল সে। 'আমি শুনলাম তুমি তোমার ডেপুটিকে বলছিলে আমি পিছন থেকে মানুষ মারতে দ্বিধা করি না। তোমরা কেউ চালাকি করতে গেলে সেটাই আমি প্রমাণ করতে বাধ্য হব।'

টেডের চেহারায় যেমন দ্রুত বিরক্তি ফুটে উঠেছিল তেমনি দ্রুতই সেটা কেটে আবার কৌতুক ফুটে উঠল।

'ঠিক আছে, সেনিওর মার্শ। এখন আমাদের নিয়ে তুমি কি করতে চাও?' প্রশ্ন করল রোমেরো।

'আমি চাই তোমরা দু'জনেই গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলো। তারপর তোমার ডেপুটি যে পিস্তলটা ওখানে হলের থেকে নিয়ে কোমরে গুঁজেছে সেটাও তাকে ফেলতে হবে। কাজটা খুব ধীরে করবে। হঠাৎ নড়ার কারণে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতে আমি চাই না।'

'সি, সেনিওর,' নরম সুরে বলল রোমেরো। 'তোমার কথা মতই কাজ করব। আমরা মরতে চাই না।'

'তাহলে সামনের ট্রেইলের দিকেই তাকিয়ে থাকো—এদিকে ফিরো না। বুঝেছ?'

'সি, সেনিওর!'

ডেপুটি মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল বুঝেছে। কোন কথা বলল না। দুটো গানবেল্ট আর তিনটে পিস্তল মাটিতে পড়ার পর নিজের পিস্তলটা খাপে ভরে জিনের ওপর আয়েশ করে বসল টেড।

'একটা ব্যাপার এই মুহূর্তে এখানেই পরিষ্কার করে নেয়া ভাল, মার্শাল রোমেরো। তুমি আমার সম্পর্কে তোমার ডেপুটিকে যেসব গল্প শোনাচ্ছিলে সেগুলো সব মনগড়া মিথ্যে কথা। আমি জীবনে কাউকে পিছন থেকে গুলি করে মারিনি। এখনও নতুন করে তা শুরু করতে চাই না। যেসব আউটলকে আমি গুলি করে মেরেছি তাদের সংখ্যা বারো। এবং ওদের প্রত্যেককেই আমি সামনে থেকে গুলি করেছি আত্মরক্ষার জন্যে। এটাও সত্যি, আমি এমন একটা কাজও করিনি, যা আমার বা অন্য লম্যানদের জন্যে লজ্জাকর হতে পারে।'

একটু নীরবতার পর রোমেরো বলল, 'তুমি আমাদের যা বললে, সেনিওর···তার মানে, তুমি আমাদের মারতে চাও না?'

হাসল টেড। 'তোমার ব্যাপারে আমি এখনও মনস্থির করিনি। আমি শুনেছি তুমি ডেপুটিকে বলছিলে আমার বিরুদ্ধে সামনা-সামনি লড়তে চাও। তুমি চাইলে তোমাকে আমি সেই সুযোগ দিতে পারি।'

অস্বস্তিভরে জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে বসল রোমেরো। 'সেনিয়র মার্শ···কথাটা আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি। আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলাম তোমার সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, সেসব কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আমি তোমার মোকাবিলায় মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই।'

'ঠিক আছে, এখন আমার মুখ থেকে সব জানতে পেরেছ···এখনও আমার বিরুদ্ধে লড়তে চাও?'

'মার্শাল,' জিম সাবধান করল, 'ওর কথার জালে জড়িয়ে বোকার মত কিছু করে বসো না!'

জিমের দিকে অবজ্ঞার চোখে একবার চেয়ে আবার রোমেরোর

দিকে মনোযোগ দিল টেড।

'মার্শাল, তুমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে না চাইলে আমাকে লড়তে দাও!'

বিরক্তিতে টেডের ঠোঁট পরস্পরের ওপর চেপে বসল। তরুণ ডেপুটি হিরো হয়ে নিজের জন্যে নাম কিনতে চায়। যতবার এমন ঘটে, দেখা যায় তরুণ মানুষটাই মারা পড়ে বা গুরুতর ভাবে জখম হয়। এখন আবারও তাই ঘটতে যাচ্ছে।

'চুপ করো! ডেঁপো ছোকরা!' ধমকে উঠল মার্শ। 'অকালে মরতে না চাইলে বড়দের কথার মাঝে কথা বলতে এসো না!'

ধমক খেয়ে একটা ঢোক গিলে চুপ করে রইল জিম।

'কি হলো, মার্শাল?' গতরাতের কথা মনে রেখে খোঁচা দিল টেড। 'তোমার জবাবটা কি?'

'আমি দুঃখিত, সেনিওর মার্শ। আমি···আমি না বুঝে যা বলেছি তা তুমি ভুলে যাও।'

'তোমার ডেপুটির কি হবে? আমার নামে তুমি যেসব মিথ্যে কথা বলেছ, সেও কি ওগুলো ভুলে যাবে?'

জিমের দিকে তাকাল রোমেরো। 'বাছা, তোমাকে আমি যা বলেছি সেসব ভুলে যাও। আমি সঠিক না জেনেই ওসব কথা বলেছি। সেনিওর মার্শ আমাদের সত্যি কথাই জানিয়েছে।'

কোন মন্তব্য না কোরে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ বসের দিকে চেয়ে থাকল জিম। তারপর মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'তুমি যেমন বললে তাই হবে, মার্শাল। সরি, মার্শ।'

তরুণের মাফ চাওয়াটা গ্রাহ্য করল না টেড। রোমেরোর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমিই লম্যানদের কলঙ্ক, মার্শাল।

তুমি একজন প্রাক্তন লম্যানের নামে কেবল মিথ্যাই প্রচার করোনি, তুমি যা বলেছ, সেটা অন্যজনকে খাঁটি সত্য বলে বিশ্বাস করাবার সাধ্যমত চেষ্টাও করেছ। কতদিন হলো তুমি এই কাজ করছ?'

ধীরে মাথা তুলে কপাল থেকে ঘাম মুছল রোমেরো। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, মার্শ। কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারি।'

'ঠিক আছে, মার্শাল। এবারের মত তোমাকে আমি ক্ষমা করছি। কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার নামে কোন মিথ্যে কথা বলো তাহলে তুমি যেখানেই থাকো, খুঁজে বের করে সামনা-সামনি তোমার মোকাবিলা করব আমি! কমপ্রেন্দে, সেনিওর মার্শাল?'

'সি। কমপ্রেন্দে! তোমার সম্পর্কে আমি আর কিছুই বলব না।'

'ডেপুটি জিম, তুমি শুনেছ তো আমি যা বললাম?'

মাথা ঝাঁকাল তরুণ। 'হ্যাঁ। শুনেছি।'

'ঠিক আছে, তোমরা ঘোড়ার পিঠেই আপাতত বসে থাকো। আমি রওনা হচ্ছি। সামনের বাঁকে আমি অদৃশ্য হওয়ার পর তোমরা নিচে নেমে তোমাদের অস্ত্র আর হলের লাশ তুলে নিয়ে শহরে ফিরবে। আমি যা বলেছি সেসব কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। তাহলে পরবর্তীতে যদি আমাদের কখনও দেখা হয়, তখন ঝগড়া বা লড়াই করার বদলে আমরা একসাথে বসে বন্ধুর মত ড্রিঙ্ক করতে পারব।'

রোমেরো বা তার ডেপুটি বলার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকল। পরাজিত আর লজ্জিত বোধ করছে ওরা।

টেক্সাসের পথে রওনা হয়ে গেল টেড। বাঁকের কাছে পৌঁছে পিছন ফিরে দেখল রোমেরো আর জিম তখনও ঘোড়ার পিঠেই বসে আছে। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো সে।

উনিশ

ওই দিনই বিকেলের দিকে ধুলোময় আর ক্লান্ত অবস্থায় কোম্যাঞ্চি ওয়েলসে পৌঁছল মার্শ। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে স্ট্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে হিচিঙ রেইলের পাশে থামাল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল না, জিনের ওপর স্থির বসে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল।

ছোট শহরটা ট্রেইল-ড্রাইভারদের শহর। কয়েকটা স্টোরের সামনে ঝুলানো বুলেটের গর্তে ভরা সাইনবোর্ড দেখেই তা বোঝা যায়। ওখানে অনেকগুলো সেলুন রয়েছে। কয়েকটা ঘরের জানালা আর দরজায় কতগুলো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। অশালীন দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর দেহ দেখানো জামা দেখেই ওদের ব্যবসাটা কি তা আঁচ করা যায়। কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে শহরে। একটা জেনারেল স্টোর, একটা অস্ত্রের দোকান, একটা লিভারি আস্তাবল আর একটা নাপিতের দোকান। গোসল করার জন্যে গরম পানির ব্যবস্থা রয়েছে নাপিতের দোকানে। এছাড়াও তিন-চারটে বিভিন্ন আকারের ক্যাফে আছে।

শহরটায় অযত্ন, অবহেলা আর দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। বাড়িঘর মেরামতের অভাবে জীর্ণ। এখানকার ব্যবসা পুরোপুরি মৌসুমী। কাউবয়রা শহরটার পাশদিয়ে গরু নিয়ে যাওয়ার সময়েই কেবল

ওদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল টেড। রাইডিঙে অভ্যস্ত সে, সাধারণত দিনের শেষে ওর হাড় আর পেশী প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু নিউ মেক্সিকো থেকে টেক্সাস পর্যন্ত এই লম্বা যাত্রা ওকে কিছুটা কাহিল করে ফেলেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল ব্যাগ আর রাইফেল নামিয়ে হোটেলের বারান্দা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল মার্শ। নিচু ছাদ, মলিন চেহারা। লবি থেকে একটা করিডর পিছন দিকে চলে গেছে; ওটারই দুপাশে থাকার ঘর।

বুড়ো রিসেপ্‌শনিস্ট নড্ করে একটা খাতা আর পেনসিল এগিয়ে দিল।

'এখানে সই করো,' বলে, নাম লেখার জায়গাটা দেখিয়ে দিল সে। 'কামরার ভাড়া এক ডলার।'

সই কোরে ভাড়া মিটিয়ে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিল টেড।

'দশ নম্বর কামরা,' বলল বুড়ো। 'ওটা করিডরের শেষ মাথায়। ঘোড়ার আস্তাবল হোটেলের পিছনে।'

নিজের কামরায় ঢুকে রাইফেলটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রেখে স্যাডল ব্যাগটা চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে রাখল টেড। তারপর কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ছোট উঠানে নামল। সামনেই আস্তাবল। হোটেলের বুড়োর মত চেহারার আরেকটা বুড়ো আস্তাবলের সামনে দেয়ালের সাথে চেয়ার ঠেকিয়ে বাইরে বসে আছে।

'তুমিই আস্তাবলরক্ষী, মিস্টার?' প্রশ্ন করল টেড।

দাড়িওয়ালা বুড়ো সামনের দিকে ঝুল দিয়ে নিজের পায়ে উঠে

দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক। তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

'আমার ঘোড়াটার যত্ন নিতে হবে,' হেসে বলল মার্শ। 'হোটেলের হিচ রেইলে বাঁধা বড় রোনটা আমার।'

'তুমি আসার পথে ঘোড়াটাকে দেখেছি আমি,' আইরিশ উচ্চারণে বলল বুড়ো। 'চমৎকার ঘোড়া। ওকে কি করতে হবে?'

'ভাল করে ডলে দলাই-মলাই করার পর খাওয়াতে হবে। কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থাও কোর। লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। ওকে নিতে তুমি কখন আসবে?'

'সম্ভবত সকালের আগে নয়। তবে বলা যায় না, ওকে আমার আগেও দরকার হতে পারে।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুড়োর চোখ। সে বলল, 'তুমি কোন চিন্তা কোর না, বন্ধু, রাজকীয় যত্নই সে পাবে। এতে তোমার খরচ পড়বে দেড় ডলার।'

বিল মেটাবার জন্যে মার্শ টাকা বের করতে যাচ্ছে দেখে সে আবার বলল, 'টাকাটা তুমি আমার ভাইকেই দিয়ো, সে এই হোটেলের ক্লার্ক। এখন থেকে একঘণ্টা পর তুমি যখন খুশি ওকে নিয়ে যেতে পারবে।'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল মার্শের ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ,' বলল সে।

কামরায় ফিরে টেড লক্ষ করল তার অনুপস্থিতিতে চিনামাটির জগে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দেয়া হয়েছে। পরিষ্কার দুটো তোয়ালেও ঝুলছে ওয়াশ স্ট্যান্ডের পাশে।

শার্ট খুলে কুসুম গরম পানিতে কোমর পর্যন্ত ধুয়ে ফেলল টেড।

তারপর শার্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে ওটাই আবার পরল। নতুন শার্ট কেনা হয়ে ওঠেনি ওর। তাই একই শার্ট পরতে হচ্ছে। রেক্স বিলিঙের ব্যাপারটা চুকে যাওয়ার পর বেভিন মিলারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রথমেই কিছু নতুন জামা-কাপড় কিনতে হবে।

হাত-মুখ ধোয়ার পর এখন সে অনেক চাঙা বোধ করছে। হোটেলের করিডর পেরিয়ে বাইরে রাস্তায় নামল টেড।

রোনটা এখন আর ওখানে নেই। আইরিশ আস্তাবলরক্ষী ওকে নিয়ে গেছে। ঘোড়াটা এখন সম্ভবত পরম সুখে ওট চিবাচ্ছে। টেড এমন একটা ঘোড়া পেয়েছে বলে গর্ব বোধ করে। ওটা আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে তাকে পথে বসায়নি। তাই প্রথম শ্রেণীর যত্ন ওর প্রাপ্য।

রাস্তা ধরে এগোল টেড। পড়ন্ত বিকেলে রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা খুব কম। বিষম বাড়ির সারিতে ওর চোখ জোড়া ডান্ডি সেলুন খুঁজে বের করায় ব্যস্ত। এসপানিওলার পথে ডেবিকে হারানোর পর ওর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে সে। ওর সাথে আবার দেখা হতে পারে বলে ভাবছে না। বেভিন মিলারের কাজটা শেষ হওয়ার আগে ড্যানি হলের মত আর কোন প্রতিশোধকামী লোকের সাথে দেখা হোক, এটা সে চায় না। আউটল রেক্স বিলিঙকে হত্যা করার পর ডোবি বা আর কারও মোকাবিলায় তার আপত্তি থাকবে না।

রাস্তা ধরে প্রায় অর্ধেক পথ এগোনোর পর ডান্ডি সেলুন ওর চোখে পড়ল। সরু আর ছোট একটা সেলুন, তবে দালানটা দোতালা। শহরের অন্যান্য ঘরবাড়ির মত এটাও জীর্ণ। বাদামী মোড়কের কাগজ সেঁটে জানালার ভাঙা কাঁচ মেরামত করা হয়েছে। সামনের বারান্দার একটা দিক কিছুটা ঝুলে পড়েছে।

সেলুনের দিকে এগোল মার্শ। দোতালার জানালা থেকে একটা মেয়ে ওকে ডাকল। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান জানিয়ে বারান্দায় উঠে ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে।

ভিতরটা অন্ধকার আর চুপচাপ। এটা সে আশা করেনি। ভিতরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেল। মাত্র দু'তিনটে তেলের বাতি ভিতরের অন্ধকার দূর করার বৃথা চেষ্টা করছে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে বারটা দেখতে পেল। রুক্ষ হলেও শক্ত পুরু তক্তা দিয়ে তৈরি। পিছনের দেয়ালে একটা তাক পেরেক ঠুকে লাগানো হয়েছে—ওটাই ব্যাকবারের কাজ করছে। দোতালায় ওঠার সিঁড়ির কাছে তিনজন লোক একটা টেবিলে বসে আছে। ওরা আর বারটেন্ডার ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই।

'তুমিই ক্লাইড ডোটি?' ইঙ্গিতে একটা ড্রিঙ্ক ঢালার নির্দেশ দিয়ে প্রশ্ন করল টেড।

বারটেন্ডার নড কোরে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে শুরু করল। 'আমি ডান্ডি কি না জিজ্ঞেস না করায় অবাক হলাম। প্রায় প্রত্যেক স্ট্রেঞ্জারই ভাবে আমিই ডান্ডি।'

কাঁধ উঁচাল টেড। একটা কোয়ার্টার বারের ওপর রেখে গ্লাসটা তুলে নিল। 'আমি অবাক হচ্ছি না—বাইরের সাইনবোর্ডে ওই নামই আছে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। শীঘ্রি একদিন ওটা আমার পালটানো দরকার।'

'ডান্ডি যাওয়ার কতদিন হলো?' প্রশ্ন করে আড়চোখে টেবিলে বসা লোকগুলোর দিকে তাকাল টেড। জানালায় দেখা মেয়েটার সাথে আরও একটা মেয়েকে সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল—নিচে

নামছে ওরা।

'তা প্রায় দু'বছর হলো। তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকলে, সেটা কি কেবল আলাপ জমাবার জন্যে, নাকি আর কোন উদ্দেশ্য আছে?'

'আমি রেক্স বিলিঙকে খুঁজছি,' শান্ত স্বরে বলল টেড। তারপর বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে টেবিলে বসা তিনজনকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'ওদের একজন?'

রেক্স বিলিঙের কথায় সচেতন হলো ডোটি। টেডকে কয়েক সেকেণ্ড খুঁটিয়ে দেখে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে। 'না, সে এখানে নেই।'

'আমি শুনেছি লোকটা কোথায় আছে সেই খবর তোমার কাছে পাওয়া যাবে।'

ডোটিকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে এখন। সে বলল, 'হ্যাঁ। খবরটা আমি দিতে পারব। কিন্তু এতে আমার কিছু সময় লাগবে। জিজ্ঞাসাবাদ না করে সঠিক বলা যাবে না। তুমি কি হোটেলেই উঠেছ?'

ড্রিঙ্কটা শেষ করল টেড। 'হ্যাঁ। ওখানে আমি একটা কামরা ভাড়া নিয়েছি। দশ নম্বর কামরায় তুমি আমাকে পাবে।'

'ঠিক আছে, রেক্স কোথায় আছে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর পাঠাব।'

বিদায় নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল টেড। সূর্যটা ডুবে গেছে। রাত ঘনিয়ে আসতে আর বেশি বাকি নেই। স্টোরগুলোতে এখনও বাতি জ্বালানো হয়নি। এখন গরমের ভাব কিছুটা কম। রাস্তায় লোকজনের চলাচল বেড়েছে। কোম্যাঞ্চি ওয়েলসে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা খুব কম। কারণ কোন ট্রেইল টাউন সংসার পেতে

বসবাস করার উপযোগী নয়।

আরও একটু সামনে 'রামুডা ক্যাফে—হোম কুকিঙ' সাইনটা দেখা যাচ্ছে। এখানকার ক্যাফেগুলোয় দামের দিক থেকে বিশেষ তফাত হবে না বুঝে রামুডাতেই সাপার খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল টেড। তাছাড়া ওখান থেকে হোটেলে ফেরার পথেই পড়বে ডান্ডি সেলুন। খাওয়া সেরে হোটেলে যাওয়ার পথে ওখানে একটা ঢুঁ মেরে জিজ্ঞেস করা যাবে কোন খবর আছে কি না।

পেট পুরে তৃপ্তির সাথে খেলো মার্শ। খাবারটা বেশ ভাল—পরিমাণেও অনেক। ওখানেই বসে তিন কাপ কফি শেষ করে বিল মিটিয়ে আবার রাস্তায় নামল সে। এরই মধ্যে রাত নেমেছে, রাস্তাটা অন্ধকার।

ক্যাফে থেকে কেনা চুরুটটা আয়েশ কোরে টানতে-টানতে ডান্ডি সেলুনে পৌঁছল সে। ভিতরে ঢুকে একটা মেয়ের কাছে জানতে পারল ডোটি বিশেষ একটা কাজে বাইরে গেছে। কথাটা জানিয়ে একই শ্বাসে তাকে দোতালায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল মেয়েটা। হেসে প্রত্যাখ্যান করল টেড। 'ডোটি ফিরলে ওকে জানিয়ো আমি পরে আবার আসব,' বলে, সেলুন থেকে বেরিয়ে হোটেলের পথ ধরল।

নাপিতের দোকানের কাছাকাছি পৌঁছতেই অন্ধকার গলি থেকে একটা লোক বেরিয়ে ওকে থামাল।

'তুমিই কি রেক্স বিলিঙকে খুঁজছ?'

অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পেয়ে নিজের অজান্তেই মার্শের হাত ঝট করে তার পিস্তলের ওপর পড়েছিল। ভুল বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল সে।

'হ্যাঁ, আমিই ওকে খুঁজছি। ডোটি তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলে একটু পিছিয়ে গেল লোকটা, কারণ ওর চেহারাটা দেখার জন্যে ছাই ঝেড়ে চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়েছে টেড।

সামনের লোকটার সরু তীক্ষ্ণ চেহারা। লালচে-বাদামী চুল, আর গলায় সিল্কের একটা লাল রুমাল পেঁচানো।

'রেক্স বিলিঙ,' শান্ত স্বরে বলল টেড, 'লোকটা কোথায় আছে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল তরুণ। 'শহর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে একটা পুরোনো চালা বাড়িতে আছে। তুমি সহজেই ওটা খুঁজে পাবে—একটা বড় চায়নাবেরি গাছ আছে ওটার পাশে।'

'সে একাই আছে? ওর সাথে আর কেউ নেই?'

'আমার বিশ্বাস সে একাই আছে। যাহোক, ডোটি বলল ওর দেখা পেতে হলে আজ রাতেই তোমার ওকে ধরতে হবে, কারণ আগামীকালই ওই চালাঘর ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে।'

বিশ

'বুঝলাম,' বলে নিজের হোটেলের দিকে তাকাল টেড। আজ সে ক্লান্ত। এই অবস্থায় রেক্সের মত নামজাদা পিস্তলবাজের মোকাবিলা করার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু লোকটা যদি কাল আর কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করে থাকে, তাহলে আজ রাতেই তার ওই আউটলর মুখোমুখি হওয়া দরকার। কারণ, একবার কোম্যাঞ্চি ওয়েল্‌স্ থেকে একবার বেরিয়ে গেলে ওকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। কিন্তু হোটেলের বিছানা, একটা ভাল ঘুম—

'তুমি ঠিক জানো সে কালকেই চলে যাওয়ার প্ল্যান করেছে?'

কোন জবাব এল না। ঘুরে তাকাল টেড। চলে গেছে। নিঃশব্দে একটু হেসে চিবুক চুলকাল সে। কোম্যাঞ্চি ওয়েলসের সবাই যে রেক্সকে সমীহ করে চলে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ক্লাইড ডোটির মেসেঞ্জার ওকে খবরটা পৌঁছে দিয়ে আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি—সরে পড়েছে। তার যে এই ব্যাপারের সাথে কোন সম্পর্ক আছে, তা কাউকে জানতে দিতে চায়নি।

নাপিতের দোকানের কোনায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল টেড। চুরুটে টান দিয়ে ভাবছে। চোখ তুলে সামনের জনশূন্য রাস্তাটার দিকে তাকাল সে। এখন ওখানে কিছুটা আলো দেখা

যাচ্ছে। বাড়ির জানালা থেকে কিছুটা আলো আসছে, বাকিটা আসছে আকাশের চাঁদ থেকে। খাপ থেকে অস্ত্রটা বের করল সে।

কাজটা আজ রাতেই সেরে ফেলা ভাল; সিদ্ধান্ত নিল মার্শ। সিলিন্ডার ঘুরিয়ে সব চেম্বারে গুলি আছে কিনা চেক করে দেখল। ওর প্রিয় পিস্তলটা বেইটসরা রেখে দিয়েছে বটে, কিন্তু নতুন কোল্টটাও তার হাতে চমৎকার খাপ খায়।

পিস্তলটা খাপে রেখে হোটেলে ফিরে এল সে। কামরায় পৌঁছে রাইফেল আর স্যাডলব্যাগ তুলে নিয়ে হোটেলের চাবি বিছানার ওপর রেখে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আস্তাবলে কাউকে দেখতে পেল না। মনে মনে খুশিই হলো— কাজ সেরে যদি সবার অগোচরে ফিরতে পারে, তাহলে ডোটি আর তার মেসেঞ্জার ছাড়া আর কেউ জানবে না সে বাইরে গেছিল। যত কম লোক জানে, ততই ভাল। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। সে নিজেও এখন আউটলদের মত চিন্তা করতে শুরু করেছে!

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে লাগাম ধরে ওকে আস্তাবল থেকে বের করে আনল সে। ছায়ার আড়াল দিয়ে রোনটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। হোটেল আর বাড়িগুলো থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তারপর আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করে মেক্সিকোর ট্রেইল ধরে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল।

ট্রেইলের শক্ত মাটি এড়িয়ে পাশের নরম জমির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে টেড। এতে শব্দ কম হবে। স্বাভাবিক সাবধানতা—কিন্তু আউটলরাও ঠিক এই লাইনেই চিন্তা করে ভেবে একটু বিব্রত বোধ করছে।

আমি আউটল নই, বলে প্রবোধ দিয়ে মন শক্ত করল সে।

রেক্সের মত একজন পাজি আউটলকে পৃথিবী থেকে সরালে সেটা সমাজের উপকার করাই হবে। আগেও সে বুনো আর অবাধ্য অনেক আউটলকে গুলি করে মেরেছে। তফাত কই? তবু…এটা একটু ভিন্ন, কারণ ওর বুকে এখন আর স্টার আঁটা নেই।

সোজা সামনের দিকে তাকাল টেড। শহর ছেড়ে কয়েক মাইল দক্ষিণে চলে এসেছে সে। রেক্স যেখানে আছে সেটা কাছেই কোথাও হবে। সুন্দর মায়াবী একটা রাত—কোমল আর স্নিগ্ধ। চারপাশে হালকা একটা রূপালি আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। তারার চুমকিতে ভরা গাঢ় রঙের ভেলভেটের চাদরে যেন পৃথিবীটাকে ঢেকে রেখেছে আকাশ। থেকে থেকে করুণ সুরে সাথীকে ডাকছে একটা পাখি।

একটা মোড় নিয়ে দূরে রেক্সের চালাঘরটা দেখতে পেল টেড। ওটা ট্রেইল থেকে কিছুটা পুবে। হয়তো কোনকালে ওখানে পৌঁছার একটা পরিষ্কার পথ ছিল, কিন্তু এখন অযত্নে জায়গাটা র‍্যাবিট্‌বুশ, অ্যাপাচি প্লিউম, মেসকিট আর বিভিন্ন ধরনের আগাছায় ভরে উঠেছে। বাড়ির পাশে একটা বড় গাছ ঘন পাতায় ভরা ডালপালা ছড়িয়ে জীর্ণ চালাঘরটাকেই যেন আগলে রেখেছে।

ঘোড়াকে ট্রেইল ছেড়ে সাবধানে এগিয়ে নিয়ে বাড়ির উঠানের কাছে এসে টেড নিচে নামল। ঘরের ভিতর থেকে জানালা ভেদ কোরে ক্ষীণ আলো আসছে ব্লাইন্ডের ফাঁক গলে। বাম পাশে করাল থেকে একটা ঘোড়ার নড়াচড়ার আওয়াজ আসছে। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো মার্শ—রেক্স এখনও বাড়িতেই আছে।

সরু একটা পথ ঝোপের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বাড়িটার দিকে গেছে। ওটা এড়িয়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে কিছুটা পরিষ্কার

একটা জায়গায় এসে সে থামল। মনে হচ্ছে কেউ বাড়ির চারপাশ আগাছামুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সক্ষম হয়নি। ওখানে উবু হয়ে বসে চালাঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখল টেড।

করালে কেবল একটা ঘোড়াই আছে, তাতে মনে হচ্ছে রেক্স একাই বাড়িতে আছে। তবে আরেকটা করাল বা বার্ন থাকতে পারে পিছনে যেখানে আরও ঘোড়া রাখা হয়েছে। তবে তার সম্ভাবনা কম, কারণ রেক্সের সাথে যদি আর কেউ থাকে, তবে তার ঘোড়াও স্বভাবতই রেক্সের ঘোড়ার সাথে একই করালে থাকত।

জানালার ফাঁক দিয়ে আলোর চিলতে এখনও দেখা যাচ্ছে। তবে কাছে থেকে দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে টেড। ওটার ফাঁক দিয়েও আলো আসছে। ঘরের ভিতর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। সুতরাং ভিতরে লোকটা ঘুমাচ্ছে কিংবা এমন কিছু করছে যাতে মোটেও নড়াচড়া করতে হয় না।

এই পরিস্থিতিতে কেবল একটা পথই তার কাছে খোলা রয়েছে, সেটা হচ্ছে সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়া। টেডের হাতে তৈরি থাকবে পিস্তল, রেক্স পিস্তল তুললে সে গুলি করবে। এতে সহজেই কাজ শেষ হবে, আর বেভিন মিলারও তাকে টাকা দেবে। কিন্তু তাতে এটাও প্রমাণ হবে যে সে সত্যিই ভাড়াটে পিস্তলবাজে পরিণত হয়েছে।

প্ল্যানটাকে মনের মধ্যে যতই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে দেখছে, ততই বীভৎস মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে সে জানে যে রেক্স বিলিঙ একজন আউটল এবং ক্রিমিনাল—ওদিক থেকে বিচার করলে কাজটা খুব দূষণীয় মনে হয় না।

একজন জঘন্য আউটলর মৃত্যুতে দেশের কোন ক্ষতি হবে না,

বরং মরলেই দেশ আর দশের লাভ। কিন্তু এর পরবর্তীতে কি হবে? টাকার বিনিময়ে তাকে যখন দ্বিতীয় একজন মানুষকে খুন করার জন্যে ভাড়া করা হবে—তখন?

পরে কি ঘটতে পারে সেকথা চুলোয় যাক, এক্ষেত্রে সে অন্যায় কিছু করছে না। এতে অবশ্য আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু আইন যখন হাত গুটিয়ে বসে থাকে, অন্যায়ের কোন প্রতিকার করে না, তখন মানুষকে মাঝেমাঝে আইন নিজের হাতেই তুলে নিতে হয়।

খাপ থেকে কোল্টটা বের করল মার্শ। তারপর নিঃশব্দে হ্যামারটা পরীক্ষা করে দেখল। আগামীতে কি ঘটতে পারে তা এখন ভেবে লাভ নেই। এই কাজটা যখন হাতে নিয়েছে, এটা সে শেষ করবে। ভবিষ্যতের কথা পরে ভাবা যাবে।

চারপাশে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। পিস্তল হাতে বাড়িটার দিকে এগোল সে।

হঠাৎ ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করল। ঝাঁপিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল মার্শ। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন লোক একসাথে ওর দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। একটা পাথর বা ঝোপের আড়াল পাওয়ার জন্যে দিশাহারা হয়ে গড়াচ্ছে ও।

একটা ঘন ঝোপের আড়ালে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করার জন্যে তৈরি হলো টেড। ওর প্রথম গুলিতে গুপ্তঘাতকদের একজন টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিতে আর একজন পড়ল। ওর দিকে গুলি আসছে দেখে আবার ঝাঁপিয়ে নিজের জায়গা থেকে বাম পাশে সরে গেল সে। মাটিতে শুয়েই তৃতীয়বার ট্রিগার টিপল।

তিন গুপ্তঘাতকের শেষ লোকটা, একটু আগে টেড যেখানে

ছিল, সেই ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ আড়ষ্ট হলো। ওই ভঙ্গিতেই এক মুহূর্ত স্থির থেকে লম্বা একটা মর্মান্তিক চিৎকার ছেড়ে মাটিতে পড়ল।

সঙ্কটময় মুহূর্তে এপর্যন্ত কখনও নার্ভ হারায়নি টেড। আজও হারাল না। আরেকবার গড়িয়ে উঠে বসল। ধুলো আর বারুদের কটু গন্ধ নাকে আসছে। খালি খাপগুলো ফেলে দিয়ে পিস্তলে তাজা কার্তুজ ভরে নিল সে।

কয়েক মিনিট স্থির বসে কান পেতে রইল। আক্রমণকারীরা সবাই শেষ হয়েছে কিনা শিওর হতে পারছে না। আরও কেউ তাকে হত্যা করার জন্যে ওত পেতে লুকিয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ ওর মনটা রাগে বিষিয়ে উঠল।

বুঝতে পেরেছে খুন করার জন্যেই তাকে অ্যামবুশ করা হয়েছে! ক্লাইড ডোটি ইচ্ছা করেই তাকে অ্যামবুশের মুখে ঠেলে দিয়েছে! কিন্তু কেন?

একুশ

টেডের ভিতরটা রাগে ফুঁসছে। হাঁটুর ওপর ভর রেখে চাঁদের আলোয় উঠানটা ভাল কোরে খুঁটিয়ে দেখল সে। ঘাতকদের তিনজনই মাটিতে পড়ে আছে। দুজন একেবারে স্থির, সম্ভবত মারা

গেছে—বাকি একজন দুর্বলভাবে সামান্য নড়ছে।

কিন্তু তবু উঠে দাঁড়াল না মার্শ। আরও কেউ অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা বিচিত্র কিছুই নয়। ডোটি তাকে খুন করাবার জন্যে যখন এতকিছু করেছে, কাঁচা কাজ সে করবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকে দেখতে পেল না টেড। কোনরকম শব্দও তার কানে এল না। খুব সতর্কতার সাথে উঠে মাথা নিচু করে চক্কর দিয়ে ঘুরে বাড়ির পিছনে চলে গেল ও।

ওখানে হিচ-রেইলের সাথে আরও দুটো ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়ার মোট সংখ্যা তিনটে। সম্ভবত কেবল ওই তিনজনই তাকে অ্যামবুশ করার কাজে এসেছিল।

যুক্তিটা মেনে নিলেও, পুরো আস্থা না রেখে ঘুরে বাড়ির দক্ষিণে জানালার পাশে সরে এল টেড। সামনের জানালার মত এটাতেও ব্লাইন্ড টানা রয়েছে। কিন্তু নিচের একটা ছেঁড়া অংশে চোখ রাখলে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়।

ভিতরে টেবিলের ওপর একটা বাতি জ্বলছে। কামরায় দুটো চেয়ার, একটা রান্নার স্টোভ আর দেয়ালের সাথে একটা বাঙ্ক রয়েছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সম্প্রতি এখানে কেউ বাস করেনি। এবং বর্তমানেও বাড়ির ভিতর কেউ নেই।

কিছুক্ষণ চালাটার ছায়ায় নিঃশব্দে অপেক্ষা করল মার্শ। তারপর আর কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই বুঝে, উঠানে বেরিয়ে মাটিতে আগাছার ভিতর অসম্ভব ভঙ্গিতে শোয়া আকৃতিটার পাশে পৌঁছল। ওর পাশে গোড়ালির ওপর বসে আড়ষ্ট আঙুলের মুঠো থেকে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ঝোপের ভিতর ফেলল। তারপর নিজের পিস্তলটা বাম হাতে নিয়ে ওকে চিত করল। চেহারা দেখে

সে চিনতে পারল এই লোকটাকেই মেসেঞ্জার হিসেবে তার কাছে পাঠিয়েছিল ডোটি।

টেডের চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরা বেয়ে রাগ তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় লোকটার কাছে গিয়ে একই ভাবে ওর অস্ত্রটা ঝোপের ভিতর ফেলে ওকে চিত করল। দ্বিতীয় লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

শেষ লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল টেড। লোকটা মরেনি, ব্যথায় ককাচ্ছে। ওকে ডিঙিয়ে পার হয়ে লাথি দিয়ে ওর মুঠোয় ধরা পিস্তলটাকে ছিটকে দূরে সরিয়ে দিল সে। তারপর ওর পাশে বসল।

'বাঁচাও! ওহ, খোদার দোহাই বাঁচাও!'

লোকটার রক্তাক্ত শার্টের বুকের দিকটা খামচে ধরে ওকে রুক্ষভাবে আলোর দিকে ফেরাল টেড। ওর চেহারা দেখে প্রাক্তন মার্শালের মুখ থেকে এক রাশ গালি বেরিয়ে এল। আহত লোকটা বারটেন্ডার ডোটি!

'এসবের মানে কি, ডোটি?' নির্দয়ভাবে ওকে ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল টেড।

'আমি...আমি মারা যাচ্ছি...আমাকে বাঁচাও!' ফুঁপিয়ে বলল ডোটি। 'মরার জন্যে আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না—দয়া করো!'

'তোমাকে দয়া করব?' গর্জে উঠল মার্শ। 'জোচ্চোর, বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে এখানেই ধুঁকে মরার জন্যে আমার ফেলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আপাতত যতক্ষণ জান না যায় কথা বলো! আমাকে খুন করার জন্যে কে তোমাকে ভাড়া করেছে?'

টেড জানে ওর জবাব কি হবে। কিন্তু লম্যান হিসেবে কাজ করে ওর নিশ্চিত হওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। কোন সন্দেহ সে রাখতে চায় না।

'মিলার...বেভিন মিলার...আমাদের ভাড়া করেছে,' ধীরে দুর্বল স্বরে কথা কয়টা বলল ডোটি। 'দয়া করো...প্লীজ আমাকে সাহায্য করো!'

'এত তাড়া দিয়ো না। তুমি আমার সাথে বন্ধুত্বের ভান করে আমারই পিঠে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিলে। আর এখন আমাকেই সাহায্য করতে বলছ? না, আমি তোমাকে সাহায্য করব বলে কথা দিতে পারছি না। কিন্তু তুমি যদি সব কথা আমাকে খুলে বলো, তাহলে আমি ভেবে দেখব কি করা যায়।'

'আমি...আমি, যা জানতে চাও সবই তোমাকে বলব।'

'ভাল। এখন বলো মিলার আমাকে কেন মারতে চায়?'

ক্লান্তিতে শ্বাস ফেলল ডোটি। 'আমি জানি না। সত্যি বলছি, জানি না। ট্রেস ক্যামেরন—ওখানে পড়ে আছে—ওর সাথেই মিলার আমার সেলুনে এসেছিল। বলল একটা প্রস্তাব আছে—আমাদের সে পাঁচশো ডলার করে দেবে, যদি—'

কাশির দমকে ডোটির কথা থেমে গেল। দয়া থেকে নয়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই কাঁধের নিচে হাত দিয়ে লোকটাকে একটু উঁচু করে ধরল টেড। ক্লাইড কাশতে কাশতে মরে গেলে ওর প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত আর কেউ থাকবে না। জবাব পেতে হলে ডোটিকে তার বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এবার ওর জখমের দিকে নজর দিল টেড। লক্ষ করল গুলিটা বুকে লেগেছে। ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। নিজের স্কার্ফটা গলা থেকে খুলে ভাঁজ করে একটা

প্যাডের মত তৈরি করল। তারপর রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে প্যাডটা ক্ষতের ওপর চেপে ধরল।

'এই রেক্স বিলিঙ... লোকটা কি সত্যিই আছে?'

'ওটা একটা ভুয়ো নাম,' জবাব দিল ডোটি। তারপর প্যাডটা নিজেই চেপে ধরে টেডকে রেহাই দিল। মনে হচ্ছে এখন যেন লোকটার কিছু শক্তি ফিরে এসেছে। টেড ওকে সাহায্য করছে দেখেই হয়তো ওর মনোবল বেড়েছে। 'ওটা ছিল একটা কোড নাম। বেভিন মিলার বলেছিল, সে একজন লোক পাঠাবে। লোকটা রেক্স বিলিঙের খোঁজ করবে। যে-ই ওর খোঁজ করুক তাকেই আমাদের হত্যা করতে হবে।'

মিলারের প্ল্যানটা নিজের মনেই একটু উলটে-পালটে দেখল মার্শ। অবাক না হয়ে পারল না—লোকটা আটঘাট বেঁধে চমৎকার একটা প্ল্যান তৈরি করেছিল। এ ঠিক 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'র মত একটা ব্যাপার। টেড খুন হলেও, খুনের সাথে র‍্যাঞ্চারকে কেউ জড়াতে পারত না।

ওদের চারপাশে আগাছায় ভরা প্রান্তরে গোলাগুলির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর আবার নীরবতা নেমেছে। প্রচণ্ড শব্দে ঝিঁঝি পোকাগুলো পর্যন্ত তাদের ডাক থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছিল। এখন ওরা আবার ডাকতে শুরু করেছে। শুকনো ঘাসের ওপর এখানে-ওখানে ছোট ছোট প্রাণীর নড়াচড়ার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টেড প্রশ্ন করল, 'ও আমাকে কেন মারতে চায় তা তুমি জিজ্ঞেস করোনি?'

'না। মিলারের সাথে ডীলটা ট্রেস ক্যামেরনই করেছিল। ট্রেস হচ্ছে ভবঘুরে লোক। খেয়াল-খুশি মত আসে, যায়। সাধারণত

ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভ না থাকলেই সে শহরে থাকে।'

'ওই তরুণ ছেলেটা কে? তোমার "মেসেঞ্জার"?'

ডোটি আবার কেশে উঠল। 'আমি...আমি খুব দুর্বল...অনেক রক্ত হারিয়েছি। তোমার প্রশ্ন কি এখনও শেষ হয়নি?'

'না, হয়নি,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল টেড। 'ছেলেটা কে?'

'ওর নাম বিল শ। ওকেও আমরা সাথে নিয়েছিলাম, কারণ মিলার বলেছিল কাজটা ঠিকমত করার জন্যে অন্তত তিনজন লোকের দরকার হবে। বলেছিল তোমাকে মারা সহজ হবে না।' একটু কেশে সে আবার বলল, 'ঠিকই বলেছিল মিলার!'

'তাহলে তুমি সত্যিই জানো না মিলার কেন আমাকে খুন করার জন্যে এতকিছু করল?'

'না। খোদার কসম বলছি আমি জানি না! তোমাকে আগেই বলেছি ট্রেস ডীলটা করেছিল। হয়তো মিলার ওকে বলে থাকতে পারে, আমি জানি না। তবে এটা ঠিক সে আমাকে বা বিলকে কিছু বলেনি। এখন...তুমি কি আমাকে শহরে ফিরতে সাহায্য করবে?'

মার্শের মাথায় অত্যন্ত দ্রুত চিন্তা চলছে। সে ভেবে বের করতে চেষ্টা করছে তাকে হত্যা করতে চাওয়ার পিছনে মিলারের কী কারণ থাকতে পারে। স্মৃতির পাতায় খুঁজছে একটা নাম... মিলার... কিংবা আর কিছু, যা ওই লোকটার তার প্রতি আক্রোশ থাকার কারণ দর্শাতে পারে। কিন্তু শিপরকে এসে র‍্যাঞ্চার নিজের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত ওই নাম সে শুনেছে বলে মনে করতে পারল না।

'আমাকে বাঁচাও!—প্লীজ!'

'তুমি আমার নামটাও জানো না, তাই না?' বলল টেড। 'তুমি

আমাকে চেনো না, আমি কি করি তাও জানো না, অথচ আমাকে খুন করার জন্যে তুমি কত কীই না করেছ!'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল ডোটি। 'না, তা আমি জানি না। মিলার যদি বলেও থাকে, আমার মনে নেই। শুধু এইটুকুই মনে আছে কেউ যখন আমার সেলুনে এসে রেক্স বিলিঙের খোঁজ করবে, ওই লোকটাকেই বিল, ট্রেস আর আমার খতম করতে হবে। বিনিময়ে আমরা প্রত্যেকে পাঁচশো ডলার করে পাব।'

কোন কথা বলল না টেড।

'বিল··· ট্রেস···ওরা কি—?'

মাথা ঝাঁকাল টেড। তারপর প্রশ্ন করল, 'মিলার কি তোমাদের টাকা দিয়েছে?'

আবার দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল ডোটি। 'না। তোমাকে মারার পর ট্রেসের ওই টাকা আনতে যাওয়ার কথা ছিল। অবশ্য মৃত্যুর প্রমাণ হিসেবে তোমার কোন কাগজ বা ব্যক্তিগত কোন জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিল মিলার।'

'মিলারের সাথে ক্যামেরনের কোথায় দেখা করার কথা ছিল?'

'ওর র‍্যাঞ্চে—এম বার।'

'এখান থেকে ওটা কোন দিকে?'

'সোজা উত্তর পুবে। দশ-পনেরো মাইল হবে।

মার্শের ঠোঁটে কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল। মিলারের সাথে একজন ঠিকই দেখা করবে। কিন্তু যাকে আশা করছে তার জায়গায় যাবে অন্য একজন। এবং সেই লোক মিলারের কাছে অনেক প্রশ্নের জবাব চাইবে। হয়তো ওটাই হবে ওর জীবনের শেষ দিন।

'ওখানে কোন পথে পৌঁছানো যাবে?'

'সহজ। শহর থেকে পুবের ট্রেইল ধরে এগোলে মিস করার উপায় নেই। রাস্তার ওপরই ওর র‍্যাঞ্চ।' কাশির দমকে থেমে গেল ওর কথা। একটু সামলে নিয়ে মার্শের বাহু চেপে ধরল ডোটি। 'তুমি মরার জন্যে আমাকে এখানে নিশ্চয়ই ফেলে যাবে না? তুমি আমাকে সাহায্য করবে, তাই না? প্লীজ!'

উঠে দাঁড়িয়ে টেড প্রশ্ন করল, 'ঘোড়াগুলোর মধ্যে কোনটা তোমার?'

'বাড়ির পিছনে বড় বে'টা আমার। তুমি যদি—'

ওরা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা না রেখেই সোজা বাড়ির পিছনে চলে এল টেড। যদিও ডোটির মত লোককে মরতে দিলে সেটা অন্যায় কিছু হবে না—তবু, লোকটাকে সে বাঁচার একটা সুযোগ দেবে। এবং তারপর মিলারের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোবে।

ঘোড়া দুটোর সাথে করালের ঘোড়াটাকেও নিয়ে ফিরল টেড। লাশ দুটোকে নিজেদের ঘোড়ার ওপর শুইয়ে বেঁধে দিল, যেন পিছলে পড়ে না যায়। তারপর বারটেন্ডারকে তার বে ঘোড়ার ওপর উঠতে সাহায্য করল। ওর পা দুটো পাদানির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে লাগাম হাতের সাথে পেঁচিয়ে দিল, যেন ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে না যায়।

এবার স্যাডল হর্নের সাথে ঝুলানো দড়ির কয়েল নামিয়ে ডোটির ঘোড়ার পিছনে বাকি দুটো ঘোড়াকে বেঁধে দিল। কাজ সেরে নিজের ঘোড়া নিয়ে আবার ফিরে এল টেড।

'তুমি···তুমি আমাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছ?' কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল ডোটি। কিন্তু ততক্ষণে ডোটির ঘোড়ার মুখ কোম্যাঞ্চি ওয়েলসের দিকে ঘুরিয়ে পাছায় চাপড় দিয়ে রওনা

করিয়ে দিয়েছে টেড।

'হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল টেড। 'তোমাকে যে মারিনি এটাই বেশি। তোমার জন্যে এর বেশি কিছু করার সময় আমার নেই।' ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ও।

'কিন্তু···মনে হয় না আমি একা এতটা পথ—'

'সেটা তোমার সমস্যা,' কঠিন স্বরে বলল মার্শ। সে ভোলেনি এই ডোটিই তার দুই বন্ধুকে নিয়ে কয়েক মিনিট আগে তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। 'তুমি এক হাতে স্যাডল হর্ন আর অন্য হাতে লাগাম ধরে রওনা হয়ে যাও। ঘোড়াই পথ চিনে তোমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবে।'

মাথা নাড়ল ডোটি। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমাকে তো একহাতে বুকের পট্টিটা ধরে রাখতে হবে।'

'চেষ্টা করো, তুমি ঠিকই ম্যানেজ করতে পারবে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল মার্শ। 'কিন্তু শহরে ফিরে তুমি এখানে যা ঘটেছে সেটা ঠিকঠিক জানাবে। বুঝেছ? তুমি যদি সত্যি কথা না বলো, তাহলে আমি ফিরে এসে তোমাকে শেষ করব। মনে থাকবে তো?'

'তুমি দুশ্চিন্তা কোর না,' আশ্বাস দিল ডোটি। 'আমি একটুও মিথ্যে বলব না। যা ঘটেছে—'

ওর কথার বাকি অংশ টেডের কানে পৌঁছল না। পুবের ট্রেইল ধরে মিলারের র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার জন্যে মাঠের ভিতর দিয়ে পুরোদমে কোনাকুনি ঘোড়া ছুটিয়েছে সে।

বাইশ

ছোট টিলাটার মাথায় উঠে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল টেড। ভোরের অল্প আলোয় বেভিন মিলারের এম বার র‍্যাঞ্চটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নিচে।

মিলারের ঘৃণ্য প্রতারণার চক্রান্তটা আবিষ্কার করার পর প্রচণ্ড রাগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল টেড। চোখের সামনে বেভিনের র‍্যাঞ্চহাউস দেখে রাগটা আবার দ্বিগুণ হয়ে চাড়া দিয়ে উঠল। এমন নীচ প্রবঞ্চনার পুরো মাশুল র‍্যাঞ্চারকে সুদে আসলে দিতে হবে। লোকটার জন্যে টেডের মনে এখন আর দয়ামায়ার কোন ঠাঁই নেই। মানুষের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যে লোক কাউকে অ্যামবুশ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে সে নিকৃষ্ট জীবের চেয়েও নীচ।

ঢালের নিচে র‍্যাঞ্চ থেকে প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাঙ্কহাউস আর রান্নাঘরে বাতি জ্বলে উঠেছে। রান্নাঘরের সাথেই লম্বা একটা শেড। বোঝা যাচ্ছে ওটাই খাবার ঘর। র‍্যাঞ্চহাউসটা অন্যান্য দালান থেকে কিছুটা দূরে। কিন্তু ওখানে মানুষের কোন সাড়া নেই। টেডের সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো র‍্যাঞ্চার বাড়িতে নেই।

তার অনুমানই যদি ঠিক হয়, তাহলে পরবর্তী প্ল্যান কি হবে

সেটা ভাবছে টেড। ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইল। ওখানে বসেই আড়াল থেকে দেখল, বাঙ্কহাউস থেকে কাউহ্যাণ্ডরা বেরিয়ে ঘুম-জড়ানো ভঙ্গিতে ধীর পায়ে খাবারঘরের দিকে এগোল। সকালের নাস্তা সেরে ওরা কাজে বেরোবে। দুজন এম বার র‍্যাঞ্চের সদস্য বার্নের পিছন থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে এল। ওগুলো তাড়িয়ে নিয়ে একটা করালে ঢোকানো হলো।

হঠাৎ র‍্যাঞ্চহাউসের দরজাটা খুলে গেল। বেভিন মিলারকে বেরোতে দেখে আশ্বস্ত হলো টেড। লোকটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বারান্দার কিনারে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে পুব দিকে তাকাল সে। সূর্য উঠতে আর বেশি দেরি নেই। পুবের আকাশে লালচে রঙ ধরেছে।

'হ্যাঁ, ভাল করে দেখে নাও,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল টেড। 'তোমার জীবনে এটাই শেষ সূর্যোদয়!'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোরের তাজা বাতাস আর সূর্যোদয় উপভোগ করল বেভিন। তারপর বারান্দা থেকে নেমে খাবার ঘরের দিকে এগোল।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল টেড। বেভিন র‍্যাঞ্চহ্যান্ডদের সাথে খায়—অর্থাৎ র‍্যাঞ্চহাউসে সে একাই থাকে—বাড়ির ভিতর রাঁধুনী বা আর কোন মানুষ নেই।

একটু নড়তেই টেড বুঝল লম্বা পথ ঘোড়া চালিয়ে তার দেহ আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল সে। হাত আর পা দুটো কয়েকবার ভাঁজ করে পেশীগুলোর আড়ষ্টতা যতটা সম্ভব দূর করে নিল।

এই মুহূর্তে তার করার কিছু নেই। কিন্তু তার যা জানার

দরকার ছিল তা সে জেনেছে: বেভিন মিলার র‍্যাঞ্চহাউসে একাই থাকবে। অবশ্য একা না থাকলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কোন মানুষ ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালে সে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনবে।

রোনটা টিলার ওপর রসালো সবুজ ঘাস খাচ্ছে। গোড়ালির ওপর বসে নিচের দালানগুলোর দিকে নজর রাখল টেড। সবগুলোই বেশ ভাল অবস্থায় আছে। ওগুলোর যে যত্ন নেয়া হয়, তা দেখেই বোঝা যায়। চুনকাম করা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে র‍্যাঞ্চহাউস। উঁচু গেইটের ওপর ঝুলানো আছে একটা সাইনবোর্ড: বার এম র‍্যাঞ্চ।

টেক্সাস র‍্যাঞ্চারের রেঞ্জটা দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে প্রসারিত। মোটামুটি সমতল মাঠগুলো তাজা সবুজ ঘাসে ভরা। এখানে সেখানে কিছু বড় গাছ রোদ আড়াল করে গরুকে ছায়া দিচ্ছে। একটা ঝর্না র‍্যাঞ্চহাউসের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে দক্ষিণে চলে গেছে।

সব খুঁটিয়ে লক্ষ করে মাথা থেকে হ্যাট খুলে মাথার পিছনে হাত বোলাল মার্শ। বেইটসদের দয়ায় ওখানে এখনও ব্যথা রয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার ওর কাছে কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না—একজন সফল র‍্যাঞ্চার হয়েও বেভিন খুনের দিকে ঝুঁকল কেন? ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল টেড। নাস্তা সেরে লোকজন খাবারঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদের কিছু লোক কাজে বেরোবার আগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্যে বাঙ্কহাউসে ঢুকল। বাকি লোক, যারা আগে থেকেই প্রস্তুত, তারা নিজের পছন্দমত ঘোড়া ধরে আনতে করালে ঢুকল। বেভিন মিলারেরও বেরিয়ে আসার

সময় হয়ে এসেছে।

একটা ঝোপের আড়ালে স্থির দাঁড়িয়ে টেড দেখল কাউহ্যাণ্ডরা একে একে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে কাজে রওনা হচ্ছে। তাজা ঘোড়াকে বাগে আনতে কয়েকজনের একটু সময় লাগল।

লোকগুলো কাজে বেরিয়ে যাওয়ার মাঝেই চুরুট মুখে বেভিনকে খাবারঘর থেকে বেরোতে দেখা গেল। হেঁটে করালের দিকে এগোল সে। দুজন আরোহী ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে এসে থামল। তিনজনে সংক্ষিপ্ত আলাপ হওয়ার পর অশ্বারোহী দুজন স্পারের খোঁচায় ঘোড়া ছুটিয়ে বাকি কাউহ্যাণ্ডদের সাথে গিয়ে যোগ দিল। অলসভাবে ধীর পায়ে হেঁটে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরল মিলার।

টেড দেখল র‍্যাঞ্চার ভিতরে ঢুকে প্রথমে স্ক্রীনের দরজা বন্ধ করে পরে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকাতে সদর দরজাটাও বন্ধ করল। আকাশে মেঘ না থাকলে বেলা বাড়ার সাথে চারপাশ চমৎকার গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু বিকেলের দিকে সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়ার পর বাতাসের ঠাণ্ডা ভাবটা ফিরে এসে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে গ্রীষ্ম শেষ হতে চলেছে।

হ্যাট নিচের দিকে টেনে কিছুটা নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল টেড। টিলা থেকে কোনাকুনি ভাবে ঘুরে নেমে, পিছন দিক থেকে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল।

নিজেকে লুকাবার কোন চেষ্টা করল না সে, কারণ ওই বাড়িতে একটাও নিরেট দেয়াল নেই—চারপাশেই জানালা রয়েছে। তবে বেড়ার বাইরে যথেষ্ট আগাছা আর ঝোপ আছে—সেগুলোই ওকে আড়াল দিল। উঠানে ছোটছোট শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছু

নেই।

ধীর কদমে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে চওড়া গেইটের কাছে পৌঁছল টেড। শান্ত, গম্ভীর চেহারা। বারান্দার বাম পাশে হিচ রেইলের কাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ঘোড়ার লাগামটা ক্রসবারের সাথে আলগা ভাবে পেঁচিয়ে রেখে নিজের পিস্তলটা সামান্য উঁচিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। ওটা সহজেই বেরিয়ে আসছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বারান্দায় উঠল।

ভাবছে, এখন একটা বড় কুত্তা তেড়ে না আসে! সে জানে বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চারই র‍্যাঞ্চহাউস পাহারা দেয়ার জন্যে কুকুর পোষে।

হাতল ধরে টেনে স্ক্রীনের দরজাটা খুলে অল্পক্ষণ কান পেতে রইল। কোন শব্দ নেই। এবার দরজার নব্‌টা সাবধানে ঘুরাতেই দরজার কপাট নিঃশব্দে খুলে গেল। চট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল টেড। এখন পর্যন্ত কেউ ওর উপস্থিতি টের পায়নি, কোন কুকুরও ধাওয়া করে ছুটে আসেনি।

বৈঠকখানায় একটা ছোট টেবিল ঘিরে কয়েকটা চামড়ায় মোড়া চেয়ার পাতা রয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধুলো-পড়া বুকশেলফ। দেয়ালে টাঙানো আছে কয়েকটা ছবি—সম্ভবত আত্মীয়-স্বজনের। মেঝেটা ফুলের নক্সা করা পুরু কার্পেটে ঢাকা।

কামরার মাঝখানে কান পেতে দাঁড়াল টেড। ওর পেশীগুলো টানটান হয়ে আছে। বাড়ির ভিতরে যাওয়ার দরজাটা খোলা। করিডরের ওপাশে একটা কামরা থেকে কাগজ নাড়াচাড়ার খসখস আওয়াজ আসছে। মিলার নিশ্চয় তার অফিস-ঘরে কাজে ব্যস্ত।

পিস্তল হাতে করিডর ধরে এগোল সে। চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে; রাগে চোখ দুটো সরু।

করিডরটাও কার্পেটে মোড়া, তাই নিঃশব্দে এগোতে পারছে টেড। ডানদিকে একটা শোয়ার ঘর পার হলো, বাঁয়ে আরও একটা—এর পরেই ছোট একটা স্টোর রুম।

করিডরের প্রায় শেষ মাথায় একটা খোলা দরজা। ওটার উলটো পাশে আরও একটা দরজা রয়েছে—সম্ভবত অতিথি এলে ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে মিলার।

শেষ মাথার কামরাতেই আছে লোকটা। এখন টেড নিশ্চিত, বাড়িতে র‍্যাঞ্চার ছাড়া আর কেউ নেই। তবু অভ্যাস বশে খোলা দরজাটার পাশে এসে থামল সে।

বাইরে উঠান থেকে কিছু আওয়াজ ভেসে আসছে। রাঁধুনী বা আর কোন লোক দৈনন্দিন কাজ সারছে।

নিশ্চিত হয়ে চট করে কামরার ভিতর ঢুকল মার্শ। সে ঠিকই আঁচ করেছিল—ওটাই মিলারের অফিস-ঘর। র‍্যাঞ্চার একটা ডেস্কের পিছনে পেনসিল হাতে কিছু কাগজপত্র দেখছে। ছোট কামরাটায় আর কোন আসবাবপত্র নেই। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ঘরের কোনায় একটা রাইফেল দাঁড় করানো আছে। চেয়ারের সাথে ঝুলছে লোকটার গানবেল্ট আর পিস্তল।

কৌতুকহীন কঠিন এক টুকরো হাসি ফুটল টেডের ঠোঁটে। 'হাওডি, মিলার,' বলল সে।

তেইশ

চোখ তুলে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ। ভূত দেখার মত চমকে উঠেছে সে। বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'সর্বনাশ···মার্শ, তুমি! আমি—' হড়বড় করে কথা বলে গিয়ে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল মিলার।

একটু বাঁকা হাসল টেড। 'ভেবেছিলে এতক্ষণে আমি মরে ভূত হয়ে গেছি, তাই না? না, ভূত হয়ে তোমার সাথে হিসাব চুকাতে আসিনি আমি, সশরীরেই এসেছি।'

লোকটার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। ভয়ে মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। 'আমি···আমি তোমাকে দেখব আশা—'

'হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তা আশা করনি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল টেড। 'এখন উঠে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও। আমি চাই তুমি চেয়ে দেখো কিভাবে গুলি করে আমি তোমার কপাল ফুটো করি!'

খুব সাবধানে, ধীরে উঠে দাঁড়াল বেভিন। তারপর ভয়ে কুঁকড়ে টেডের নির্দেশ মত দেয়ালের পাশে সরে গেল। 'তুমি···তুমি এভাবে আমাকে গুলি করে হত্যা করতে—'

...রি না, মিলার?' রেগে ধমকে উঠল টেড। পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করে সে আবার বলল, 'কোম্যাঞ্চি ওয়েলসে

তিনজন ভাড়াটে ঘাতককে লাগিয়ে আমাকে অ্যামবুশ করে খুন করার চেষ্টা করেছিলে তুমি, একটুও বাধেনি—তাই তোমাকে এভাবে কুকুরের মত হত্যা করতে আমার হাত মোটেও কাঁপবে না!'

কাঁপা হাতে নার্ভাস ভাবে মুখ মুছল মিলার। ঘরটা ঠাণ্ডা হলেও দানাদানা ঘাম ফুটে উঠেছে ওর কপালে।

'তুমি···এটা করে তুমি···তুমি পার পাবে না,' কথা বেধে যাচ্ছে ওর। 'বাইরে, আমার লোকজন আছে—ওরা তোমার গুলির শব্দ শুনতে পাবে—কি হলো দেখতে ছুটে—'

'ভুল, মিলার। পিস্তলের নলটা তোমার পেটে ঠেসে ধরে ট্রিগার টিপলে ওরা কোন শব্দই শুনতে পাবে না। তোমার পেটে শব্দটা চাপা পড়ে যাবে।'

ঢোক গিলল মিলার। কপাল থেকে আবার ঘাম মুছল সে।

'কিন্তু তোমাকে মারার আগে আমি জানতে চাই তুমি এভাবে অ্যামবুশ করে আমাকে খুন করতে কেন চেয়েছিলে? শিপরকে আমার অফিসে আসার আগে আমি তোমাকে জীবনে কোনদিন দেখিনি!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাল বেয়ে গড়িয়ে নামা ঘাম মুছল র‍্যাঙ্কার।

'জানতে চাও? তাহলে শোনো! তুমি আমার একমাত্র ছেলেকে খুন করেছ!' ভাঙা স্বরে বলল সে। 'তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছ, আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছ—আমার জীবনটাই ব্যর্থ করে দিয়েছ তুমি!'

বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল টেড। 'তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ,

মিলার। তোমার ছেলের সাথে আমার কখনও দেখাই হয়নি, হত্যা করব কি? তোমার স্ত্রীকেও আমি চিনি না—তাকে মারলাম কিভাবে? নাহ্, তোমার সত্যিই মাথায় দোষ আছে।'

'আমি পাগল নই, মার্শ। পাগল তুমি—খুন করার নেশায় পাগল।'

'এক মিনিট, মিলার! আমাকে তুমি বোঝাও, তোমার ছেলে আর স্ত্রীকে আমি কিভাবে হত্যা করলাম?'

'তাতে আর এখন কি লাভ? তোমাকে যদি সব খুলেও বলি, তবু তুমি আমাকে হত্যা করবে। তোমার মত একজন খুনীর কিভাবে মনে থাকবে? এত লোক তুমি মেরেছ যে তাদের হিসেব রাখতে পারো না। তোমার কাছে ওরা মানুষ নয়, একটা নামও নয়, মার্শ। ওরা শুধু আউটল, তুমি মনে করো হত্যা করে তুমি ওদের দুর্দশা ঘুচাচ্ছ। ওরাও মানুষ···রক্তমাংসের মানুষ! কিন্তু তুমি সব সময়ে খুন করে আত্মরক্ষার অজুহাত দেখাও!'

র‍্যাঙ্কারকে লক্ষ করছে টেড—ওর চোখের পাতা প্রায় বোজা। রোদে পোড়া মুখের চামড়া টানটান হয়ে উঠেছে।

'আমি যখন লম্যান ছিলাম, আমার যা কর্তব্য সেটাই কেবল পালন করেছি। আমার হাতে যারা মরেছে, তাদের প্রত্যেকেই লড়ার জন্যে পিস্তল বের করেছিল। তাই ওদের সবার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হয়নি।'

'বিশ্বাস করলাম!' উদ্ধত ভাবে থুতু ফেলল র‍্যাঙ্কার। 'জানি, আমার ছেলেকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার সময়ে তুমি জানতে না সে আমারই ছেলে। ওর···মাত্র সতেরো বছর বয়স···' ভাঙা গলায় কথা কয়টা বলে আর বলতে পারল না মিলার।

সামান্য একটু ভুরু উঁচাল টেড। 'সতেরো বছর বয়সে একটা ছেলের ভাল আর মন্দের তফাত বোঝা উচিত!'

ভীত র‍্যাঞ্চার রেগে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মুখ বন্ধ করল।

'তুমি সবকিছু আমাকে খুলে বলছ না, মিলার। তোমার ছেলেকে আবার আমি কোথায় বা কবে মারলাম?'

একদৃষ্টে কতক্ষণ টেডের দিকে চেয়ে থেকে শান্ত স্বরে সে বলল, 'বছরখানেক আগে, অ্যামারিলোতে। আমার ছেলে রনি বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে তোমার শহর শিপরকে যায়। ওখানে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আগেই একটা বারে জুয়া খেলতে বসে ওদের কাছে টাকা-পয়সা যা ছিল সবই খোয়াল। আধা-মাতাল অবস্থায়, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হলো না দেখে খেপে ওরা একটা পাগলামি করে বসল। এমপোরিয়াম সেলুন লুট করার চেষ্টায় ওদের অফিসে ঢুকল । কিন্তু তাড়া খেয়ে ভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অ্যামারিলোতে পালিয়ে গেল। ওদের ধরে শিপরকের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্যে তোমাকে পাঠানো হলো। তুমি ওদের ঠিকই খুঁজে বের করেছিলে, এবং তিনজনকেই তুমি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছ।

'আমার স্ত্রী ছেলেটাকে এত ভালবাসত যে ওই মর্মান্তিক খবরটার চোট সহ্য করতে পারল না— হার্টফেল করে মারা গেল। এই···এসব ঘটনায় সব খুইয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ, এর শোধ আমি তুলবই। এবং প্রায় সফলও হয়েছিলাম···' র‍্যাঞ্চারের স্বর বুজে এল।

র‍্যাঞ্চারের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে কাঁধ উঁচাল মার্শ।

'তোমাকে আগেই বলেছি, মার্শাল হিসেবে আমার যা কর্তব্য সেটাই শুধু পালন করেছি আমি ।'

'হ্যাঁ, তোমার কর্তব্যই শুধু পালন করেছ!' ব্যঙ্গ করল রুষ্ট র‍্যাঞ্চার। 'তাই বটে ! অ্যামারিলোতে আমার ছেলে আর তার দুই বন্ধুকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন তোমার ছিল না। আমার বন্ধুবান্ধব আর ওখানকার লোকজনের মুখে আমি শুনেছি, তুমি ওদের কোন সুযোগ না দিয়ে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিলে!'

অদ্ভুত একটা অপরাধ বোধ টেডকে পীড়া দিচ্ছে। তার মনে আছে অ্যামারিলোতে সে কয়েকবারই আউটল ধরে আনতে গেছে— প্রায় প্রত্যেকবার একই ভাবে তা শেষ হয়েছে। বিচার এড়াতে আউটলরা পিস্তল ধরে ওর হাতে মারা পড়েছে। কিন্তু র‍্যাঞ্চার যে ঘটনার কথা বলছে সেটা অন্যান্যগুলোর থেকে আলাদা করে ওর মনে পড়ছে না। মার্শাল থাকা অবস্থায় বহুবারই তাকে আউটলদের পিছনে ধাওয়া করতে হয়েছে। যারা পিস্তল ধরেনি তাদের সে জীবিতই নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হলের মত শোধ তুলতে এসে তারাও ওর হাতে মারা পড়েছে।

'তোমার ছেলে, ড্যানি নিশ্চয় নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিল, নইলে আমার হাতে মরত না,' অপরাধ বোধটাকে ঝেড়ে ফেলে বলল টেড ।

হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। করিডর থেকে গভীর স্বরে কেউ ডাকল, 'মিস্টার মিলার ! তুমি ঘরে আছ?'

চট কোরে একপাশে সরে গেল টেড। হাতের পিস্তলটা বেড্ডিনের দিকে তাক করে নিচু স্বরে বলল, 'খুব সাবধান!'

'মিস্টার মিলার—তুমি ভিতরে?' স্বরটা আবার শোনা গেল।

দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হলো। কামরার ভিতরে মাথা গলাল

লোকটা। প্রথমে দেয়ালের ধারে মিলারকে দেখতে পেল সে — পরে টেডকেও দেখল। পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে টেড, লোকটা পিস্তল দেখতে পাচ্ছে না।

'ওহ্, আমি দুঃখিত মিস্টার মিলার,' অপ্রস্তুত হয়ে বলল র‍্যাঞ্চ কর্মচারী। 'বুঝতে পারিনি তোমার সাথে আর কেউ আছে। আমি নাহয় পরে আবার আসব।'

মিলার আড়চোখে একবার টেডের দিকে চেয়ে আবার লোকটার দিকে ফিরল। 'না, না। ঠিক আছে, প্যাট। কি দরকার তোমার?'

'নতুন কেনা ষাঁড় দুটো আবার ছুটে গেছে। করালের একটা পাশ একেবারে মাটিতে শুইয়ে বেরিয়ে গেছে। তুমি কি হ্যারি আর আমাকে গিয়ে ওদের ধরে আনতে বলো? নাকি কিছুক্ষণ ছাড়াই থাকবে?'

'কিছুক্ষণ ছাড়া থাকুক, প্যাট,' নির্বিকার স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। লোকটা করিডরে বেরিয়ে যাবার পথে ওকে কিছু বলতে যাচ্ছিল মিলার, কিন্তু টেডকে নীরবে মাথা নাড়তে দেখে চুপ করে গেল।

এখন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে মিলার। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে সে বলল, 'আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই তুমি আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল টেড। 'হ্যাঁ, মিলার। এবং তারপর প্যাট সাহায্য আনতে যাওয়ার আগে ওকেও আমার হত্যা করতে হত।'

জ্বলে উঠল র‍্যাঞ্চারের চোখ। 'ওই দেখো! তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করছ মানুষ খুন করা তোমার কাছে কিছুই না। তুমি কি মানুষ?—তুমি একটা জানোয়ার!'

হাতের পিস্তলটা মিলারের দিকে তুলে ধরল টেড। তারপর

একটু বাঁকা হেসে বলল, 'তোমার মুখে যা আসে তা এখনই বলে নেয়ার অধিকার তোমার আছে। কারণ, তোমার কথা বলার দিন আজই শেষ...মিছেই তুমি এসব বলছ— আমাকে খুন করার চেষ্টা করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি!'

'আমি জানতাম তুমি ওই রকম কিছুই বলবে। দুঃখের বিষয় ডোটি আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের আমি যে কাজের জন্যে ভাড়া করেছিলাম, সেটা ওরা পণ্ড করেছে। তোমার মত মানুষ না থাকলে টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, অ্যারিজোনা আর টেরিটরির লোকজন খুশিই হত। ভাল থাকত।'

কথাগুলো টেডের মাথায় সন্দেহের বীজ বুনে ওকে জ্বালাচ্ছে। সে নিজেও আউটলদের গুলি করে মারার সপক্ষে ওই একই যুক্তি দেখিয়ে বিবেককে বুঝ দিয়েছিল। এখন সেই যুক্তিটাই তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। ওকে নির্দয়, আর তার পিস্তলটার মতই অনুভূতিহীন বলে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এবং মিলার প্রতিটা কথা অন্তর থেকেই বলেছে।

কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়। এই ধরনের কথা আগেও সে অনেক শুনেছে। অনেকে তাকে হৃদয়হীন পশু বলে ঘৃণা করেছে। কিন্তু এসব কথায় তখন সে কান দেয়নি, কারণ লম্যান হিসেবে সে তার কর্তব্য পালন করছিল—কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, তাই কথাগুলো তার হৃদয়ে দাগ কেটে বসে যাচ্ছে। সংশয় জাগছে ওর মনে।

মিলারকে সে সত্যি কথাই বলেছে, র‍্যাঞ্চারের ছেলেকে হত্যার কথা তার মনে পড়ছে না। কিন্তু ওই সত্যটাই তাকে ব্যথিত করে তুলছে। তার মনে থাকা উচিত—প্রত্যেকটা আউটল, যাদের সে আত্মরক্ষার জন্যে মারতে বাধ্য হয়েছে, তাদের সবার চেহারাই তার মনে গেঁথে থাকা উচিত...কিন্তু ও মনে করতে পারছে না

কেন? সে কি নিজেকে বিবেকের কামড় থেকে রক্ষা করার জন্যেই ওসব ঘটনার খুঁটিনাটি মন থেকে মুছে ফেলেছে?

তাই যদি হয়, তাহলে তো সত্যিই সে হৃদয়হীন একজন খুনী। যে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে আইন রক্ষার নামে ব্যাজের আড়াল নিয়ে এতদিন মানুষ হত্যা করে বেড়িয়েছে।

'মার্শ, তুমি আমাকে হত্যা করতেই এখানে এসেছ,' মিলার কথা বলছে শুনতে পেল টেড। 'ঠিক আছে, জাহান্নামে যাক সব, আমাকে মেরে ফেলো তুমি! যেদিন তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছ...আমার বৌকে মেরেছ...সেদিনই আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমি এতদিন মরেও বেঁচে ছিলাম কেবল তোমাকে হত্যা করে শোধ নিতে। ওই একটা কাজ আমি শেষ করে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা আর হলো না। এখন আর আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। আমি যে সত্যি কথা বলছি, তার প্রমাণ, এই র‍্যাঞ্চটাও আমি নিলামে চড়িয়ে দিয়েছি।'

কোন মন্তব্য না করে মিলারের দিকে নীরবে চেয়ে রইল টেড।

'আর মিছে দেরি কোর না, মার্শ,' বলে চলল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি যা করতে এসেছ সেটা শেষ করো— খুন করো আমাকে! শিপরকে আমি একজনকে বলতে শুনেছি তুমি এখন আর মানুষ নেই—তুমি শুধু একটা পিস্তল। তুমি যদি চাও আমি আমার পিস্তলটা হাতে নিচ্ছি। তাহলে আমাকে খুন করে তুমি বলতে পারবে আমি পিস্তল বের করায় তুমি আমাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছ...সেল্ফ-ডিফেন্স!'

টেডের ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে। একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। কিন্তু ওর চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যেও মিলারের ওপর থেকে সরেনি।

'কেবল একটা কথা, মার্শ...আমি কত নম্বর? যত মানুষ তুমি মেরেছ তার কত নম্বরে আমি? নাকি আমি অন্যান্যদের মতই...ভুলে যাওয়ার মত নিছক একটা সংখ্যা? যার চেহারা বা নাম তোমার মনে থাকবে না?'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে টেড। র‍্যাঞ্চারের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে । শেষে মাথা নেড়ে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিল সে। হঠাৎ, যা করতে এসেছিল সেটা তার কাছে নেহাত খেলো বলে মনে হচ্ছে। হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল টেড। ওটা দিয়ে হত্যা করা—একটা মানুষের জীবন নাশ করা অত্যন্ত সহজ। ওটা ছাড়া মানুষের পক্ষে শান্তিতে বাস করা হয়তো সম্ভব...ঘৃণা আর বিদ্বেষ থাকবে না...বুঝতে পারছে ঘৃণা আর বিদ্বেষই ওর মন বিষিয়ে দিয়েছে। তাই আবার খুন করতে চাইছে।

'ঠিক আছে, মিলার,' কোল্টটা খাপে ভরে সে বলল, 'অতীতে যা ঘটেছে তা ভুলে যাও—আমিও ভুলছি।'

চব্বিশ

বেভিন মিলারের আড়ষ্ট দেহ কিছুটা শিথিল হলো। অবিশ্বাস ভরা চোখে টেডের দিকে চাইল সে।

'এটা আবার তোমার কোন খেলা? দ্বিধা করছ কেন?'

কাঁধ উঁচাল মার্শ। 'এটা আমার কোন নতুন খেলা নয়—দ্বিধাও করছি না। এখন আমি আর তোমাকে মারতে চাই না—ক্ষমা করলাম—ব্যস।'

'তুমি···তুমি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, তাই । অনেকদিন পিস্তল বয়ে বেড়িয়েছি আমি। দু'একবার যেখানে পিস্তল ব্যবহার না করলেও চলত সেখানেও প্রাণের ভয়ে ওটা ব্যবহার করেছি— কিন্তু আর নয়। এখানেই আমি এর ইতি টানতে চাচ্ছি। পশ্চিমে চলে যাব আমি, হয়তো সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায়···তুমি আমার পাওনাটা চুকিয়ে দিলেই চলে যাব।'

মিলারের একটা ভুরু উপর দিকে উঠল। সবজান্তা ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে। 'পাওনা?' র‍্যাঞ্চারের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল। 'তোমার আবার কিসের পাওনা? তোমার কাছে আমার কোন দেনা নেই। শুনছ?— একটা কানাকড়িও না!' আগুন ঝরছে ওর চোখ থেকে ।

মৃদু হাসল মার্শ। 'মিলার, তুমি কথা দিয়েছিলে রেক্স বিলিঙ নামের একজন আউটলকে হত্যা করতে পারলে আমাকে এক হাজার ডলার দেবে। তখন আমি জানতাম না কী রকম একটা জঘন্য ফাঁদ তুমি আমার জন্যে পেতেছ। আর রেক্স বিলিঙ তোমার মন-গড়া একটা চরিত্র। কিন্তু তোমার ফাঁদ বানচাল করে বেরিয়ে এসেছি আমি। তাই তোমার কথামত টাকাটা ন্যায্যত আমারই প্রাপ্য।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' গর্জে উঠল মিলার। 'আমি যদি তোমাকে কিছু দিই, সেটা আমার থেকে তোমার চুরি করে নেয়ার মতই হবে!'

পিস্তলের বাঁটের ওপর পড়ল টেডের ডান হাত। মিলারের চোখ ওর হাতটাকে অনুসরণ করল।

'তারমানে তুমি রিটায়ার করছ না? আমার টাকা লুট করার জন্যে তুমি পিস্তল ব্যবহার করবে!'

টেডের চেহারা নির্বিকার, কিন্তু চোখে ফুটে ভিতরকার ফুঁসে ওঠা রাগের আভাস।

'আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করছি, মিলার। টাকাটা দিয়ে দিলেই আমি চলে যাব। কথা ছিল রেক্সকে শেষ করতে পারলে টাকাটা তুমি দেবে। আর তোমার প্ল্যান বানচাল করে আমার বেরিয়ে আসার মানেই হচ্ছে তোমার মনগড়া রেক্সের মৃত্যু। সুতরাং মিছে সময় নষ্ট না করে আমার পাওনা মিটিয়ে দাও। এখনই!'

'বাস্টার্ড!' চিৎকার করে গালি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিলার।

একটু সরে ছুটে আসা র‍্যাঞ্চারের পাঁজরে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল টেড। মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে ব্যথায় কুঁকড়ে গেল লোকটা। ফুঁপিয়ে শ্বাস নিচ্ছে সে।

'তোমাকে আগেই বলেছি, ঝামেলা চাই না আমি। পাওনা টাকাটা বুঝে পেলেই চলে যাব।'

কোনমতে হাঁটুর ওপর উঠে ছোটছোট শ্বাস নেয়ার ফাঁকে সে বলল, 'একেও···তুমি···আত্মরক্ষা···বলবে?'

'ঠিক তাই, মিলার। আত্মরক্ষা। তুমিই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে।'

একটু ধাতস্থ হয়ে র‍্যাঞ্চার উঠে দাঁড়াল। পাঁজরে যেখানে আঘাত লেগেছে তার ওপর হাত বোলাচ্ছে। 'আমার পাঁজর প্রায় ভেঙে দিয়েছিলে তুমি!'

'ইচ্ছে করলে তাও পারতাম—কিন্তু ভাঙিনি। আমি চাই না আমার পাওনা টাকা বুঝে নেয়ার ব্যাপারটা জোর করে আদায় করা, বা ডাকাতি করে নেয়ার মত দেখাক।'

মাথা ঝাঁকাল মিলার। তারপর ডেস্কের কাছে সরে গিয়ে একটা কপাট খুলল—ভিতরে একটা সিন্দুক। ওটা খুলে এক তোড়া নোট বের করল সে।

'সোনার মুদ্রা, মিলার। ওই কাগজের টাকা আমি চাই না।'

'কিন্তু—'

'বাজে অজুহাত ছাড়ো—নইলে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে!'

নোটগুলো ভিতরে রেখে একটা কাপড়ের থলে বের করল র‍্যাঞ্চার। তারপর সিন্দুক বন্ধ করে মুদ্রার থলেটা টেডের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'এখানে এক হাজার ডলার আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মিলার। 'ইচ্ছা করলে তুমি গুনে নিতে পারো।'

'তার দরকার নেই। তোমার কথাই ঠিক বলে মেনে নিচ্ছি।'

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল মার্শ। আপাতত সে সামনের শহরে একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে সেসিলার সাথে দেখা করতে সিলভার সিটিতে যাবে। তার ভাগ্যদেবী যদি প্রসন্ন থাকে, তবে পিস্তলবাজি ছেড়ে সেসিলাকে বিয়ে করে সংসারী হবে। হয়তো ওরা দুজন ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েও ঘর বাঁধতে পারে। দুজনে মিলে নতুন সংসার গড়ে তুলবে…

দরজার মুখে এসে থামল মার্শ। ওর সাবধানী মন ওকে বিপদ সঙ্কেত দিল। মিলারের দিকে ফিরে তাকাল সে। লোকটা এখনও ডেস্কের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে যাচাই

করে দেখল টেড।

'অ্যাডিয়স্, মিলার। আর…টাকাটার জন্যে ধন্যবাদ!'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চার। ভিতরে ভিতরে আক্রোশে জ্বলছে।

কামরা ছেড়ে করিডরে বেরিয়ে আবার থেমে দাঁড়াল টেড। একটু ইতস্তত কোরে মিলারের দিকে ফিরে তাকাল।

'শোনো, মিলার, অ্যাপলজি চাওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। তোমার ছেলে আর বৌয়ের জন্য আমি দুঃখিত। যা ঘটেছে সবটাই দুঃখজনক। সত্যিই আমি ব্যথিত।'

মিলার নির্বিকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'কথাটা তোমাকে বলে আমার মন কিছুটা হালকা হলো,' বলে বাইরে বেরোবার জন্যে করিডর ধরে এগিয়ে গেল টেড।

পিস্তলের ব্যবহার ছেড়ে দেয়া তার জন্যে কঠিন হবে না—নিজের মনকে বোঝাল মার্শ। আইন রক্ষার কাজে লম্বা সময় তাকে জিনের ওপর বসে কাটাতে হয়েছে। ঠাণ্ডা, রোদ, বৃষ্টি আর ঝড় মাথায় করে তাকে বিভিন্ন শহর আর গ্রামে ঘুরতে হয়েছে।

এখন এগুলো সব ছেড়ে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া বা আর কোথাও গিয়ে সেসিলাকে নিয়ে ও সংসার পাতবে। সে এত দূরে যেতে চায় যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, যেখানে পিস্তলবাজ হিসেবে তার খ্যাতি কোনদিন পৌঁছবে না। যেখানে নিজের নিরাপত্তার জন্যে তাকে বারবার পিছন ফিরে দেখতে হবে না। যেখানে—

আবার তার ভিতর থেকে বিপদ সঙ্কেতটা বেজে উঠল। পিছন থেকে শুকনো কাপড়ের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ওর কানে পৌঁছল। চুপিসারে কেউ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝট কোরে ঘুরে দাঁড়াল টেড। বিদ্যুৎ গতিতে ওর অভ্যস্ত হাতে উঠে এসেছে কোল্ট ফোরটি ফাইভ। ট্রিগার টিপে দিল সে।

ঘুরেই পিস্তল হাতে মিলারকে দেখতে পেয়েছিল টেড। আর দেখেছিল বিদ্বেষ আর ঘৃণায় ভরা দুটো চোখ। আগেই তার বোঝা উচিত ছিল লোকটা যে বিষ মনের মধ্যে পুষে রেখেছে তা কিছুতেই কাটবে না। মরণের তোয়াক্কা করে না র‍্যাঞ্চার, সুতরাং অপেক্ষা না করে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে।

বাম বাহুমূলে গরম বুলেটের ছোঁয়া অনুভব করল টেড। তাড়াতাড়ি গুলি ছুঁড়তে গিয়ে মিলারের নিশানা ঠিক হয়নি। সরু করিডরে দুটো পিস্তলই একসাথে বিকট শব্দে গর্জে উঠেছিল। এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে টেড দেখল টলে উঠে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেলো মিলার, তারপর দেয়ালে পিঠ ঘষে পিছলে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল।

মনে মনে একটা গালি দিয়ে দ্রুত র‍্যাঞ্চারের কাছে পৌঁছে ওর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল মার্শ। অস্ত্রটা করিডরের শেষ প্রান্তে ছুঁড়ে দিয়ে ওর পাশে বসল।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, মিলার?' ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন কোরে ওর শার্টের বোতাম খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল। গুলিটা বুকে উঁচুর দিকে লেগেছে। এবং মারাত্মক কোন ক্ষতি না করে পরিষ্কার বেরিয়ে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টেড। 'তুমি বাঁচবে, মিলার,' বলে, উঠে দাঁড়াল সে। উঠান থেকে কোন শব্দ বা চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। হয়তো বাইরের কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায়নি।

'ঘটনা এখন একটু অন্যদিকে মোড় নিয়েছে,' র‍্যাঞ্চারকে বলল

সে। 'বুঝতে পারছি তুমি আমাকে খুনী, ডাকাত আর পিস্তলবাজ বলেই ধরে নিয়েছ। তোমার বুকে আরও একটা বুলেট গেঁথে দিয়ে, তোমার ধারণাই ঠিক, এটা প্রমাণ করাই আমার উচিত।'

মিলার নিজেই পকেট থেকে একটা রুমাল বের কোরে ক্ষতটার ওপর চেপে, ককিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ড্যাম ইউ, আমাকে আবার গুলি করো! তোমার থেকে সেটাই আমি আশা করি!'

লোকটার দিকে নির্বিকার চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিস্তলটা খাপে ভরল টেড। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'জাহান্নামে যাও, মিলার! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আমি চাই না।' ঘুরে সোজা হেঁটে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বারান্দা থেকে নেমে রোনের লাগাম খুলে জিনের ওপর উঠে বসল মার্শ। বেভিন মিলার তাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না—ছেলে আর স্ত্রী হারানোর ব্যথা সে ভুলবে না। উঠান ছেড়ে এগোল সে। কিন্তু এটুকু ও নিশ্চিত জানে, র‍্যাঞ্চার আইনের সাহায্য চাইতে যাবে না। কারণ তাতে ওর নিজের কীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে।

'মার্শ! থেমে দাঁড়াও!'

তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ করল কেউ। গেইটের বাইরে বড় ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে আছে বক্তা। থেমে দাঁড়াল টেড। স্বরটা চেনাচেনা লাগলেও চিনতে পারছে না।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল মার্শ। ডান পাশে কোমরের কাছে নেমে এসেছে ওর হাত।

'বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না, এক্স মার্শাল!' সাবধান করল লোকটা। 'হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও!'

দূর থেকে একটা বন-মোরগ ডাকল। ধীরে ঘোড়ার মুখ ফেরাল

টেড। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ডোবি বেইট্স্!

পঁচিশ

'ভেবেছিলাম ডেভিলস কিচেনের কাছে তুমি আমার ট্রেইল হারিয়েছ,' শান্ত স্বরে বলল মার্শ।

উদ্যত পিস্তল হাতে মাথা ঝাঁকাল বেইট্স্। 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণের জন্যে ধোঁকা খেয়েছিলাম বটে, কিন্তু যখন বুঝলাম তুমি আমার সামনে নেই, তখন আবার ফিরে এসপানিওলার পথ ধরলাম। ওখানে খবর নিয়ে জানলাম তুমি ওখানে ঠিকই গেছিলে, কিন্তু ভোরেই আবার কোম্যাঞ্চি ওয়েলসের দিকে রওনা হয়েছ।

'ওই শহরে পৌঁছে শুনলাম তুমি দুজনকে হত্যা করেছ, আর তৃতীয়জনকে এমন জখম করেছ যে সে বাঁচবে কি মরবে বলা মুশকিল। তারপর ওই ডোটি নামের লোকটার কাছে জানলাম তোমাকে যে র‍্যাঞ্চার অ্যামবুশ করে মারতে চেয়েছিল তার খোঁজে তুমি এখানে এসেছ। তাই সোজা এখানেই চলে এলাম। তোমার ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চহাউসের পাশে বাঁধা আছে দেখে, তখন থেকে তোমার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করছি।'

'জানো? তোমার এখানে আসাটাও প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছিল!'

একটু শুকনো হাসি হাসল টেড।

নড করল ডোবি। 'গুলির শব্দ শুনে আমিও সেই ... করছিলাম। ভাবলাম তোমাকে নিজের হাতে মারার আনন্দ থেকে বুঝি আমাকে বঞ্চিত করল র‍্যাঞ্চার। কিন্তু তোমাকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে দেখে খুশি হলাম। বেরিয়েই তুমি পড়লে আমার পিস্তলের মুখে।'

উদাসীন ভাবে কাঁধ উঁচাল টেড। চোখ ফিরিয়ে মিলার র‍্যাঞ্চে সবুজ মাঠগুলোর দিকে তাকাল সে। পুরোনো পথে চলা তার এখনও শেষ হয়নি। এই ডোবি বেইটসের সাথে তাকে আগে বোঝাপড়া করতে হবে। সেটা শেষ হলে, অবশ্য যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে ও পিস্তলবাজি বাদ দিয়ে দূরে কোথাও নতুন জীবন শুরু করতে পারবে।

'তোমার পিস্তল?' গর্জে উঠল টেড। 'তুমি যে পিস্তলটা আমার দিকে তাক করেছ ওটা আমার পিস্তল! আমার থেকেই চুরি করা!'

আড়চোখে হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল ডোবি। ওটা সত্যিই মার্শের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তল। প্রাক্তন লম্যানের দিকে কটমট করে চেয়ে রইল ডোবি। মুখে কিছু বলল না।

'তুমি এভাবেই এর ইতি টানতে চাও?' প্রশ্ন করল মার্শ।

'নিশ্চয়!' খেঁকিয়ে উঠল ডোবি। 'তুমি কি মনে করো এতটা পথ আমি মিছেমিছি দাবড়ে এসেছি? তুমি আমার বোনকে মেরেছ—আমি প্রতিশোধ চাই!'

আবার কাঁধ উঁচাল মার্শ। মেয়েটাকে সে কেন মারতে বাধ্য হয়েছে, ওসব কথা নতুন করে বলে লাভ নেই। 'ঠিক আছে, একটু দাঁড়াও, আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দাও—তারপর আমরা

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরুষের মত লড়ব।'

অবজ্ঞার সাথে মুখ বাঁকাল ডোবি। 'তোমার কথায় আমি ভুলছি না! ঠিক আছে, তুমি চাইলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াতে পারো, কিন্তু আমি পিস্তল নামাচ্ছি না। এত বোকা আমি নই, মার্শ!'

হাসল টেড। 'তাহলে তুমি চাও আমি ড্র করব আর তুমি খোলা পিস্তল হাতে আমার মোকাবিলা করবে?'

'ঠিক তাই, মার্শাল! তুমিও এর চেয়ে বেশি সুযোগ আমার বোনকে দাওনি!'

'ভুল বললে!' চিৎকার করে উঠল টেড। সেইসঙ্গে গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল। রোনটা লাফিয়ে ডোবির দিকে এগোল। মুহূর্তে পিস্তল বের কোরে গুলি করল টেড।

ডোবি বেইটসই আগে গুলি করেছিল। কিন্তু ঘোড়াটা লাফিয়ে ওর দিকে এগোনোয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে। টেডের শার্টের হাতায় টান দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু ডোবির কপাল মন্দ, টেডের বুলেট ওর হার্ট ফুটো করে দিয়েছে।

ধুলো আর ধোঁয়া পরিষ্কার হলে ডোবির নিঃসাড় লাশটার দিকে তাকাল মার্শ। এটা নিয়ে কয়টা হলো? একটা স্বর যেন ওকে ব্যঙ্গ করছে শুনতে পেল ও। কয়জন?

সে জানে না—এবং কেয়ারও করে না। সেই পুরোনো ঘটনাই আবার নতুন করে ঘটেছে। নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে তাকে আবার গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। কেবল নিজস্ব দক্ষতায় সে আবারও জয়ী হয়েছে। তাহলে তার নিজেকে অপরাধী কেন মনে হবে? কিসের লজ্জা? নিজেকে বাঁচাবার লজ্জা?

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ডোবির হাত থেকে নিজের পিস্তলটা

নিয়ে খাপে ভরল সে। এটা অস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা আর সাহসের ফল। ঠিক যখন দরকার। সমালোচকরা কোনদিন বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না যে সে খেয়ালের বশে কখনও মানুষ মারেনি—অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মারতে বাধ্য হয়েছে। সেসিলার মত মেয়েও এটা বুঝবে।

তাহলে সে পিস্তল ছাড়তে যাবে কেন? যেটা সে সবথেকে ভাল পারে, সেটাই ছেড়ে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার মত জায়গায় সে কেন মরতে যাবে? ওখানে একটা মানুষকেও সে চেনে না—অসুখী ভাবে তার জীবন কাটবে—শেষ পর্যন্ত একঘেয়েমীতেই শুকিয়ে মরবে।

জাহান্নামে যাক দুশ্চিন্তা, স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল টেড। হাল সে ছাড়বে না। ডোবির লাশ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ওকে এসপানিওলায় নিয়ে যাবে। ওখান থেকে কেউ ওকে বেইটস্ র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেবে। এরচেয়ে বেশি সে আর কি করতে পারে? ওখান থেকে দক্ষিণে সিলভার সিটিতে সে সেসিলার সাথে দেখা করতে যাবে। ওকে বলার মত অনেক কথা টেডের মনে জমে আছে। অনেক কথাই সে লজ্জায় চিঠিতে জানাতে পারেনি—অনেক কথাই বলার সাহস সে এর আগে পায়নি।

***

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্র্যাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com